THE POETS OF BENGAL.

BIDYAPATI

A COMPREHENSIVE COLLECTION OF HIS BENGALI SONGS
COMPILED FROM VARIOUS ANCIENT MANUSCRIPTS
AND THE SACRED BOOKS OF THE VAISHNAVAS
WITH COPIOUS NOTES AND AN INTRODUCTION

BY

Kaliprasanna Kavyabisharad.

CALCUTTA.
Printed at the Secular Press, Bhowanipore.

(True Copy.)

GOVERNMENT HOUSE.

SIMLA, 7th May, 1884.

SIR,

With reference to your letter of the 17th February, I am desired by LORD RIPON to inform you that he will have much pleasure in accepting the dedication to himself of the work on the Poets of Bengal, &c., which he doubts not will be one of much interest and usefulness.

I am, SIR,

Your Obedient Servant

H. W. PRIMROSE,

Private Secretary to the Viceroy.

সমগ্র বঙ্গীয় পদাবলী।

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কৃত

টীকা, কবির জীবনবৃত্তান্ত এবং বাঙ্গালা ও মৈথিলী

ভাসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত।

কলিকাতা।

ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০১ সাল।

TO THE MOST NOBLE

THE MARQUIS OF RIPON;

(Late Viceroy and Governor General of India)

Whose righteousness, magnanimity and courage of convictions have been unprecedented and unequalled in the annals of Hindusthan, Whose desire for doing good, even to the prejudice of the Anglo-Indian Bureaucracy, will keep his name ever green in our memory,

THIS LITTLE VOLUME

ON

"The bard who first adorned our native tongue,"

IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED

By His Lordship's Most Obedient Servant

K. Harryabiharad

পূর্ব্ব-ভাষ ।

বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী সংগৃহীত ও টীকা সমেত প্রকাশিত হইল। প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু তিনি, বঙ্গভাষা বা মৈথিলী ভাষা, কোন ভাষারই যথোচিত আলোচনা করেন নাই, আর পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিরও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার প্রশংসনীয় উদ্যম ও অশেষ পরিশ্রম এক প্রকার বিফল হইয়াছিল। পরে, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, বিদ্যাপতির প্রচার করেন। তাঁহারা বিদ্যাপতির রচনা পরিবর্ত্তনে এবং বিষম ভ্রম-সঙ্কুল টীকার সন্নিবেশে কবি ও কাব্যের যেরূপ দুরবস্থা করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে মৎসম্পাদিত হিতবাদী নামক পত্রে লিখিয়াছি, এবং এই গ্রন্থের টীকায় দুই এক স্থলে দেখাইয়া দিয়াছি। বস্তুতঃ শেষোক্ত মহাশয়দিগের ভাষানভিজ্ঞতা ও ভ্রান্তি দর্শনে মনে যেরূপ সাহস হইয়াছিল, বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া সেইরূপ আশঙ্কাও হইয়াছে। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, পণ্ডিত-মণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, জ্ঞানপূর্ব্বক কোথাও পাঠাদির বিকৃতি করি নাই; যে পাঠ অধিকাংশ স্থলে পাইয়াছি, যেরূপ বর্ণবিন্যাস বহুস্থলে দেখিয়াছি, মূলে তাহাই অবলম্বন করিয়াছি, এবং যথাসাধ্য, তাহারই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সহজ অর্থ পাইবার আশায় স্বকপোল কল্পিত, পরিবর্ত্তিত পাঠাদির প্রচার করি নাই; যথাসম্ভব, পাঠান্তরাদিরও উল্লেখ করিয়াছি। টীকায় যে যে স্থলে অসঙ্গতি বা ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইবে আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

উপক্রমণিকায় বিদ্যাপতি ও মৈথিল ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, এবং পরিশিষ্টে একখানি মৈথিল পাণ্ডুলিপির প্রতিরূপ সন্নিবিষ্ট হইল। এই সংস্করণে বিদ্যাপতির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি (বা ফ্যাক্‌সিমিলি) দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বিদ্যাপতির বংশধরেরা, কোন ক্রমেই সে বিষয়ে সহায়তা করিলেন না বলিয়া আমার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই।

আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ-ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও আমার সহধর্ম্মিণী এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধনাদি বিবিধ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তথাপি কয়েকটী হ্রস্ব উকার দীর্ঘ উকার, য, ষ, প্রভৃতি মুদ্রাঙ্কণের বর্ণাশুদ্ধি, সময়ে ধরা পড়ে নাই, পাঠক সে গুলির সংশোধন করিয়া লইবেন।

দশ বৎসর পুর্ব্বে যখন যাবতীয় বঙ্গকবির জীবন-বৃত্তান্ত, রচনার সার-সংগ্রহ, ও সমালোচনা প্রকাশের কল্পনা করি, তখন মহামতি লর্ড রিপন বাহাদুর উপহার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং উক্ত গ্রন্থ উপাদেয় ও উপযোগী হইবে বলিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে, বড়লাট লর্ড ডফরিন, প্রধান সেনাপতি সার ফ্রেডারিক স্লেই রবার্টস, বঙ্গের ছোটলাট সার অগষ্টস্ রিভার্স তমসন, উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট সার আল্‌ফ্রেড কমিন্স লায়েল, প্রভৃতি পূর্ব্বতন রাজপুরুষেরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু, আমার সে উদ্যম তখন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। বিদ্যাপতির এই সংস্করণ আমার সেই আশালতার প্রথম ফল। সুতরাং আমার পরম হিতৈষী সেই উদার-চরিত মহাত্মা লর্ড রিপনের নামেই ইহা উৎসর্গীকৃত হইল। আমি ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার নিকট ঋণী, তাহার উপর তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ-পাশে বদ্ধ, সেইজন্য অদ্য এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন লইয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলাম। এই পুস্তকের সংগ্রহ, সঙ্কলন ও প্রচারে যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হইল, তজ্জন্য অন্য কোনরূপ পুরস্কারের আশা করি না, পণ্ডিতগণ দোষ গুণ বিচার করিয়া পাঠ করিলেই কৃতার্থ হইব।

ভবানীপুর
২১ শে আশ্বিন,
সন ১৩০১ সাল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

উপক্রমণিকা।

বঙ্গভাষা, মৈথিলী ভাষা ও বিদ্যাপতি।

থমে কোন্ মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করেন এক্ষণে তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বাঙ্গালাভাষা অন্যূন সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে *। ক্রমশঃ আকার পরিবর্ত্তন ও অঙ্গ পুষ্টি হওয়াতে দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। এক্ষণে প্রাচীন কালের বিষয় আলোচনা করিয়া কোন বিষয়ের স্থিরসিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। মুসলমানদিগের অধিকার-কালে সংস্কৃত-চর্চ্চা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে সমগ্র ভারতবর্ষেই ভাষাবিপ্লব হইতে লাগিল। প্রকৃতির যে নিয়মানুসারে দুরূহ সংস্কৃত ভাষা হইতে অপেক্ষাকৃত সুখোচ্চার্য্য প্রাকৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই ভাষাবিপ্লব কালে সেই নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া পরিশুদ্ধ সংস্কৃতের ও অপেক্ষাকৃত সাধারণ প্রাকৃতের ক্রমশঃ বিকৃতি হইতে লাগিল। বহুকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃত ভাষা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছিল; মাগধী, রন্তিকা, বাহ্লীকা, দাক্ষিণাত্যা, অবন্তী, দ্রাবিড়ী, ওড্রীয়া, শকাভীরী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি

---

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত "সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" লিখিত আছে যে বাঙ্গালা ভাষা সহস্রাধিক বর্ষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে (১ম ভাগ ৫ পৃষ্ঠা); তাঁহার মতে বাঙ্গালা ভাষা ও বর্ণমালা একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে এ অনুমান অসঙ্গত নহে। যুক্তি বলে এরূপ নির্দ্দেশ করা যায় কি না, বলিতে পারি না—এই মাত্র বলিতে পারি—যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অনুমান সঙ্গত হইলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে ভাষার উৎপত্তি কাল হইতে পাঁচ ছয় শত বর্ষের মধ্যে বিরচিত একখানিও বাঙ্গালা পুস্তক পাওয়া যায় না। ইহা কত-দূর সম্ভব পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। পরন্তু ভাষা ও বর্ণমালার পরিবর্ত্তন যে এক সঙ্গেই হইয়াছে—এ কথার কোন প্রমাণ বা সদ্‌যুক্তি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে পাওয়া গেল না।

বহুবিধ প্রাকৃত ভাষার প্রভেদাদির পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলক্ষিত হইবে। সম্ভবতঃ প্রাকৃত ভাষার এরম্বিধ কোন বিকার হইতেই বঙ্গদেশে একটী নূতন ভাষার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল।

পূর্ব্বতন গৌড়ীয় ভাষা কিরূপ ছিল এক্ষণে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, কারণ তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী কিছু লিখিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করিতেন, দেশীয় ভাষায় রচনা করা শ্লাঘার বিষয় বোধ করিতেন না। সুতরাং শৈশবের কার্য্যকলাপ বহু চেষ্টা করিলেও যেরূপ স্মৃতিপথে উদিত হয় না, অপুষ্ট কলেবর ভাষার প্রথম আকার তদ্রূপ বহু যত্নেও পরিজ্ঞেয় নহে।

পণ্ডিতবর মুইয়ার সাহেব কাব্যাদর্শে "গৌড়ী" নামক প্রাকৃত বিশেষের উল্লেখ পাইয়াছেন। বোধ হয় এই গৌড়ী প্রাকৃতই বঙ্গভাষার প্রকৃত উৎপত্তি স্থল। ক্রমশঃ অপরিস্ফুট গৌড়ী প্রাকৃতের পূর্ণবিকাশ বাঙ্গালা ভাষা নামে প্রচলিত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে এই কাব্যাদর্শ পুস্তক প্রায় পঞ্চশতবর্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালাভাষা যে তাহার পূর্ব্বে হইয়াছে এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু সে সময়ের কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ হস্তগত বা দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং সম্ভবতঃ জয়দেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই।* কিন্তু জয়দেবের পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশের চলিত-ভাষা যে বাঙ্গালা ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। জয়দেবের সংস্কৃত অনেক স্থলে বাঙ্গালার মত হইয়াছে—"রাধিকা তব বিরহে কেশব" প্রভৃতি চরণগুলি উভয় ভাষাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। জয়দেব নিজে বাঙ্গালা রচনা করিয়াছেন কি না বলিতে পারিনা, কিন্তু তাঁহার অল্প দিন পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।

---

* গীতগোবিন্দ রচয়িতা শ্রীযুক্ত জয়দেব গোস্বামী লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥ স, সা, ৩০ পৃ।

এ জয়দেব অন্য কেহ নহে; কারণ জয়দেবের গীত-গোবিন্দেও এই সকল কবিগণের নামোল্লেখ দেখা যায় (প্রথম সর্গে বাচঃ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। লক্ষ্মণ সেন আবুল ফজলের মতে (Edwin's Ain Akbaree) ১১১৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ডাক্তার কেরির মতে জয়দেব খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর, ও এলফিনষ্টনের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের রচনা স্বভাবতঃই ললিত-পদবিন্যাসময়ী। জয়দেবের পদ-লালিত্য তুলনা রহিত। বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভাষা মধুমাখা। বস্তুতঃ ব্রজাঙ্গনার অদ্বিতীয় গ্রন্থকর্ত্রী ভিন্ন, বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায়, ঈদৃশ "মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী" প্রয়োগে কোন কবিই সমর্থ হয়েন নাই। বুঝিতে পারা যাউক আর না যাউক, বৈষ্ণব কবিদিগের সরল, সুন্দর, সুললিত পদাবলীতে সকলেরই আনন্দের উদ্রেক হয়—শ্রুতি-সুখ জন্মে।

জয়দেবের কবিতা ত সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী কোন্ ভাষার অঙ্গ উজ্জ্বল করিয়াছে? উহা সংস্কৃত নহে, প্রাকৃত নহে, হিন্দী নহে, এক্ষণকার বাঙ্গালার মতও নহে, তবে উহা কোন্ ভাষা? অনেকে বলেন—'উহাই গৌড়ীয় ভাষা; তবে আধুনিক চক্ষে ইংলণ্ডের প্রাচীন কবি চসারের ভাষার সহিত টেনিসনের ভাষার তুলনা করিলে পূর্ব্বোক্ত কবির ভাষা যেরূপ বিকৃত বোধ হয়—আধুনিক কবিগণের ভাষার সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির ভাষাও তদ্রূপ বিকৃত বোধ হইয়া থাকে। হিন্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে-বলিয়া প্রাচীন কবিগণের ভাষা মধ্যে হিন্দীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যে কবি যত প্রাচীন সেই কবির ভাষায় হিন্দী শব্দাদির ততই আধিক্য দেখা যায়।'

আবার কোন কোন ব্যক্তির মতে প্রাচীন বলিয়াই যে, বিদ্যাপতি প্রভৃতির ভাষা হিন্দী মিশ্রিতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহা নহে। তাহা হইলে তাঁহার সামসময়িক চণ্ডীদাসের ভাষায় হিন্দী মিশ্রণ এত অল্প হইত না। বৈষ্ণব কবিগণ পবিত্র বোধে ব্রজের ভাষা নিজ ভাষার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন—রুচির বিভিন্নতা অনুসারে কেহ ঐ ভাষার অধিক প্রয়োগ করিয়াছেন, কেহবা, দুই এক স্থলে প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু, যাঁহারা গুণরাজ খান প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণবকবির রচনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই দুই মতের মধ্যে কোন মতেরই পোষকতা করিতে পারিবেন না। পরন্তু, ইদানীন্তন ভাষাতত্ত্বসন্ধী সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিলী মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষা।

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে ভাষার ও বর্ণমালার পূর্ব্বাবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে হয়। এক্ষণে ভাষা-তত্ত্বজ্ঞ সকলেই স্বীকার করেন যে, সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ও প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃত হইতে সাধারণ প্রাকৃত যেরূপ নিয়মক্রমে উৎপন্ন, প্রাকৃতের প্রকার-ভেদ বিষয়ে সেরূপ কোন নিয়মিত প্রণালী দৃষ্ট হয় না; এবং বিবিধ প্রকার প্রাকৃত হইতে অপরাপর ভাষা সমূহের উৎপত্তিরও কোন সরল নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাই হউক ঐ সমস্ত প্রাকৃত, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন "বঙ্গদেশবাসী ব্যক্তিবর্গের মাতৃভাষাই বাঙ্গালা ভাষা" এই নির্দ্দেশ অনুসারে বিচার করিতে হইলে, পাঁচ ছয় শত বর্ষ-পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বিস্তৃতি কতদূর ছিল, তাহা দেখিতে হইবে। তখন বিহার প্রদেশের পূর্ব্ব অংশ অর্থাৎ চম্পারণ, ত্রিহুট, দ্বারভাঙ্গা (দ্বারবঙ্গ) প্রভৃতি প্রদেশ বঙ্গ (গৌড়) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং তত্তদঞ্চলের তাৎকালিক ভাষাও বাঙ্গালা ভাষা নামে উল্লিখিত হইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা এক হইলেও এখন যেরূপ উচ্চারণ-গত, প্রয়োগ-রীতিগত ও শব্দগত বৈষম্য দৃষ্ট হয়—তদানীন্তন বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও তদ্রূপ ভাষাগত অভ্যন্তরীণ প্রভেদ দৃষ্ট হইত। পরদেশীয়ের চক্ষে যত সামান্যই বোধ হউক না কেন—দেশীয় লোকেরা এরূপ প্রভেদের অস্তিত্ব বিলক্ষণরূপে অনুভব করিতে পারেন। মিথিলা (পূর্ব্ব-বিহার) ও তদানীন্তন গৌড়ের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা মধ্যেও তদ্রূপ অনেক অভ্যন্তরীণ সামান্য পার্থক্য ছিল—ভাষার বিকাশে ঐ প্রভেদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রমাণেরও অসদ্ভাব নাই।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—"এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের লিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর এক্ষণকার অক্ষর হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন; সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে 'তিরুটে' (বোধহয় ত্রিহুটে) অক্ষর বলে।"* "বোধ হয়" কেন?—অই অক্ষর যে ত্রিহুট বা মিথিলার অক্ষর তাহার আর কোন সন্দেহ নাই—অদ্যাবধি তথায় উহার প্রচলন আছে। আমাদিগের দেশের

---

* সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, প্রথমভাগ ৪—৫ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান অক্ষর উহারই সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র, কিন্তু মিথিলার বর্ণমালায় অদ্যাবধি বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। স্থানান্তরে, মৈথিলী বর্ণমালা ও মিথিলার অক্ষরে লিখিত একটী কবিতা, দেখিতে পাইবেন। এখন মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়ার অন্তর্গত আরারিয়া বিভাগ ও পাটনার অন্তর্গত বাড় বিভাগে, প্রায় এক কোটী লোক মৈথিলী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে।

আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার সহিত প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির ভাষার যেরূপ বাক্যগত প্রভেদ দেখিতে পাই, তাহা ব্রজভাষা বা হিন্দীর সংযোগ জনিত নহে, মৈথিলীর সংস্রবে ঘটিয়াছে। ব্রজের ভাষা স্বতন্ত্র, হিন্দীর ধাতু-শব্দাদিও অন্যরূপ। আমরা বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী বলিয়া যে সমস্ত কবিতা দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ের ভাষা পরিষ্কার বাঙ্গালাও নহে, পরিষ্কার মৈথিলীও নহে উভয় ভাষার সংযোগে সমুৎপন্ন সন্দেহ নাই। সুতরাং অতি সংক্ষেপে মৈথিলী ভাষা বিষয়ে আরও দুএকটী কথা এই স্থলে প্রকটিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

মৈথিলী ভাষায় ব্যাকরণ নাই, ও দেশে ভাষার সংস্কারাদি বিষয়ে যত্ন নাই, আর ভাষাতেও গ্রন্থ-বাহুল্য নাই। ইহা ভিন্ন মৈথিল পণ্ডিতদিগের আর একটী দোষ আছে; তাঁহাদিগের শিখাইবার রীতি জানা নাই, কিন্তু দারুণ অহঙ্কার আছে। তাঁহারা বাঙ্গালীদিগের ভাষাকে অসাধু ভাষা বলিয়াই বিবেচনা করেন। "একে বাঙ্গালী, তায় তোতলা" (এক বংগালি, দোসর তোতরাহ)—এটি তাঁহাদিগের এক প্রকার প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে. সুতরাং বাঙ্গালীর ভাষা যে একটা ভাষা তাহাই তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না।

এদিকে হিন্দুস্থানীরা মৈথিলী ভাষাকে বাঙ্গালা, ও বাঙ্গালীরা উহাকে হিন্দী বলিয়া থাকেন! সুতরাং এ ভাষা শিক্ষা করা যেরূপ সহজ হওয়া উচিত সেরূপ সহজ নহে। মহামতি গ্রিয়ার্সন সাহেব কৃত উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ, মিথিলাতীর্থ প্রকাশ নামক গ্রন্থ ও পণ্ডিতগণের উপদেশ হইতে যাহা কিছু জানা যায় তাহাই যথেষ্ট। মিথিলায় প্রচলিত বর্ণমালা স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

বর্ণের উচ্চারণ। যে কয়েকটী বর্ণের উচ্চারণ আমাদিগের মত নহে প্রথমে সে গুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

অ—ইহার উচ্চারণ অ ও আর মধ্যবর্ত্তী সুতরাং মৈথিলী "কব্" বাঙ্গালা "কব্"ও নহে, "কাব্"ও নহে, অনেকটা "ক্যাব্" এর মতন

ঐ— ইহার উচ্চারণ "অ্যায়" ; "অই" কি "ওই" নহে। যথা কৈসে (উচ্চারণ— ক্যায়সে)।

ং—অনুস্বারে, ঙ, ঞ, ণ, ন, ও ম,—এই কয়েকটীরই উচ্চারণ প্রযুক্ত হইতে পারে। পরস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণানুসারে উহার উচ্চারণ নির্ণেয়। যথা "তংদ্রা"=তন্দ্রা। মংচ=মঞ্চ।

ণ—ইহার উচ্চারণ কোন স্থলে "ন" এর ন্যায়, কোন স্থলে "আঁড়"। যথা; নিপুণ="নিপুন"। রাণী=রাঁড়ী।

জ, ও য, এবং বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব, কি লিখন কি উচ্চারণ, উভয় কালেই প্রায় জড়াইয়া যায়।

ব—ব'য়ের মৈথিলী উচ্চারণ "হ্ব"য়ের ন্যায়। কখন কখন 'ও'র ন্যায়ও হইয়া থাকে।

ষ—ইহার উচ্চারণ খ। যথা বর্ষ=বর্খ। কোন কোন যুক্তাক্ষরে কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হয়,—যথা 'লক্ষ্মী" প্রভৃতি শব্দে ষ=ছ; পুষ্প প্রভৃতি শব্দে ইহা "হ" য়ের তুল্য; সুতরাং লক্ষ্মী=লছ্মী; লক্ষ্মণ=লছ্মন; নষ্ট=নহট; পুষ্প=পুহপ। ইত্যাদি।

স—ইহার উচ্চারণ অনেক সময়ে চ ও ছ এর মধ্যবর্ত্তী।

সঁ—ইহার উচ্চারণ ও লিপি প্রণালী সে, সেঁ, সঁ্য, সঞ, সঞে ইত্যাদি।

এই উচ্চারণ অনুসারে লিখন প্রণালীর অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অর্থাৎ লক্ষ্মণ না লিখিয়া লছ্মন, হর্ষ না লিখিয়া হর্খ, বিষম না লিখিয়া বিখম, নিপুণ না লিখিয়া নিপুন, লেখাতেও এ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ভাষা পড়িতে "র লয়োরভেদঃ" ইহাও স্মরণ হইবে। তদ্ভিন্ন হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর এবং তালব্য, দন্ত্য ও মূর্দ্ধন্য শকার প্রভৃতির বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে দেখা যাইবে। মৈথিলী ভাষার উচ্চারণ ও লিপি প্রণালী সংস্কৃতানুযায়ী নহে, হিন্দী বা বাঙ্গালার মতও নহে, সকল গুলিরই মিশ্রণ। শব্দ রূপের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল, ইহা হইতে অন্যান্য শব্দ রূপের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

মধু

একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা—মধু	মধুসব (মধুসবহি, সবহিমধু,) ইত্যাদি।
কর্ম্ম—মধু, মধুকে, মধুক	মধুসব, সবকে. (সবহিকে,) ইত্যাদি।
করণ—মধুএ, মধুসেঁ, মধুসঞে	মধুসবেঁ, মধুসবসেঁ।
সম্প্রদান—মধুকেঁ	মধুসবকেঁ।
অপাদান—মধুকেঁ	মধুসবকেঁ।
অধিকরণ—মধুমেঁ	মধুসবমেঁ।
সম্বন্ধ—মধুক, মধুকি মধুকের, (হিন্দী মধুকী, মধুকা)	মধুসবকো।
সম্বোধন—মধু, মধুয়া, রৌ মধুয়া	মধুসব, ঔ মধুসব, রৌ মধুসবহি।

হুঁ, হি প্রভৃতি যোগে আরও রূপের পরিবর্ত্তন ঘটে। সবকো, সবহিকো, সবহুঁক; মুনিক, মুনিহুঁক, ইত্যাদি। বাঙ্গালা শব্দের পর "ই" কিম্বা "ও" বসাইলে অর্থের যে ব্যতিক্রম ঘটে, হুঁ কিম্বা হি যোগে তদ্ব্যতীত আর কিছুই হয় না। যথা—সবহিকো=সকলেরই; মুনিহুঁক=মুনিরও ইত্যাদি।

ক্রিয়া বিষয়ে বর্ত্তমান মৈথিলীর সহিত প্রাচীন মৈথিলীর অল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মৈথিলীতে—

করত	...	(১) করিতেছে (২) করে (৩) করিয়া।
করল	...	করিল।
করনু	...	করিলাম।
করলি	...	(১) করিলে, (২) করিলি, (৩)—(স্ত্রীলিঙ্গস্থলে *)করিল।
করব	...	করিব, করিবে।
করু	...	(১) করে, (২) করিতে, (৩) করিয়া (৪) কর।
করই	...	ঐ ঐ ঐ
করৈ	...	ঐ ঐ ঐ
করসি	...	করিতেছ।
করতি	...	করিতেছে।

---

* উর্দ্দুর সংস্রব জন্য মৈথিলী ভাষায় ক্রিয়ার লিঙ্গানুসারে দুই এক স্থলে প্রভেদ হয়।

এই একটী শব্দ ও একটী ধাতু হইতে তুলনায় অন্যান্য ধাতু ও শব্দের রূপ অনুভূত হইবে। এতদ্ভিন্ন পদোব অনুরোধে ও মিথিলাবাসিগণের অভ্যস্ত প্রয়োগক্রমে, সংস্কৃত, প্রাকৃত, ও হিন্দী কথার সঙ্কোচ, বিস্তার ও বিশ্লেষণে এবং বৈয়াকরণিক সম্প্রসারণাদি (জি প্রভৃতি) রীত্যনুসারে, শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে। যথা—

(সংস্কৃত)		(প্রাকৃত)	
স্নেহ ...	সিনেহ, নেহ, লেহ।	হোই ...	হোই, হউ।
স্নান ...	আসনান, সিনান।	পঢ়ই ...	পড়ই।
চতুর্দ্দশী ...	চৌদশী।	পড়ই ...	পড়ই।
বর্ষা ...	বরখা, বরিখা, বরিখ।	ফেলদি ...	ফেলই।
গ্রীবা ...	গীম্বা, গীম্মা, গীম।	ণচ্চই ...	নাচই।
বিধি ...	বিহি।	স্মুমারদি ...	স্মুমরই, সঙরই, সোঙরই।
বিঘ্ন ...	বিহিনি, বিঘিনি।	অচ্ছি ...	অছু।
উদ্ঘাটিত ...	উঘারিত, উঘার।	(হিন্দী)	
স্বতন্ত্র ...	সতন্তর।	বড়া ...	বড়।
প্রবেশ ...	পরবেশ।	পানী ...	পানি।
প্রীতি ...	পিরীতি।	পানীকা ...	পানিক।
পিপাসা ...	পিয়াস।	আধা ...	আধ।
প্রতীতি ...	পরতীতি।	দোনা ...	দুনু।
স্পর্শ ...	পরশ।	হ রয়র ...	হরিঅর।
প্রসঙ্গ ...	পরসঙ্গ।	ঔর ...	অরু ইত্যাদি।

এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাই মৈথিলী ভাষা হইতে বিভিন্ন। প্রাচীন কালের গৌড়ীয় ভাষায় মৈথিলী-সংস্রব থাকার প্রধান কারণ এই যে, তদানীন্তন মিথিলাও পঞ্চগৌড়ের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।* মৈথিলী মিশ্রণের আধিক্য ও অল্পতার

---

† ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে বহুকাল হইতে বঙ্গের হিন্দুরাজগণ গৌড় দেশকে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগরী এবং মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া আসিতে ছিলেন। পঞ্চ গৌড় শব্দে এই পাঁচ বিভাগকেও বুঝাইতে পারে: কিন্তু সম্ভবতঃ পঞ্চগৌড়ের অর্থ অন্যরূপ—

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতিখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥" স্কন্দপুরাণম্।

যাহা হউক সর্ব্বত্রই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মৈথিলিকেরা "গৌড়" ক[illegible] অভিহিত হইত। তদ্ভিন্ন বিদ্যাপতি নিজে অনেক স্থলেই মিথিলাপতিকে "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" ও "পঞ্চগৌড়েশ্বরের বিজেতা" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন:—

"চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর"—পদকল্পতরু, ১১। ২০২

"শৌর্য্যাবর্জ্জিত পঞ্চগৌড় ধরণীনাথোপনম্রীকৃতানেকোত্তুঙ্গতুরঙ্গ সঙ্গিত সিতচ্ছত্রাভিরামোদয়ঃ॥" ইত্যাদি—দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর প্রারম্ভে—১ম শ্লোক।

কারণ—মিথিলা বিভাগের সামীপ্য ও দূরতা; সুতরাং যে সকল কবিদিগের মিথিলায় জন্ম বা উপনিবাস তাঁহাদিগের ভাষায় অধিক মৈথিলীর সংযোগ দেখা যায়। এবং মৈথিল কবিদিগের সহিত আত্মীয়তা, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি, এবং তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষা, সহবাস ও সামীপ্য অনুসারে তদানীন্তন অন্যান্য কবির প্রয়োগে মৈথিলী ভাষার অল্পতা ও আধিক্য দৃষ্ট হয়।

ভাষাবিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিলাম। এক্ষণে দেখিতে হইবে গৌড়ীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি কে? এবিষয়ে এতাবৎ যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে তদনুসারে বিদ্যাপতিকেই এক প্রকারে বঙ্গভাষার আদি কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে বিদ্যাপতি বীরভূম বা বাঁকুড়া বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানের লোক। কিন্তু পরলোকগত ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৌলিক অনুসন্ধানেই প্রথমে জানা গেল যে, বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী, যে কেহ কিছু লিখিয়াছেন বা অনুসন্ধান করিয়াছেন, রাজকৃষ্ণ বাবুর উক্ত প্রবন্ধই তাহার মূল ও প্রকৃত পথ-নির্দ্দেশক। সুতরাং যদি অন্য কোন কারণ না থাকিত তাহা হইলে, অন্ততঃ এইজন্যও, বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদিগের আদরের বস্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেরই হৃদয়ে, চিরকৃতজ্ঞতার সহিত রাজকৃষ্ণ বাবুর নাম জাগরূক থাকিত।

যে প্রমাণ বলে বিদ্যাপতি-সম্বন্ধী তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) মিথিলায় বিদ্যাপতি-রচিত অনেকগুলি বিশুদ্ধ মৈথিলী সঙ্গীত প্রচলিত রহিয়াছে।

(২) শক ১২৪৮ অব্দে, মিথিলাধিপতি হরিসিংহ দেব রাজার সময়ে, প্রারব্ধ "পঞ্জী" নামক গ্রন্থে, ব্রাহ্মণ ও রাজগণের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ মধ্যে বিদ্যাপতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) রাজা "শিবসিংহ" মিথিলার রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষীগণের মধ্যেও একজনের নাম "লছিমা দেবী।"

(৪) রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে "বিসপী" নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দানপত্র অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সেই দানপত্র বলে

বিদ্যাপতির উত্তরাধিকারিগণ উল্লিখিত গ্রাম এ পর্য্যন্ত "ভোগ দখল" করিতেছেন।

(৫) মিথিলার অন্তর্গত সুগাওনা নামক গ্রামে শিবসিংহ বাস করিতেন। শিবসিংহের ভ্রাতৃ-বংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া এখনও সেই গ্রামেই বাস করিতেছেন।

(৬) বঙ্গদেশের অন্য কোনও অংশে বিদ্যাপতির রচিত "পুরুষ পরীক্ষা" "দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী" ও অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তক প্রচলিত নাই—কেবল মিথিলাতেই আছে।

(৭) এখনও বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত একখানি ভাগবত, তাঁহার বংশীয়দিগের নিকটে রহিয়াছে। আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে বহুচেষ্টাতেও ঐ ভাগবত খানি আনিয়া রাখিতে পারি নাই।

বিদ্যাপতি যখন মিথিলাবাসী, তখন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে তাঁহার নামোল্লেখ সঙ্গত কি না, এরূপ প্রশ্ন কেহ কেহ উত্থাপিত করিতে পারেন। এ বিষয়ে বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ বাবু * বলিয়াছেন :—

"বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালি বলা অন্যায় নহে। বল্লাল সেন বাঙ্গালা দেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে মিথিলা একভাগ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালি রাজা হইলেও, বাঙ্গালিরা লক্ষ্মণ সংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-স্মারক লক্ষ্মণসংবৎ বল্লালের যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালার অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালি বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইবে? এতদ্ব্যতিরিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালি হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালি জয়দেবের নিকট পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতাকুসুম সাদরে বঙ্গ-কাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।"

বিদ্যাপতির স্থান নির্ণীত হইল এক্ষণে তাঁহার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি মিথিলার ঠাকুরাখ্য প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশজাত।

* বঙ্গদর্শন—৪র্থ ভাগ—৯১ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাপতির বংশবল্লী।
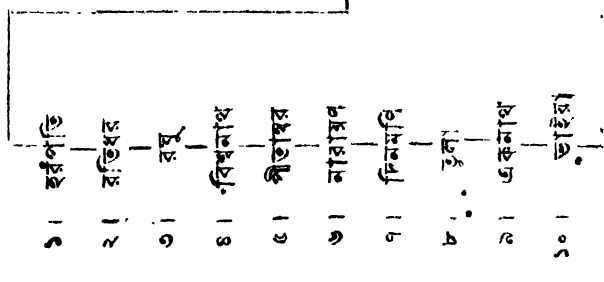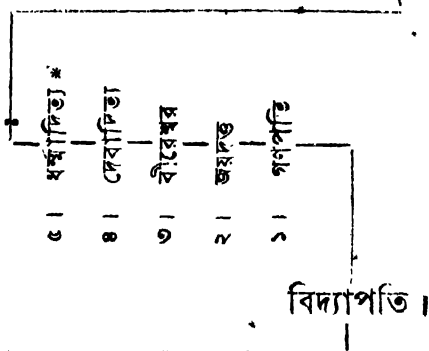
১১। নান্থু | ১১। ফণিলাল
১২। বনমালী (জীবিত) | ১২। বদরীনাথ (জীবিত)

উপরি উদ্ধৃত এই বংশবল্লী দর্শনে, কবির উর্দ্ধতম সপ্তপুরুষ ও অধস্তন দ্বাদশ পুরুষের নাম জানিতে পারা যাইবে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও পঞ্চদশের প্রারম্ভকালে বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ১৪০০ শত খ্রীষ্টাব্দে বিসপীগ্রাম দানপ্রাপ্ত হন। মিথিলার অধিপতি যে শিবসিংহ রাজার রাজত্বকালে বিদ্যাপতি বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার পূর্ণ নামঃ—"রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" তাঁহার পিতার নাম—দেবসিংহ, মাতার নাম হাসিনী দেবী, পিতৃব্যের নাম হরসিংহ, পিতামহের নাম ভবসিংহ। শিবসিংহেরও বংশবল্লী প্রদত্ত হইতেছে।

---

† গ্রিয়ার্সন সাহেব এসাইটিক সোসাইটীর জর্ন্যালে ভ্রমক্রমে কর্ম্মাদিত্য লিখিয়াছেন।
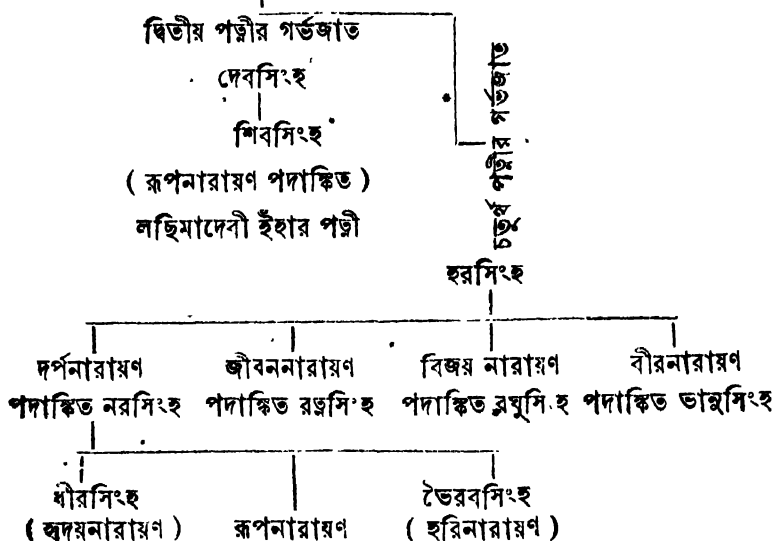
"পঞ্জী" হইতে আরও একটী তত্ত্ব সংগৃহীত হইল :—

মিথিলার রাজগণ	সিংহাসনারোহণের সাল	কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন
দেবসিংহ	খ্রীঃ ১৩৫৫ অব্দ	৯১ বৎসর *
শিবসিংহ	খ্রীঃ ১৪৪৬	৩½ ,,
পদ্মাবতীদেবী	খ্রীঃ ১৪৫০	১½ ,,
লছিমাদেবী	খ্রীঃ ১৪৫২	৯ ,,
বিশ্বাসদেবী	খ্রীঃ ১৪৬১	১২ ,,
নরসিংহ	খ্রীঃ ১৪৭৩	৬ ,,

শিবসিংহের তিন পত্নী—পদ্মাবতী, লছিমাদেবী, বিশ্বাসদেবী। গ্রিয়ার্শন সাহেব অনুসন্ধান করিয়া ছয় পত্নীর উল্লেখ পাইয়াছেন তন্মধ্যে কাহারও

* বাবু অযোধ্যাপ্রসাদ কৃত দ্বারভাঙ্গার ইতিহাসে উল্লিখিত তালিকার সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল নাই। তাঁহার মতে দেবসিংহের অধিরোহণ ১৩৮৫ অব্দে হয় ও পদ্মাবতী রাজত্ব করেন নাই। আমরা অযোধ্যাপ্রসাদের মূল ইতিহাস দেখি নাই, অন্য পুস্তকে উদ্ধৃত অংশ দেখিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলাম।

পদ্মাবতী নাম নাই। 'সে যাহাই হউক শিবসিংহের এই বংশবল্লী দর্শনে আমরা এই কয়েকটী বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি ঃ—

(১) রূপনারায়ণ ও শিবসিংহ একই ব্যক্তি ;

(২) শিবসিংহের একতমা পত্নীর নাম লছিমাদেবী ;

(৩) নরসিংহদেবের তৃতীয় পুত্রের নাম রূপনারায়ণ, অতএব শিবসিংহ ভিন্ন অন্য একজন রূপনারায়ণ ছিল।

এই সমস্ত তত্ত্ব পরিদর্শনে মনোমধ্যে কয়েকটী সন্দেহের উদ্রেক হয়। সংক্ষেপে সে গুলির উল্লেখ ও মীমাংসা করা যাইতেছে।

প্রথম সন্দেহ—শিবসিংহ যদি ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন তবে কিরূপে ১৪০০ অব্দে গ্রাম দান করিলেন ?

দ্বিতীয় সন্দেহ—"দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" গ্রন্থের আরম্ভে লিখিত আছেঃ—

अभिवाञ्छित सिद्ध्यर्थं वन्दितो यः सुरैरपि।
सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः । १ ।
भक्त्यानम्रसुरेन्द्रमौलि मुकुट प्राग्भारतार स्फुरन्
माणिक्यद्युतिपुञ्जरञ्जित पदद्वन्द्वारविन्दश्रिय ।
देव्यास्तत्क्षणदैत्यदर्पदलना सञ्चितप्रहृष्टामर
स्वराज्यप्रतिभूतविष्णुकरणा गम्भीरदृक् पातु वः । २ ।
अस्तिश्रीनरसिंहदेव मिथिलाभूमण्डलाखण्डलो
भूभृन्मौलि किरीट रत्ननिकर प्रत्यर्च्चिताङ्घ्रिद्वयः ।
आपूर्वापर दक्षिणोत्तरगिरि प्राप्तार्थि वाञ्छाधिक-
स्वर्णश्रेणि मणिप्रदान विजितश्री कर्णकल्पद्रुमः । ३ ।
विश्वख्यात-नयस्तदीयतनयः प्रौढ़ प्रतापोदयः
संग्रामाङ्गणलब्ध वैरीविजयः कीर्त्याप्तलोकत्रयः ।
मर्य्यादानिलयः प्रकामनिलयः प्रज्ञाप्रकर्षाश्रयः
श्रीमद्भूपति धीरसिंह विजयी राजत्यमोघक्रियः ॥ ४ ।
शौर्य्यावर्ज्जित पञ्चगौड़ धरणीनाथोपनम्रीकृता
नेकोत्तुङ्गतुरङ्ग सङ्गित सितच्छत्राभिरामोदयः ।

শ্রীমদ্ভৈরবসিংহদেব নৃপতির্যস্যানুজন্মাজয়-
স্যাচন্দ্রার্ককীর্ত্তিরঞ্চিত শ্রীরূপনারায়ণঃ। ৫।
দেবীভক্তি পরায়ণঃ স্মৃতিসুখ প্রারব্ধ পারায়ণঃ
সংগ্রামে ত্রিপুরাজকংসদলন প্রত্যক্ষনারায়ণঃ।
বিপ্রৈর্বাঞ্ছিতকাম্যয়া নৃপবরোঽনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং
শ্রীদুর্গোৎসবপদ্ধতিং বতনুতে দৃষ্ট্বানিবন্ধস্থিতিম্। ৬।

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে নরসিংহদেবের রাজত্বকালে তৎপুত্র রূপনারায়ণের অনুমতিক্রমে বিদ্যাপতি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি যদি খ্রীষ্টীয় ১৪০০ অব্দে স্বীয় কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যগুণে বিসপী গ্রাম লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার অন্ততঃ ৭৪-৭৫ বৎসর পরেও তিনি গ্রন্থ রচনে সমর্থ হইয়া জীবিত ছিলেন ইহা কি সম্ভবপর ?

প্রথম সন্দেহের মীমাংসা। শিবসিংহ খ্রীঃ ১৪৪৬ অব্দে রাজা হইলেও তৎপূর্ব্বে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ইহা কদাপি অসম্ভব নহে। তদ্ভিন্ন যে সকল কীর্ত্তি-প্রদ কার্য্য শিবসিংহের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৎসমুদয় তাঁহার রাজত্বকালে (অর্থাৎ সার্দ্ধ তিন বৎসরের মধ্যে) সঙ্ঘটিত হইয়াছে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। পরন্তু তাঁহার পিতার রাজত্ব-কাল যেরূপ দীর্ঘ তাহাতে তাহাতে তদীয় রাজ্যারম্ভের ৪৫ বৎসর পরে যে তিনি পুত্রহস্তে রাজ কার্য্যের ভার দিবেন ইহারই বৈচিত্র্য কি ? সুতরাং শিব-সিংহ যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ দ্বারা অশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এ অনুমান সকল প্রকারেই সঙ্গত বোধ হয়। তাহা হইলে বীসপী গ্রাম দান করিবার ৪৬ বৎসর পরে তিনি যে সিংহাসনারোহণ করিয়া-ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তদ্ভিন্ন মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির কোন কোন পদে দেব সিংহেরও নামোল্লেখ করা আছে, আমরা দেবসিংহের নাম যুক্ত একটী পদ মৈথিল-পদাবলী-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

দ্বিতীয় সন্দেহের মীমাংসা। বিদ্যাপতি যখন বিসপী গ্রাম লাভ করেন, তখন তাঁহার সুকবি বলিয়া প্রতিপত্তি ছিল, ইহা শিবসিংহের দানপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। তখন তাঁহার বয়স কোন ক্রমেই বিংশতি বৎসরাপেক্ষা ন্যূন

ছিল না। তাহা হইলে দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী রচনাকালে তাঁহার বয়স ৯৪। ৯৫ হইয়াছিল বলিতে হইবে। এত বয়স অবধি জীবিত থাকিয়া কার্য্য করণের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও অসম্ভব নহে। হয়ত তিনি পূর্ব্বে সময়ে সময়ে ঐ গ্রন্থের শ্লোকগুলি প্রণয়ণ করিয়াছিলেন পরে রাজ-অনুমতি ক্রমে পূর্ব্বভাগটী রচনা করিয়া গ্রন্থাকারে পরিণত করেন।

বীমস্ সাহেব বলেন, হয়ত বিদ্যাপতি উপাধিযুক্ত অন্য কোন পণ্ডিত 'গঙ্গা-ভক্তি তরঙ্গিণী' রচনা করিয়া গিয়াছেন।* এবিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই।

এই সমস্ত সংগ্রহ হইতে বিদ্যাপতির রচনায় উল্লিখিত শিবসিংহ, রূপ-নারায়ণ, বিজয় নারায়ণ, লছিমাদেবী প্রভৃতি ব্যক্তির বিষয়ে সন্ধান পাওয়া গেল। বিদ্যাপতির রচিত "পুরুষ পরীক্ষা" "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" "দান বাক্যা-বলী," "বিবাদসার," "গয়াপত্তন," প্রভৃতি কয়েক খানি সংস্কৃত গ্রন্থও মিথিলায় পাওয়া যায়।

এক্ষণে বিদ্যাপতি রচিত রাধাকৃষ্ণাদি বিষয়ক পদাবলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। বিদ্যাপতির কৃত উক্ত পদাবলি সম্বলিত কোন গ্রন্থই প্রচলিত নাই সুতরাং কতকগুলি হস্তলিখিত পুথি, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা, পদামৃতসমুদ্র, পদরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত ও লোক মুখে প্রচলিত পাঠাদি হইতে সংগৃহীত না করিলে বিদ্যাপতির রচনা পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতির বংশীয়েরা কেহই, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের অলৌকিক কীর্ত্তি স্বরূপ এই অমূল্য পদাবলীর সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন নাই। সুতরাং মুদ্রাকরের অনু-গ্রহে ও পাণ্ডুলিপির রীতিক্রমে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন হওয়ায় অনেক স্থলে মূলের বিকৃতি (সাত নকলে আসল নষ্ট) হইয়াছে—এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

মিথিলাতে অনুসন্ধান করিয়া বিদ্যাপতির যে সমস্ত পদাবলী পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগের অঞ্চলে প্রচলিত পদাবলী হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। সুতরাং কোন কোন পণ্ডিত আমাদের দেশে প্রচলিত পদগুলিকে "ব্যভিচার-

---

* "I would suggest the possibility of there having been more than one Bidyapati, and that the word is not a proper name, but a title, like Rai Gunakar or Kabikankan."—P. 301.

জাত অযোগ্য ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অসার অনুকৃতি" বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। আমরা কোন ক্রমেই এ কথার অনুমোদন করিতে পারিনা। আমাদিগের বোধ হয়, বঙ্গ-প্রচলিত পদাবলী যেরূপ কাল সহকারে বিকৃত— মিথিলার পদাবলীও তদ্রূপ বিকৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। উদাহরণ স্বরূপ একটি পদের মিথিলায় প্রচলিত দুইটী পাঠ উদ্ধৃত করিলাম।

(১) রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রাপ্ত পাঠ।	(২) গ্রিয়ার্সন সাহেবের প্রাপ্ত পাঠ।
কামিনী করু অসনানে।	কামিনী করু অসনানে।
হেরইত হৃদয় উদিত পচবাণে॥	হেরইত হির্দয় হনল পচমানে॥
চিকুর গরল জলধারে।	তিতল বসন তন লাগূ।
জনি মুখশশি ডর রোঅহি অঁন্ধারে॥	মুনিহুঁক মন সমস্ত ভয় জাগূ॥
কুচযুগ চারু চকেবা।	চিকুর বহৈ জল ধারে।
জনি বিহ আনি মিলাওল দেবা॥	জনি শশি বিনু মোহি লাগত অন্ধারে।
জনি সংশয় ভুজ ফাঁসে।	কুচযুগ চারু চকেবা।
বান্ধি ধএল উড়ি লাগত অকাসে॥	নিজকর কমল আনি তুঅ দেবা॥
তিতল বসন তন লাগু।	তেঁ সঙ্কে ভুজ ফাঁসে।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥	বাঁধি ধরিঅ উড়ি লাগত অকাসে॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।	ভণহিঁ বিদ্যাপতি ভানে।
রড়তপ-গুণমতি পুনমতি পাবে॥	সুপুরুখ ন কবহুঁ হোয়ত নদানে॥

এই দুইটী পাঠই মিথিলার। ইহার সহিত আমাদিগের পাঠ মিলাইয়া দেখিলে * স্পষ্টই বুঝা যায় যে নানালোকে এক কবিতারই নানাপাঠ ধরিয়া লইয়াছেন। এরূপ পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ এই যে—এই সমস্ত পদাবলী সুরলয়ে সঙ্গঠিত। আধুনিক গায়কেরা যখম গাইতে গাইতে একটী চরণ ভুলিয়া যান, তখন নিজে একরূপ করিয়া না পুরাইয়া লইলেও চলেনা। যাঁহারা আবার ইঁহাদিগের নিকট হইতে লিখিয়া লন তাঁহারাও অনেকে† "গান" শুনিতে "কাণ" শুনেন। প্রাচীন কালের গায়ক ও শ্রোতৃবর্গও যে এ দোষে দূষিত ছিলেন না, কে বলিতে পারে? এতদ্ব্যতীত মিথিলা অঞ্চলের লোকে বিদ্যাপতির

* ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। † সোমপ্রকাশ—১০ই পৌষ সোমবার সন ১২৭৯ সাল।

পদাবলী পরিবর্ত্তিত করিয়া অনেকটা আধুনিক মৈথিলীতে পরিণত করিয়াছেন; বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরাও ত্রুটী করেন নাই, তাঁহারা কবিতাগুলিকে যতদূর পারেন বাঙ্গালা ধরণের করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাপতির রচনা সম্বন্ধে নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

ইহা ভিন্ন বিশৃঙ্খলার আরও একটী কারণ আছে। স্ব স্ব পদাবলীর বিস্তৃতি লাভ মানসে পরবর্ত্তী অনেক কবি নিজের রচনা বিদ্যাপতি ভণিতা দিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। আর কাহারও কাহারও উপাধি "বিদ্যাপতি" ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম বসন্ত রায়। এই বসন্ত রায় জেলা যশোহরের অন্তর্গত ভূর্শটুর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার উপাধি বিদ্যাপতি, পিতার নাম ভবানন্দ রায়। প্রায় ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নবদ্বীপে ইঁহার মৃত্যু হয় †। একথা কতদূর প্রামাণিক বলিতে পারা যায় না। যাহাই হউক যখন বসন্ত রায়ের নিজের ভণিতাযুক্ত অনেক কবিতা পাওয়া যায়—এবং বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত মৈথিলীসংস্রব-রহিত অথবা অল্পমাত্র মৈথিল-শব্দ-সমন্বিত পদাদিও পরিলক্ষিত হয়, তখন এবম্বিধ পদাবলী সমস্তই যে একজনের লেখনী-প্রসূত কোনক্রমেই এরূপ বিশ্বাস মনে স্থান পায় না। মিথিলাতেও যে এইরূপ বিদ্যাপতির আবির্ভাব হয় নাই, কে বলিতে পারে?

এইজন্যই অনেকে একাধিক বিদ্যাপতির অস্তিত্ব-কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহাদিগের সকলের পদাবলী এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তৎসমুদয় পৃথক্ করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত সকলেরই কবিতা একত্র সন্নিবেশিত করা বোধ হয় বিশেষ দোষাবহ হইবে না—এই বিবেচনায় আমাদিগের দেশে প্রচলিত পদাবলী যেখানে যাহা পাইয়াছি সংগ্রহ করিয়া সন্নিবিষ্ট করিলাম।

মিথিলায় যেরূপ সঙ্গীত বিদ্যাপতির পদ বলিয়া প্রচলিত, গ্রিয়ার্সন সাহেব তাহার ৮২টী সংগৃহীত করিয়াছেন। আমরা আরও অনেক গুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। সে গুলি পূর্ণমাত্রায় মৈথিলী কবিতা। বাঙ্গালী পাঠক তৎসমুদায়ের আদর করিবেন কি না, বলিতে পারি না। আমরা যে কয়েকটী মৈথিলী কবিতা প্রকাশ করিলাম, তন্মধ্যে একটীও ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই।

---

† সোমপ্রকাশ—১০ই পৌষ সোমবার, সন ১২১৭ সাল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকের লেখা বিদ্যাপতির লেখায় মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিদ্যাপতির অনুকারক এবং তাঁহার ধরণেই লিখিয়াছেন, সুতরাং সমুদায় লেখার অস্থিমাংস একই উপাদানে গঠিত—চর্ম্ম যোজনায় প্রভেদ থাকিতে পারে। আমরা বঙ্গদেশে প্রচলিত প্রায় সমগ্র পদাবলীরই সঙ্কলন করিলাম। কেবল উভয় ভণিতাযুক্ত, অর্থাৎ "ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস তথি," প্রভৃতি শব্দান্বিত এবং কবি-রঞ্জনাদি বিভিন্ন নামের ভণিতাসমন্বিত পদাবলী ও প্রহেলিকাদির সংগ্রহ করিলাম না। কারণ মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত ঐ সমস্ত পদের কোনই সংস্রব নাই। যে গুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও বিদ্যাপতির কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতি বঙ্গীয় কবিতাকুসুমের আদি মধুকর। তাঁহার মধুর গুঞ্জনে হৃদয়-কমল প্রীতি-পবন-ভরে নৃত্য করিতে থাকে। তাঁহার রসভাবযুক্ত বর্ণনামালা—শ্রবণে মধুধারা বর্ষণ করে, মন বিমোহিত করে। তাঁহার কবিত্ব, কেবল যে মধুমাখা কথার স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া শ্রবণ রঞ্জন করে, তাহা নহে—গভীর ভাবতরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে হৃদয়বেলায় বারম্বার আঘাত করে—সে আঘাত তীব্র নহে—নিতান্ত সুখস্পর্শ অতীব কোমল। তাহাতে হৃদয় আর্দ্র হয়—মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়, অন্তরাত্মা প্রেমরসসিক্ত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। যদিও জয়দেব এইরূপ রচনার অধিনায়ক তথাপি তাঁহার প্রদর্শিত পথে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া কেহই বিদ্যাপতির সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

প্রেমের পবিত্র আকার কল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়-পরতার উত্তেজক দু একটী শব্দ বিন্যাসে বিদ্যাপতির কবিতা কলুষিত হইয়াছে—যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা দূরদর্শী বলিতে পারি না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে লোকের রুচি ভেদ হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ভক্তের মতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গ। যাঁহারা ঈশ্বরকে পিতা বা মাতার ন্যায় ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি-বিশিষ্ট থাকেন, তাঁহাদিগের ভক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুমোদিত ভক্তি নহে। পুংযোগা-সংস্থ কুলটা যেরূপ আগ্রহের সহিত উপপতিকে ভালবাসে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য

যাঁহাদিগের সেইরূপ আন্তরিক আগ্রহ তাঁহারাই বৈষ্ণব কবিগণের প্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার চক্ষে সেই প্রেম কলুষিত বোধ হইতে পারে—বৈষ্ণব ভক্তের পক্ষে উহাই পরম পবিত্র। সুতরাং যাহা আধুনিকের নিকট দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—বিদ্যাপতির ধর্ম্মভাব তাহাতে বিন্দুমাত্র দোষারোপ করিতে দেয় নাই। যদি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য সহকারে বাইবেলের জঘন্য অংশ সমুদায় পাঠ করিতে পারি, যদি মহম্মদীয় ধর্ম্মনীতির অনুশীলনে সুনীতির পথ কণ্টকময় না হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ভাবেও কোন ব্যক্তির মনে ঘৃণার উদ্রেক হওয়া উচিত নহে। ফলতঃ এবিষয়ে যদি কিছু দোষ থাকে, সে দোষ বিদ্যাপতির নহে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের। এই ধর্ম্ম প্রভাবেই তড়িৎলতা অবলম্বনে অবতীর্ণ, নিষ্কলঙ্ক শশধর বিনিন্দিত রমণী-বদন, কিছুক্ষণ দেখিয়া বিদ্যাপতির আশা পূর্ণ হয় নাই—"মদনজ্বালা" বাড়িয়াছিল। সৌন্দর্য্যও চমৎকারিত্বে মগ্ন হইয়াও এই ধর্ম্ম-প্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। নতুবা, বিদ্যাপতির ন্যায় গুণগ্রাহী, সুরসিক ও সুপণ্ডিত ইদানীন্তন জনগণের রুচি সঙ্গত রচনায় অক্ষম ছিলেন কে বলিতে পারে? পরন্তু যদি কেহ সুলোমানের প্রেম সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক ভাব দেখিতে পান, তাঁহার নিকট বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি-গণের অশ্লীলতা মধ্যেও সেইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের অসদ্ভাব হইবে না *।

বিদ্যাপতির শক্তিসমন্বয় অপরিসীম। তাঁহার কবিতা অলঙ্কার-ভূষিতা, হৃদয়গ্রাহিণী, শিল্প-কুসুম-কুন্তলা। কল্পনার কক্ষে আরোহণ করিয়া, কল্পনার এই প্রিয়পুত্র দেশ হইতে দেশান্তর, মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত, পরিভ্রমণ করিয়াছেন—তথা হইতে অমৃতায়মান বচন পরম্পরা ও ভাবরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, শ্রবণ করিলে ভাবুকের চিত্ত স্বতঃই মুগ্ধ হইয়া যায়। কল্পনাসুন্দরী তাঁহাকে প্রকৃতির যে মানচিত্র দেখাইয়াছেন—তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিভাসিত রহিয়াছে।

* আধ্যাত্মিকভাবে—রাধা আত্মরূপিণী—ভক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি সখী ও দূতীস্বরূপা ; কৃষ্ণ পরমেশ্বর ; আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলনই সঙ্গম। গোপ-সংসার, গোপী বাসনা। বিশেষ ব্যাখ্যা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাপতির ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে দু একটী কথা বলিয়া ও তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে প্রচলিত দু একটী গল্পের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই সমস্ত পদাবলীর প্রত্যেকটীই এক একটী গীত। ছন্দের নিয়ম, সুর ও তাল অনুসারে নির্ণীত হইবে। দুই একটী বর্ণ বা মাত্রার আধিক্য বা অল্পতায় সকল সময়ে সুরের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে না। গানের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ প্রভৃতি, তাল ও ফাঁকের ক্রমানুসারে, বিবিধ মাত্রাবিশিষ্ট। সুরানুসারে লঘুবর্ণের গুরু উচ্চারণ ও গুরুবর্ণের লঘু উচ্চারণ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত মৈথিলী ও বাঙ্গালা ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরানুযায়ী নহে। তদ্ভিন্ন যদি সমস্ত পদ এক সুর ও এক তাল অনুসারে গ্রথিত হইত, তাহা হইলে প্রতি চরণের মাত্রা সংখ্যা ও বিরাম যতির সাধারণ কোন নিয়ম বাহির করিলেও করা যাইত। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাগরাগিণী সম্বলিত হওয়ায়, এরূপ নিয়ম বাহির করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সঙ্গীতরসাভিজ্ঞেরা রাগাদি অনুসারে কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিলেও পারেন। নতুবা গ্রিয়ার্সন সাহেব বিলাতী প্রণালী ও দেশীয় লঘু গুরু রীতির মিশ্রণে যেরূপ ছন্দের নিয়মাদি আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা উপযুক্ত হয় নাই।

এখানে আর একটী কথা বলা উচিত। বিদ্যাপতির পদের সুর-নির্দ্দেশ করিলাম না কেন?—অনেকেই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সে বিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য, যে পদাবলীর সুরতাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। একজন যে পদ "ধানশ্রী" তে গেয়—লিখিয়াছেন, আর একজন সেই পদই বসন্ত রাগে গেয় স্থির করিয়াছেন। আবার অন্য পুথিতে, সেই পদেই, কল্যাণী রাগ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং সংগ্রহকার নিরুপায়। যাঁহারা সঙ্গীত রসজ্ঞ, তাঁহারা মাথায় একটা নাম লেখা দেখিবার অপেক্ষা রাখিবেন না, ইহাই মাত্র আশ্বাসস্থল। সুতরাং আমরা কোন পদেরই সুরনির্দ্দেশ করিলাম না।

বিদ্যাপতির রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে, অর্থাৎ অনুসন্ধান করিলে তথায় দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পুরুষ-পরীক্ষা, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, দান বাক্যাবলী, বিবাদসার ও গয়া-পত্তন প্রধান। প্রথম দুই খানির কোন কোন স্থান পাঠ করিয়াছি, একখানিও রীতিমত অধ্যয়ন করিতে পারি নাই সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা মাত্র।

শ্রীহরপ্রসাদ রায় নামে একজন পণ্ডিত পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। উক্ত অনুবাদ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। পূর্ব্বে ফোর্টউইলিয়ম কলেজে সেই অনুবাদ পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল। ইহাতে ৪৮টী উপাখ্যান আছে; পুরুষনামধারী সকলেই যে পুরুষ নহে, প্রকৃত পুরুষের পরীক্ষা কি, ইহাতে উপাখ্যানচ্ছলে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

এইবারে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে প্রচলিত দুই একটী কাল্পনিক গল্পের উল্লেখ করিতেছি।

(১) বিদ্যাপতি শিবসিংহের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। দিল্লীর অধীশ্বর এক বার রাজা শিবসিংহকে দণ্ড দিবার জন্য ধরিয়া লইয়া যান। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বিদ্যাপতি শিবসিংহের উদ্ধার সাধনে কৃত সংকল্প হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। দিল্লীশ্বর বিদ্যাপতিকে সুকবি জানিয়া, ও অদৃষ্টকে দৃষ্টবৎ বর্ণনে সমর্থ, শুনিয়া, পরীক্ষার্থ কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে একটা কাষ্ঠপেটকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। অনন্তর কতকগুলি নগরাঙ্গনাকে যমুনার জলে স্নান করিয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে সম্রাটও বিদ্যাপতিকে পেটক মুক্ত করিয়া যমুনাতীর বৃত্তান্ত বর্ণনের অনুমতি প্রদান করিলে কবি তৎক্ষণাৎ "কামিনী করু অসনানে" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত গীত দ্বারা ঐ ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে দিল্লী-পতি বড়ই সন্তুষ্ট হন, সুতরাং বিদ্যাপতির জন্য শিবসিংহেরও মুক্তি লাভ হয়।

(২) বিদ্যাপতি লছিমাদেবীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, এবং তাঁহাকে না দেখিলে একছত্রও লিখিতে পারিতেন না। একদা তিনি ভূপতির অনুমতি ক্রমে বহু চেষ্টা করিয়াও কবিতা লিখিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে গবাক্ষ-পথে তাঁহার চিত্ত-হারিণী একবার দেখা দিলেন; কবি অমনি "গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি।" বলিয়া কবিতার উৎস খুলিয়া দিলেন। রাজা এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহাকে শূলে দিয়াছিলেন।

(৩) বিদ্যাপতি মরণকাল আসন্ন দেখিয়া, গঙ্গাতীরে যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে ভাবিলেন, ভগবতী ভাগীরথী যদি ভক্ত-বৎসলা হন, তবে এই স্থানেই আমার নিকটে আসিবেন। সর্ব্বান্তর্যামিনী গঙ্গাদেবী সেই স্থলেই ত্রিধারা হইয়া লহরী-লীলা প্রকাশ করিলেন। বিদ্যাপতি পুলকিত চিত্তে সেই স্থলেই

প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার চিতা যেখানে ছিল—সেই খানেই একটী শিব-লিঙ্গের উদ্ভব হইল। বাজিতপুর নগরের উত্তরদেশে একটী মন্দির এই কিম্বদন্তীর জন্য প্রসিদ্ধ। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের ষ্টেসন বাঢ় হইতে ঐ স্থল ৪।৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

এইরূপ অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সত্য ও মিথ্যা, স্বপ্ন ও কৌতুকের অপূর্ব্ব মিশ্রণে এবং 'নিষ্কর্ম্মা' মহোদয়গণের অনুগ্রহে এরূপ গল্পমালা সকল দেশেরই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বহু ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত অলঙ্কৃত করিয়াছে। সুতরাং এরূপ গল্প সংগ্রহের বাহুল্য না করিয়া এই খানেই উপসংহার করিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে বিদ্যাপতির জীবন বৃত্তান্ত ও ভাষা বিচার সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি হইতে অনেক সাহায্য লইয়াছিঃ—

মহোদয় শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত সাহিত্য বিষয়ক বিচার ১ম ও ২য় ভাগ।
" " রমেশচন্দ্র দত্তের—Literature of Bengal.
" " বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন, ৪র্থ ভাগ ২য় খণ্ড।
" " জন বীমস্ লিখিত প্রবন্ধ Indian Antiquary (Vols. II&IV)
" " মুইয়ার কৃত Sanskrit Texts.
" " জর্জ্জ, এ, গ্রিয়ারসন কৃত মৈথিলী ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ।
Journal Asiatic Society, Ex. Nos. to Part I of 1880 and Part I of 1882, respectively.
মিথিলা তীর্থ-প্রকাশ। দ্বারভাঙ্গায় প্রকাশিত।
মহোদয় শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউএল কৃত "A short Introduction to the Ordinary Prakrit of the Sanskrit Dramas, *&c.*, *&c.*," (1851)
মনোরমা টীকা সহিত প্রকৃত প্রকাশ Edited by E. B. Cowell 1854.

এতদ্ভিন্ন পাঠাদি নির্ণয় স্থলে ২৭ খানি হস্ত লিখিত পুথি এবং পদকল্পতরু, পদরত্নাকর, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা, প্রভৃতির বিবিধ সংস্করণ ব্যতীত. নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলির ধৃত পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছিঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী (রাজকীয় যন্ত্র ১২৮৫ সাল।)

" " অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ (চুঁচুড়া ১২৮৫)

" " ঐ ঐ ঐ কলিকাতা বঙ্গবাসী প্রেস; ১২৯১ সালের সংস্করণ।

" পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত পদামৃতসমুদ্র; বহরমপুর, খাগড়াস্থ রাধারমণ-যন্ত্র ১২৮৫;

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ (বহুবাজার স্মিথ কোম্পানির যন্ত্র) ১২৮৩।

পাণ্ডুলিপি গুলির মধ্যে অধিকাংশ পদকল্পতরু বা গীত-কল্পতরু। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে পদের সংখ্যায় মিল নাই। সুতরাং যেখানে শ্লোকের সংখ্যানির্দ্দেশ করিয়াছি, তথায় বটতলার পদকল্পতরুরই সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

বাহুল্য ভয়ে সাধু বৈষ্ণব, পণ্ডিত মণ্ডলী, বন্ধুবর্গ ও সংবাদপত্রাদির নাম উল্লিখিত হইল না, তাহা বলিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমি কোন সহায়তা লাভ করি নাই, ইহা যেন অনুমিত না হয়।

বর্ণমালা।

বাঙ্গালা।	মৈথিল।	দেবনাগর।	বাঙ্গালা।	মৈথিল।	দেবনাগর।
অ	𑒁	अ	ঝ	𑒗	झ
আ	𑒂	आ	ঞ	𑒘	ञ
ই	𑒃	इ	ট	𑒙	ट
ঈ	𑒄	ई	ঠ	𑒚	ठ
উ	𑒅	उ	ড	𑒛	ड
ঊ	𑒆	ऊ	ঢ	𑒜	ढ
ঋ	𑒇	ऋ	ণ	𑒝	ण
ৠ	𑒈	ॠ	ত	𑒞	त
ঌ	𑒉	ऌ	থ	𑒟	थ
এ	𑒋	ए	দ	𑒠	द
ঐ	𑒌	ऐ	ধ	𑒡	ध
ও	𑒍	ओ	ন	𑒢	न
ঔ	𑒎	औ	প	𑒣	प
ং	·	·	ফ	𑒤	फ
ঃ	:	:	ব	𑒥	ब
ঁ	•		ভ	𑒦	भ
ক	𑒏	क	ম	𑒧	म
খ	𑒐	ख	য	𑒨	य
গ	𑒑	ग	র	𑒩	र
ঘ	𑒒	घ	ল	𑒪	ल
ঙ	𑒓	ङ	ব	𑒫	व
চ	𑒔	च	শ	𑒬	श
ছ	𑒕	छ	ষ	𑒭	ष
জ	𑒖	ज	স	𑒮	स
			হ	𑒯	ह

সূচী পত্র।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৸৵০	১৪	য	ষ
১/০	২২	হরিসংহ	হরিসিংহ
১৶০	১৩	খ্রীটীয়	খ্রীষ্টীয়
১।৵০	১৭	তাহাতে তাহাতে	তাহাতে
১॥৵০	শেষ	সংস্কু	শংস্কু
১৸৵০	২৪	প্রকুতপ্রকাশ	প্রাকৃতপ্রকাশ
১৩	শেষ	দত্তাদ্ভূত	দত্তাদ্ভুত
২৬	১৩	মিলাইল	মিলায়ল
.৩০	১৮	ভূবন	ভুবন
৪২	শেষ	মদনর	মদনের
৮৮	১৮	বলিয়াছেন	বলিয়াছেন।
১০১	১৪	ভূজঙ্গী	ভুজঙ্গী
১০৪	শেষ	শেয	শেষ
১৫৮	৫	জটাজুট	জট জূট
২২৪	৭	লাগি	ত্যাগি
,,	১৪	ভিষিত্র	ভিষিএ
,,	২৪	বিন,	বিনা,
,,	২৬	হয় তাহা হইতে	হয়, তাহা হইলে অর্থ
২২৫	১৬	খট্টাঙ্গ	খট্বাঙ্গ
২২৬	৮	মসীমতঃ	মাসীমতঃ
	১৪	প্রজ্ঞবান্	প্রজ্ঞাবান্

বিদ্যাপতি।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

(১)

গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী॥ ৪।

১। গজহু গামিনী—গজগামিনী। হুঁ, হু, হি প্রভৃতির প্রয়োগ সম্বন্ধে উপক্রমণিকায় মৈথিল ভাষার নিয়মাদি দ্রষ্টব্য। কোন কোন টীকাকারের ধৃত কিম্বা কৃত পাঠ—"গজবর-গামিনী"। গেলি—গেল। উর্দ্দু ভাষাদির রীতিক্রমে মৈথিলী ভাষায় ক্রিয়ার লিঙ্গ আছে; অর্থাৎ কর্ত্তা পুংলিঙ্গ হইলে ক্রিয়াও পুংলিঙ্গ হয় ইত্যাদি। মৈথিল ব্যাকরণানুসারে স্ত্রীলিঙ্গে ও পুংলিঙ্গে অনেক স্থলেই ক্রিয়া এক প্রকার; তবে দুই এক স্থলে ক্রিয়ার রূপে লিঙ্গবিশেষক সামান্য বিকার হইয়া থাকে। যথা পুং—ভেল, স্ত্রীং ভেলি, (হইল); পুং চলল, স্ত্রীং চললি, (চলিল) ইত্যাদি। বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচনায় সর্ব্বত্র ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসৃত হয় নাই।

২। বিহসি—হাসিয়া। পালটি—পাল্‌টে, ফিরিয়া। নেহারি—দেখিয়া।

৩। ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক। কুসুম-সায়ক—মদন:

৪। কুহকী—মুগ্ধকর। স্মিথকোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণে ৩-৪ পঙ্‌ক্তির অর্থ এই লিখিত আছে:—"এই নারীশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজালের (ইন্দ্রজাল বিষয়ে) কুসুম সায়ক কুহকী স্বরূপ হয়"। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আর এক জন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সুন্দরী মায়াবিদ্যা ব্যবসায়ী কামদেবের মত কুহকী হইলেন।" আমাদিগের বিবেচনায়

জোরি ভুজযুগ মোরি বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ ॥ ৮।
উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।

ইহার অর্থ এই—সুন্দরী ঐন্দ্রজালিক মদনের পক্ষেও কুহকিনী হইলেন—অর্থাৎ যে কামদেবের মায়াতে বিশ্ব মোহিত হয় সুন্দরী তাহারও পক্ষে মোহকরী হইলেন।

৫। জোরি—জুড়িয়া, একত্র করিয়া। মোরি—মুড়িয়া। মোরি—শব্দের অর্থ "মুড়ি"—অর্থাৎ মুখ বা মস্তক করিলেই ভাল হয়। বর্ত্তমান কালের মৈথিলী ভাষাতেও মুরি শব্দ মস্তক ও মুখ এই দুই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। মৌলী শব্দজ মৌড়ী শব্দও প্রচলিত আছে। তাহার সহিত মোরি শব্দের সম্বন্ধ থাকিতে পারে। তাহা হইলে উহার অর্থ কিরীট বা খোঁপা। বেড়ল—বেড়িল।

৬। ততহি—অনন্তর, তাহাতে। এই দুই অর্থই হয়। বয়ান—মুখ। সুছন্দ—পাণিনির মতে ছন্দ ধাতু দীপ্তি অর্থবোধক। ধাতুকোষে—"ছদি সন্দীপনে, ছদি ইতি রামঃ ছন্দইত্যপরে।" সুতরাং সুছন্দ শব্দের অর্থ অতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট; প্রভান্বিত; মনোহর কান্তিযুক্ত।

৫—৬। (কামিনী) করদ্বয় সম্মিলিত করিয়া (প্রথমে) মস্তক বা কবরী, তদনন্তর কান্তিযুক্ত বদন মণ্ডল বেষ্টন করিল। [দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিবার সময় অনেক রমণী অঙ্গুলি সম্মিলিত করিয়া করযুগে মস্তক বেষ্টন করে।] ততহির ও মোরির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধরিয়া এই কয়েকটী চরণের নানা প্রকার ব্যাখ্যা করা যায়।

৮। যৈছে—যৈসে (য্যায়সে)—যেরূপ; যেমন, যেন। চন্দ—চাঁদ।

৭-৮। যেন কামদেব চম্পকদামে শরচ্চন্দ্রের পূজা করিলেন। এই রূপকে অঙ্গুলি—চম্পকদাম, ও বয়ান—শারদ চন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

৯। উরহি—উরসি, বক্ষঃস্থলে। ঝাঁপই—ঝাঁপিয়া, টানিয়া দিয়া, আবৃত করিয়া। ১০। হেরু—দেখে; এখানে—দেখা যায়।

পবন পরাভবে শারদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু ॥ ১২।
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব
টুটব বিরহক ওর।

১১। জনু—যেন। এখানে কোন কোন টীকাকার ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন—হেরু জনু প্রভৃতি স্থলে লালিত্যের অনুরোধে উকারযোগ করা হইয়াছে। লালিত্যের অনুরোধে নহে, ব্যাকরণের অনুরোধে, মৈথিলী ভাষার রীতি অনুসারেই এরূপ হইয়াছে।

১২। বেকত—ব্যক্ত প্রকাশিত। কয়ল—করল, করিল। ৯-১২। বক্ষঃস্থলে চঞ্চল ভাবে অঞ্চলাচ্ছাদন করাতে স্তনের অর্দ্ধভাগ মাত্র দেখা গেল। বোধ হইল যেন শরৎকালের মেঘ পবন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া (সুতরাং অস্পষ্টভাবে) সুমেরু পর্ব্বত প্রকাশ করিয়াছে। গীতচিন্তামণির পাঠে ইহার পরবর্ত্তী ছত্রগুলি নাই।

১৪। টুটব—টুটিবে, ভাঙ্গিবে। ওর—সীমা। কোন টীকাকার "বিরহ কওর" পাঠ ধরিয়া "কওর" শব্দের অর্থ "কঠোর" লিখিয়াছেন। এবং স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ মানসে তাহার পরেই "প্রাকৃত প্রকাশ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় সূত্র" লিখিয়া অনভিজ্ঞ লোকের ভ্রমোৎপত্তি করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত প্রকাশের উক্ত সূত্রানুসারে ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য ও ব এই নয়টী বর্ণের লোপ হয়। উহা ঠ লোপ হইবার সূত্র নহে। আর ঐ পরিচ্ছেদেরই ২৪ সূত্রানুসারে "কঠোর" শব্দ প্রাকৃতে "কঢোর" হয়, "কওর" হয় না। শেষ পরিচ্ছেদগুলিতেও "কওর"—হইবার সূত্র নাই। মহারাষ্ট্রী, মাগধী পৈশাচী ও শৌরসেনী প্রাকৃতে "কওর" হয় না বলিয়া যে কঠোর শব্দের অপভ্রংশে কোন ক্রমেই "কওর" শব্দের উৎপত্তি হয় নাই—একথা বলিতেছি না। শব্দের অপভ্রংশ হইলেই যে উহাতে প্রাকৃত প্রকাশের সূত্রানুযায়ী বিকার ঘটিতে হইবে এমন কোন রাজশাসন প্রচলিত নাই। প্রাকৃত প্রকাশে চারি প্রকার প্রাকৃতের নিয়মাদি উল্লিখিত আছে। অন্য কোন প্রাকৃতের উল্লেখ নাই। তদ্ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার নিয়ম মৈথিলী ভাষায় অধিকাংশ স্থলেই

চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর ॥ ১৬।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয় ॥ ২০।

খাটে না। তবে "কওর" শব্দের কঠোর অর্থ মিথিলায় প্রচলিত নাই এবং অন্য কোথাও উহার প্রয়োগ দেখি নাই। সুতরাং "বিরহক ওর"—এইরূপ পাঠ ধরিয়া, বিরহের সীমা ভাঙ্গিবে—এইরূপ অর্থই করিতে হইল।

১৫। যাবক—অলক্তক, আলতা। পাবক—অগ্নি। সুন্দরীর চরণলিপ্ত অলক্তক চিহ্ন, হৃদয়স্থ বহ্নির ন্যায় আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতেছে।

১৮। থির—স্থির। হোয়ের পরিবর্ত্তে "তোয়" পাঠও দেখা যায়। এরূপ পাঠ অসংলগ্ন।

'যুবতি' এই শব্দটী দূতী বা সখী সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে।

২০। মোয়—আমাকে। বিদ্যাপতি এখানে নায়কের সহিত অভিন্নভাবে সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে "আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না," ও তাহার হেতু স্বরূপ পুনরায় প্রাপ্তি সম্ভাবনার অভাব আশঙ্কা করিয়া আশঙ্কার কারণ হেতুগর্ভ নারী-বিশেষণ দ্বারা বলিতেছেন—"রমণী গুণবতী কিন্তু আমি নির্গুণ কি প্রকারে তাহার প্রাপ্তির আশা করিব?" এরূপ অর্থ না ধরিলে—"ভণয়ে বিদ্যাপতি" এই পদটী সর্ব্বশেষে আনিয়া অন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ উহা যেস্থলে আছে সেস্থলে না থাকিয়া একেবারে শেষ চরণের পরে আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যথা—"হে যুবতি শ্রবণ কর—চিত্ত স্থির হয় না। সে রমণী অশেষ গুণবতী আমি কি আর তাহাকে পাইব? বিদ্যাপতি এই ভণিতেছে।" ইহাকে আলঙ্কারিকেরা গর্ভিতপদ-দূরান্বয় দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(২)

অপরূপ পেখলু রামা।

কনকলতা অবলম্বনে উয়ল

হরিণীহীন হিমধামা ॥ ৩।

নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই

ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস।

চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল

কেবল কাজর পাশ ॥ ৭।

১। পেখলু—দেখিলাম; পেখলুঁ, পেখন্থ প্রভৃতি রূপভেদও দৃষ্ট হয়।

২। উয়ল—উদিত হইল।

৩। হরিণী-হীন—মৃগচিহ্ন বিহীন; মৃগচিহ্নই চন্দ্রের কলঙ্ক; সুতরাং কলঙ্কবিহীন। হিমধামা, হিমধাম—চন্দ্র।

২—৩। কনকলতা অবলম্বনে নিকলঙ্ক শশী উদিত হইল। এখানে দেহের সহিত কনকলতার ও মুখের সহিত নিকলঙ্ক চন্দ্রের সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

৪। দউ—(সংস্কৃত দ্বৌ হইতে) দুই।

৫। ভাঙ—ভাব অর্থাৎ অনুরাগ। বিভঙ্গি—ভঙ্গি, তরঙ্গ। ভাঙ—শব্দের অর্থ ভ্রূও হইতে পারে; বৈষ্ণব পদাবলীতে ভ্রূ অর্থে " ভাঙ " কথার প্রায়ই প্রয়োগ দেখা যায়। " ভ্রূ " অর্থ ধরিলে বিভঙ্গির তরঙ্গ অর্থ হইবে না।

৬। চকিত—চমকিত, ভীত চঞ্চল। জোর—যোড়া, দুইটী; জোর শব্দের অনেক স্থানেই এই অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হইবে। উদাহরণস্থলে, পদকল্পলতিকার "স্বয়ং দৌত্যের" প্রথম গীতে—"নয়নযুগল নীল উৎপল জোর," পদকল্পতরুর ২৭৩ সংখ্যক গীতে " বেকত কুচ জোরি।" প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অক্ষয় বাবুর নিজের সংগ্রহেও "কুচ জোরা" আছে। তথাপি তিনি অর্থ করিয়াছেন "বলপূর্ব্বক।" ৭। কাজর—কাজল। পাশ—রজ্জু।

৪—৭। ভ্রূ ভঙ্গির বিলাসস্থল স্বরূপ (অথবা অনুরাগ তরঙ্গের লীলাস্থল সদৃশ, কিম্বা ভাবভঙ্গির বিলাসক্ষেত্র তুল্য,) কমল-নয়নযুগল অঞ্জনে রঞ্জিত

গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত
গীম গজমোতি-হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা॥ ১১।

রহিয়াছে। (দেখিলে বোধ হয়) বিধাতা চকিত (ভীত) অতএব পলায়নোদ্যত বা চঞ্চল চকোরদ্বয়কে কেবল কজ্জল-লেখা রূপ পাশ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

অক্ষয় বাবুর ধৃত পাঠ "ভাঙবি ভঙ্গিবিলাস"। তিনি লিখিয়াছেন:—"ভাঙবি—প্রকাশ করিতেছে, ভাঙ শব্দ ভাব শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ভাঙব শব্দের এই বিকার পশ্চাৎ অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে।" "ভাঙবের" বিকারে "ভাঙবি" দৃষ্ট হইতে পারে; কারণ ঐ বিকার লিঙ্গজনিত (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাব শব্দ হইতে একেবারে 'ভাঙবি, শব্দ কোন প্রকারে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে না। তবে ভণ ধাতু হইতে "ভাণব" "ভাণবি" হয়, ও তাহা হইতে "ভাঙব" "ভাঙবি" কথা জন্মিয়া থাকিতে পারে। এরূপ ধরিয়া লইলে "ভাঙবি" অর্থে প্রকাশ করিবে বা প্রকাশ করিব বুঝাইবে। "করিতেছে"—এই বর্ত্তমান বাচক অর্থ কোন ক্রমেই হয় না। করিবে বা করিব ভবিষ্যৎ বাচক। তদ্ভিন্ন কষ্টকল্পনায় উহার অর্থ "টুটবি," বা "ভাঙ্গিবে" করিলেও করা যায়। কিন্তু তাহা এস্থলে কোন ক্রমেই খাটে না। যাহা হউক যদি ভাষা-বিজ্ঞানের কোন নিয়মানুসারে ভাঙবি—কথাটীর অর্থ "প্রকাশ করিতেছে" প্রতিপন্ন করিতে পারা যাইত—তাহা হইলে পাঠান্তরানুযায়ী অর্থ এই হইত—অঞ্জনে রঞ্জিত পদ্মনেত্রযুগল ভঙ্গি-বিলাস প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে "ভাঙবির" ঐরূপ অর্থ কিছুতেই সঙ্গত বোধ করিতে পারিলাম না।

৮। গুরুয়া—গুরু, ভারি। ৯। গীম—গ্রীবা। গজমোতি—গজমুক্তা।

১০। কম্বু—শঙ্খ। কনয়া—কনক, সুবর্ণ। ১১। ঢারত—ঢালিতেছে। গলদেশে বিলম্বিত গজমুক্তার হার গিরিবর তুল্য গুরুভার—পয়োধর স্পর্শ করিয়াছে (দেখিলে বোধ হয় যেন) কামদেব শঙ্খ পূর্ণ করিয়া সুবর্ণময় শিবলিঙ্গের উপর গঙ্গা-জলধারা বর্ষণ করিতেছেন। এই রূপকে—কম্বু কণ্ঠ, শম্ভু পয়োধর ও গজমোতিহার সুরধুনীধারা বলিয়া উপমিত হইয়াছে।

পয়সি প্রয়াগে জাগ শত জাগই
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক,
গোপীজন-অনুরাগী ॥ ১৫।

১২। পয়সি—জলে। এখানে জলসমীপে, অর্থাৎ নদীতীরে। জাগ—যাগ, যজ্ঞ। জাগই—এখানে জাগরণ করিয়া নহে; জাগাইয়া, উদ্বোধিত করিয়া। ক্রিয়াটী এইস্থলে ণিজন্তার্থবোধক। ণি করিলে মৈথিল ব্যাকরণানুসারে জগাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মৈথিল ক্রিয়াদিতে অনেক স্থলে স্বার্থে ণি যুক্ত হয়, ও অনেক স্থলে ণিজন্তার্থক হইয়াও ণি বিযুক্ত থাকে। "যুগশত যাপই"—এরূপ পাঠও দেখা যায়, ইহার অর্থ—শত যুগ যাপন করিয়া।

১৩। বহু-ভাগী—সৌভাগ্যশালী; যাহার বহু ভাগ্য। সংস্কৃত ভাগ শব্দের অর্থ ভাগ্য। হিন্দীতেও ভাগ্য অর্থে ভাগ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

(যে) অতিশয় ভাগ্যবান্ পুরুষ সে প্রয়াগতীর্থে নদীতীরে শত যজ্ঞের উদ্বোধন করিয়া (এরূপ রমণীরত্ন) লাভ করে। অথবা—যদি কেহ প্রয়াগজলে শত যজ্ঞ করিয়াও এরূপ রমণীরত্ন লাভে সক্ষম হয় সে পরম ভাগ্যবান্। রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা—"পরত্রাপি প্রয়াগজলেস্থিতস্য কৃতশতক্রতোরপি কদাচিৎ বহু ভাগ্যলভ্যাভবেৎ।" গীতচিন্তামণির ২৬ ক্ষণদা ৩ শ্লোকের পাঠ স্বতন্ত্র। তন্মধ্যে—

"প্রথম বয়স ধনি মুনি মনোমোহিনী
গজবর জিনি গতি মন্দা।
সিন্দুর তিলকভাহু তড়িত লতা জনু
উয়ল পুনমিক চন্দা ॥"

এই কয়েকটী চরণ নূতন।

শেখর কৃত টীকায় এই গীতের শেষ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দেখা গেল:—

"অথ অপরূপ পেখলু রামেত্যাদিনা দর্শনোল্লাসং কথয়তি। পূর্ব্বজন্মনি প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমক্ষেত্রে বৃতশতযজ্ঞেন মহাভাগেন লভ্যা সা সুন্দরী নতু অন্যৈরিতি স্যাক্ষেপং নায়কেনোক্তম্ ॥"—

(৩)

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাসে ॥ ৪ ।
সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহু পুনঃ কাহে ডরাসি ॥ ৭ ।
কুচভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম্ব শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥ ১১ ।

গীতচিন্তামণি তৃতীয় ক্ষণদা ৮ সংখ্যক শ্লোকে এই গীতটীর একটী পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। তাহাতে চামরীর পরিবর্ত্তে শিখী প্রভৃতি যে সামান্য শব্দগত প্রভেদ আছে তাহা উল্লেখ যোগ্য নহে।

১। চামরী—ঘোটক বিশেষ। এখানে বোধ হয় চমরী নামক গাভী বিশেষ। ইহার পুচ্ছে চামর হয়।

৫। কাহে—কেন। মোহে—মোরে, আমাকে। যাসি—যাও।

৬। তুয়া—তোমার। ৭। তুহু—তুমি। কাহে—এখানে কাহাকে; "কেন" ও হইতে পারে। ডরাসি—ভয় করিতেছ।

৮। রহু—থাকে। ৯। পরবেশে—প্রবেশ করে। হুতাশে—অগ্নিতে। ৮—১১। কুচভয়ে পদ্মকলি জলমধ্যে মুদ্রিত থাকে, ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে, দাড়িম্ব ও শ্রীফল গগনে বাস করে ও শম্ভু গরল গ্রাস করেন।

কোন কোন সংস্করণে একয়েকটী পঙ্‌ক্তির অর্থ স্থলে এই লিখিত হইয়াছে —"হতাশ্বাস হইয়া ঘট জলে প্রবেশ করে।" ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত ও কষ্টকল্পিত অর্থ। ভবিষ্যতে হয়ত অন্য কোন টীকাকার এইরূপ অর্থ করিবেন:—

ভুজভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু,
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদনপরতাপে॥ ১৫॥

---

(৪)

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়া মালা॥ ৩।
সুন্দর বদন চারু অরু লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।

"ঘট শক্রর কাপড়ের ভিতর হা হুতাশ করিতে থাকে। পর অর্থে শক্র, বেশ অর্থে কাপড়, আর হুতাশে (ক্রিয়া) অর্থে হা হুতাশ করিতে থাকে।" অর্থ করিলেই হইল!!! বস্তুতঃ এরূপ কষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। ঘটের ন্যায় কুম্ভকারের পদতলে দলিত হইয়া ও অগ্নি প্রবেশের কষ্ট সহ্য করিয়াও কালিদাস তদ্বৎ রমণীজনের অঙ্গস্পর্শসুখ লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং ঘটের অগ্নিপ্রবেশের কথায় বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

১২-১৫। তোমার ভুজ ভয়ে মৃণাল ও সুবর্ণ মৃত্তিকা মধ্যে থাকে, ও কিসলয় কম্পিত হয়। অতএব জগতে তোমার কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই—আমার সহিত নিঃসঙ্কোচে আলাপ কর—ইহা বলাই নায়কের অভিপ্রেত।

১৪। ঐছন—এরূপ। ১৫। কহব—বলিবে। পরতাপে—প্রতাপে।

১। কো—কে, কোন্। বিহি—বিধি।

২। অপরূপ রূপ—আশ্চর্য্য রূপবতী. পরমা সুন্দরী। মনোভব-মঙ্গল—কামদেবের শুভদায়ক।

১—৩। অপূর্ব্ব রূপ সম্পন্ন—কামদেবের শুভদায়ক ত্রিভুবন বিজয়ী মালার সদৃশ, সুধামুখী বালাকে কোন্ বিধাতা গড়িয়াছে?

৪। অরু—অরুণ, রক্তাভ। ৫। ভেলা—ভেল, হইল।

কনক কমল মাঝে কালু ভুজঙ্গিনী-
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা ॥ ৭ ।
নাভি বিবর সঞে লোম-লতাবলি
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা ।
নাসা—খগপতি- চঞ্চু ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা ॥ ১১ ।
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে ।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে ॥ ১৫ ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস কূপ যো জানে ।

৭। শ্রী—শোভা, শ্রীযুত—শোভান্বিত ৬—৭। যেন কনক কমলের মধ্যস্থলে কালভুজঙ্গীর শোভাযুক্ত খঞ্জন খেলা করিতেছে। এস্থলে মুখ—কনক কমল, নেত্র খঞ্জন ও অঞ্জনলেখা কালভুজঙ্গীর শোভার সহিত উপমিত।

৮। সঞে—হইতে। সে, সেঁ প্রভৃতি অন্যান্য রূপভেদ ব্যাকরণে দ্রষ্টব্য।

৯। নিশ্বাস-পিয়াসা—নিশ্বাস বায়ুর জন্য প্রয়াস-বিশিষ্টা। ১০। ভরম—ভ্রম। ১১। সান্ধি—গহ্বর (সন্ধি শব্দজ)।

৮-১১। লোমলতাবলীরূপ ভুজঙ্গী, নিশ্বাসরূপ বায়ুর জন্য প্রয়াস-বিশিষ্টা হইয়া নাভিরূপ বিবর হইতে বহির্গত হইয়াছিল কিন্তু নাসিকাকে খগপতির চঞ্চু বলিয়া ভ্রম হওয়ায় তজ্জনিত ভয়ে কুচগিরিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী গহ্বরে বাস করিতে লাগিল, (নাসিকা অবধি অগ্রসর হইতে পারিল না।) ভুজঙ্গেরা পবনাশী, সুতরাং লোমরূপ সর্প কবির দৃষ্টিতে নিশ্বাসরূপ পবনের প্রয়াসী হইয়াছে।

১৫। সোঁপল—সঁপিল, সমর্পণ করিল। নয়ান—নয়ন।

১২-১৫। পঞ্চবাণ মদন তিন বাণে তিন ভুবন জয় করিয়াছেন, আর দুইটী বাণ অবশিষ্ট ছিল। বিধাতা বড়ই কঠিন হৃদয়, সেই বাণ দুইটী তোমার নেত্রে সমর্পণ করিয়াছেন।

১৭। কূপ—কোন২ হস্তলিখিত পুস্তকে "কৌপ" পাঠ পাওয়া গেল।

রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে ॥ ১৯ ।

---

(৫)

কিয়ে মঝু দিঠি পড়ল শশিবয়না ।
নিমিখ নেহারি রহল দ্বয়নয়না ॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর ।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর ॥ ৪ ।
মানস রহল পয়োধর লাগি ।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব ।
চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব ॥ ৮ ।
আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ ।
বিদ্যাপতি কহ প্রেম তরঙ্গ ॥

১। কিয়ে—কি, কেন, কেমন। দিঠি—দৃষ্টিতে। ২। নিমিখ—নিমিষ। দ্বয়নয়না—নয়নদ্বয়। ১-২। শশিবদনা কেন আমার নয়নপথে পতিত হইল? (তাঁহার) লোচন যুগল নিমেষ মাত্র চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ তাহার নেত্রদ্বয় যখন নিমেষ মাত্র চাহিয়া রহিল, অধিকক্ষণ চাহিল না তখন সে কেন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল? কিয়ে শব্দের অর্থভেদে বিস্ময়াত্মক বা প্রশ্নসূচক ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করা যায়।

৩। বঙ্ক বিলোকন—বাঁকা দৃষ্টি। থোর—অল্প, ক্ষণস্থায়ী। দারুণ—তীব্র।

৩-৪। তাহার ক্ষণস্থায়ী, তীব্র ও কুটিল দৃষ্টি আমার কি কাল হইয়া উপস্থিত হইল! (উপজল—উপজিল) ৬। মনোভব—মদন।

৭। ঐছে—ঐরূপ। শুনইতে—শুনিতে। রাব—রব, কথা।

৮। জাব—যাব, যায়। আমি চলিতে চাহি কিন্তু চরণ চলে না।

৯। তেজই—ত্যাগ করে। "আশা-পাশ"—(পার্শ্ব শব্দজ) পাশ অর্থে সামীপ্য; অথবা পাশ—রজ্জু। অঙ্গ আশার সামীপ্য পরিত্যাগ করে না; বা আশা-বন্ধন অঙ্গ ত্যাগ করে না। "আশোআশ" পাঠে—আশ্বাস।

(৬)

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
সাঙর চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥ ৪।
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল।
কতনা যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোহে দেল॥ ৭।
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়॥

১। সাঙর—শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ। (সামর, সাঙিল প্রভৃতি শব্দও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটী তালব্য শকারাদিও দেখিতে পাওয়া যায়।)

৩—৪। যেন রবি অন্ধকার (আন্ধিয়ার) পশ্চাতে করিয়া শশীর সঙ্গে উদিত হইল। অন্ধকারে কেশজালের সহিত, শশী বদনের সহিত ও রবি সিন্দূর বিন্দুর সহিত উপমিত হইয়াছে।

৫। চন্দিম—দীপ্ত্যর্থবোধক চন্দধাতু হইতে চন্দিম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দীপ্তি, কান্তি। চদি হ্লাদনে দীপ্তৌচ।

৬। কত না—কতই। না শব্দের এইরূপ প্রয়োগ অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। "কত না—হিন্দী—কেতনা"—অক্ষয়বাবু।

৭। তোহে—তোমাকে; বহি, বো—(উচ্চারণ উয়ো)—উহা। বিহি—বিধি, বিধাতা। ৬-৭। বিধাতা কত যত্নে, তোমাকে কত আশ্চর্য্য রূপ (উহা, ঐ কান্তি) প্রদান করিয়াছেন।

৮। উরজ-অঙ্কুর—কুচকলি। চীর—বস্ত্র। ঝাঁপায়সি—আবৃত করিতেছ।

৯। অল্প অল্প দেখা যায়। দরশায়—অর্থে দেখায়; এখানে দেখা যায়। ২ পৃষ্ঠায় "আধ পয়োধর হেরু"—এই চরণে এবম্বিধ প্রয়োগ লক্ষিত হইয়াছে। তট্টীকা দ্রষ্টব্য।

কতনা যতনে কতনা গোপসি
হিমে গিরি না লুকায়॥ ১১।
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায়॥ ১৫।
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ, রূপনারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ॥ ১৭।

১০-১১।—কত যত্নে কতই গোপন করিতেছ, কিন্তু পর্ব্বত তুষারাবৃত হইলেও লুক্কায়িত থাকে না।

১২। নেহারনি—দৃষ্টি। ১৪। "ঠেলল" এটী গীতচিন্তামণির ধৃত পাঠ। "পেলিত" "পেলিল" বা "পেমিল" পাঠও দেখা যায়। কেহ কেহ "হেলিত" পাঠ করিয়া লইয়াছেন।

চঞ্চললোচনে বঙ্কিমদৃষ্টি, তাহাতে অঞ্জন লেখা, যেন পবন সঞ্চালিত ইন্দীবর ভ্রমরভরে উলটিয়া বা হেলিয়া পড়িতেছে। রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা —"জনু ইন্দীবর পবনে পেলিত ইত্যাদিনা বিধাত্রা দত্তাদ্ভুত* সৌষ্ঠবং সূচিতং॥"

১৬। ভণিতা স্থলে—কখন কখন বক্তার সম্বোধিত বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কবি দুই একটী কথা বলিয়া লয়েন। দৃষ্টান্ত স্থলে এই কবিতা ও ১ পৃষ্ঠায় "গেলি কামিনী" প্রভৃতি কবিতার ভণিতা দ্রষ্টব্য। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বক্তাকেই সম্বোধন করা হয়। গীতচিন্তামণিতে এ ভণিতা নাই।

১৮। এই গীত, পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ গীত ও বিদ্যাপতির অন্যান্য গীতে যে শিবসিংহ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের কথা উপক্রমণিকায় বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে।

---

* বিধাতৃ দত্তাদ্ভুত সৌষ্ঠবং—না—বিধাত্রা দত্তমদ্ভুত সৌষ্ঠবং?

(৭)

যব গোধুলি সময় বেলি,
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি ॥ ৪।
ধনি অলপ বয়সী বালা,
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল
বাঢ়ল মদন জ্বালা ॥ ৮।
গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোণা।

১। বেলি—বেলা (পুনরুক্তি)। ভেলি—হইল (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

৩। বিজুরি রেহা—বিদ্যুৎ রেখা। ৪। দ্বন্দ্ব—(১) যুগ্ম, (২) কলহ।
পসারিয়া—(প্রসরি শব্দজ)—উৎপন্ন করিয়া, বিস্তার করিয়া।
দ্বন্দ্ব পসারিয়া—দ্বন্দ্ব প্রসর করিয়া—(১) যুগ্ম সঙ্ঘটন করিয়া, (২) কলহ বিস্তার করিয়া।

৩—৪। ইহার দুইটী অর্থ হইতে পারে :—

(ক) নবজলধর ও বিজলী-লেখার মিলন সম্পন্ন করিয়া গেল। এ রূপকে—গোধূলি সময়ের অন্ধকার—নবজলধর, ও রমণীর গতি বিদ্যুল্লেখা ধরিতে হইবে।

(খ) নবজলধর সম্ভূত যে বিদ্যুৎ (রেখা) তাহার সহিত কলহ বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ সেই বিদ্যুল্লেখা অধিক রূপবতী কি রমণী অধিক রূপবতী—এই বিবাদের সূত্রপাত বা বিস্তার করিয়া গেল।

৫। অলপ—অল্প। ৬। পুহপ—পুষ্প। গীতচিন্তামণিতে "পহুপ" ও কোন কোন পুস্তকে "কুহক," "পহুক" প্রভৃতি পাঠ দৃষ্ট হয়। পহুপ শব্দ পুষ্পার্থক, কিন্তু পঁহুক শব্দে "প্রভুর" বুঝায়।

৯। গোরি—গৌরবর্ণ, সুন্দর, অথবা সুন্দরী। নূনা—ন্যূন, খর্ব্ব, অথবা কৃশ।

১০। যেন অঞ্চলাবৃত উজ্জ্বল স্বর্ণ। উজোর—উজ্জ্বল : অর্থাৎ অঞ্চলের

কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি,
দুলহ-লোচন-কোণা ॥ ১২ ।
ঈষৎ হাসনি সনে;
মুঝে হানল নয়ন বাণে ।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥ ১৬ ।

মধ্য দিয়া তন্মধ্যস্থ উজ্জ্বল সুবর্ণের যেরূপ আভা লক্ষিত হয় বস্ত্রের মধ্য দিয়া যুবতীর রূপ প্রভাও তদ্রূপ প্রকাশ পাইতেছে।

১১। খিনি—ক্ষীণ। মাঝারি—মধ্যদেশ, কটী; কোমর।

১২। একটী অর্থ—নয়ন প্রান্ত নড়িতেছে। "কোণা"—কোণ বা প্রান্ত। দুলহ—দুলই—দুলিতেছে। "কোণ" শব্দ বঙ্কিম দৃষ্টিনির্দ্দেশক; ও "দুলহ" শব্দ চাঞ্চল্য নির্দ্দেশক হওয়াতে লোচন সম্বন্ধে উভয় শব্দেরই বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। অপর অর্থ—দুলহ—দুর্লভ। লোচন-কোণা—কটাক্ষ।

১৫। পঞ্চগৌড়েশ্বর চিরজীবী থাকুন (রহু)—এই আশীর্ব্বাদ শিবসিংহের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। পঞ্চগৌড়—(১) সারস্বত প্রদেশ, (২) কান্যকুব্জ, (৩) গৌড়, (৪) মিথিলা, (৫) উৎকল—বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বস্থ এই পঞ্চ প্রদেশ পঞ্চ গৌড় বলিয়া খ্যাত। রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগরী, মিথিলা ও বঙ্গ—গৌড়দেশের পূর্ব্বতন এই পঞ্চ বিভাগকেও পঞ্চগৌড় বলা যায়।

শিবসিংহ যে এই পঞ্চ গৌড় জয় করিয়াছিলেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে পঞ্চ বিভাগের রাজগণ মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া (অথবা পালিত কবি ও বন্দিগণের রীতিক্রমে ইঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন আবশ্যক বোধে) বিদ্যাপতি ইঁহাকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়া থাকিবেন। উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

এই গীতের প্রথমে যে "বেলি" কথা আছে পুনরুক্তি পরিহারার্থে আমার কোন বন্ধু কম্পনার্থক বেল ধাতু বা চালনার্থক বেল্ল ধাতু হইতে উহার অর্থ—"যাইতেছিল বা শেষ হইতেছিল" করিতে চাহেন। কিন্তু ঐরূপ ক্রিয়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হইল না।

(৮)

নবুঞা-বদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুণিম শশী ॥
অপরূপ-রূপ রমণী মণি
যাইতে পেখনু গজরাজগমনী ধনী ॥ ৪।
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি,
তনু অতি কোমলিনী।
কুচ ছিরি ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি ॥ ৭।
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল-নয়ন-বর
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর ॥ ৯।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর ॥

১। নবুঞা-বদনী—ননী-মুখী। নবুঞা এই শব্দের নবুয়া, নবুআ প্রভৃতি বিবিধ আকার দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ নবনীত বা ননী। হসি- হাসি, হাসিয়া। কহসি—কহিতেছ, এখানে কহিতেছে।

২। বরিখে—বরিষে, বর্ষণ করে। পুণিম—পূর্ণিমার।

১-২। নবনীত-বদনা সুন্দরী হাসিয়া কথা কহিতেছে যেন শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্র সুধা বর্ষণ করিতেছে।

৫। খিনি—ক্ষীণ। মাঝারি- মধ্যদেশ।

৭। ছিরিফল—শ্রীফল। জনি, জনু—যেন, পাছে

৫-৭। কটিদেশ সিংহের মধ্যভাগ অপেক্ষাও ক্ষীণ. তনুও অতিশয় কোমল। (ভয় হয়) পাছে কুচরূপ শ্রীফলের ভরে (ঐ কোমল তনু) ভাঙ্গিয়া পড়ে।

৮-৯। সুন্দর ধবল নয়ন কাজলে রঞ্জিত বলিয়া, বোধ হইল যেন বিমল কমলের উপরে ভ্রমর ভুলিয়া রহিয়াছে। পাঠান্তর্গত 'বলি' শব্দ শেষে সন্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়। ১১। গর গর অন্তর—ব্যাকুল।

(৯)

স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল ॥ ৩।
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥ ৭।
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরি লব মন, জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম ॥ ১১।

১। পেখন—দেখা। ২। সঞে—হইতে।

১-৭। সখি ভাল করিয়া দেখা হইল না, মেঘমালা হইতে বিদ্যুল্লতা (ক্ষণমাত্র দেখা দিয়া) যেন হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া গেল। মুখে ঈষৎ (আধ) হাসি, ও নয়নে অস্পষ্ট (আধ) কটাক্ষ (নয়নতরঙ্গ)। স্তনের অর্দ্ধভাগ অর্দ্ধ-অঞ্চল (ভরি) পূর্ণ করিয়া আছে দেখিতে পাইলাম। সেই অবধি (তবধরি) অনঙ্গ আমাকে (দগধে) দগ্ধ করিতেছে।

৮। গোরা—গৌরবর্ণ। কটোরা—বাটী। ৯। কাঁচলা-উপাম—কঞ্চুকোপম, কাঁচুলির মত। কনক-কটোরা—কুচদ্বয় (রূপক)।

৮-৯। তনু একে গৌরবর্ণ, তাহাতে কনকময় কটোরার উপরে মদন (অতনু) কাঁচুলি-সদৃশ হইয়া আছে।

১০-১১। হারে মন হরি লব, কাম বুঝি জনু ঐছন ফাঁস পসারল। হার যেন মন হরিয়া লয়—(এই উদ্দেশ্যে) বুঝি কাম ঐরূপ ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। পসারল—বিস্তৃত করিল। (প্রসর শব্দজ)

দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা॥ ১৫।

---

(১০)

যাইতে পেখলু নাহলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা॥ ৪।

"হারে হরল মন" পাঠে অর্থ,—"হারে মন হরণ করিল। বোধ হয় কাম যেন ঐরূপ ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীরামপুরের পুথিতে :—"হরি হরি লব মন" পাঠ আছে। উহার অর্থ "যেন হরির মন হরণ করিয়া লয়।"

বটতলার ছাপায় "হরি হরি বল মন" দেখিলাম। হস্তলিখিত কয়েকখানি পুস্তকে—"হারে হরল মন," পাঠ আছে। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট "হার হরি লব" আছে দেখা গেল।

১২। পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। অধরু—অধরে। মিলায়ত—মিলাইয়া।

১৩। কহতহি—কহিতেছে।

১৪। অতয়ে—আঁতে, অন্তরে। কেহ কেহ 'অতয়ে' শব্দের অতএব অর্থ করিয়াছেন।

১। নাহলি—স্নান করিল। গোরী—সুন্দরী।

২। কতিসঞে—কত হইতে, অর্থাৎ কত স্থান বা কত দ্রব্য হইতে। আনলি—আনিল। চোরি, চোরই—চুরি করিয়া।

৪। গলয়ে—ঝরিতেছে। মোতিম—মুক্তা।

অলকহি তিতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥ ৮।
সজল চীর পয়োধর সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥
ও নুকি করতহি দেহা।

৫—৬। অলকাবলী জলসিক্ত হওয়াতে অত্যন্ত শোভা হইল। (যেন) মধুলোলুপ অলিকুল পদ্ম বেষ্টন করিল। অর্থাৎ অলকাদাম জলসিক্ত হইয়া মুখের উপর আসিয়া পড়াতে বোধ হইল যেন কমল ভ্রমরনিকরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে।

৭। নিরঞ্জন—কজ্জলশূন্য। রাতা—রক্তবর্ণ, লোহিত।

৯—১০। আর্দ্র বস্ত্র পয়োধর আচ্ছন্ন করিয়াছে দেখিলে বোধ হয় যেন স্বর্ণ শ্রীফলে তুষার পাত হইয়াছে।

১১। নুকি—লুক্কায়িত। নুকৈলাহ, নুকৌলহ্নি, নুকাএল, নুকাওল, নুকা, নুকাব, প্রভৃতি শব্দ এখনও মৈথিলীতে প্রায়ই দেখা যায়। এই স্থানে কোন মহোদয় যে পাঠের সংগ্রহ করিয়াছেন তদ্দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়।

"তূণ কি করইতে চাহে কে দেহা," এই পাঠ ধরিয়া তিনি তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—"দেহ কে নীল বর্ণ করিতে চাহে?"—"তূণ কি—"তুঁতের বর্ণ, নীল।" বিস্ময়ের আরও একটু কারণ আছে। উক্ত মহাত্মার সংস্করণে পাঠান্তর সন্নিবেশের বাড়াবাড়ি থাকিলেও এটীর অন্যরূপ পাঠ যে কুত্রাপি প্রচলিত আছে তাহার ইঙ্গিত মাত্রও প্রকাশিত নাই। অথচ তিনি, উক্তপাঠ ও স্বকৃত অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা অবলীলাক্রমে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন!

ও (উহা, ঐ সজল চীর বা বস্ত্র) দেহ লুক্কায়িত করিতেছে। আর্দ্র হওয়াতে বসন কামিনীর অঙ্গে লাগিয়া যাইতেছে, সুতরাং কবির দৃষ্টিতে উহা কামিনীর শরীরে নিজ শরীর লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। কবিকঙ্কণকৃত চণ্ডীতে "লুকী" শব্দের প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে :—

"সারীর পাখার আড়ে শুক হইল লুকী।
পক্ষীর চরিত্র দেখি রাজা হইল সুখী॥"

অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা ॥ ১২।
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার ॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ওরূপ নেহারি ॥ ১৬।

---

(১১)

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ।
চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা ॥ ৪।

১২। অবহি—এখনই। ছোড়বি—ছাড়িবে। লেহা—স্নেহ। ণেহ, নেহ, লেহ প্রভৃতিও এই অর্থ-সূচক। প্রাকৃত প্রকাশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৬৪তম সূত্র ও দশম পরিচ্ছেদে ৭ম সূত্র দেখিলে সনেহ, সণেহ, ণেহ প্রভৃতির উৎপত্তি বোধ গম্য হইবে।

১৩। ফেরি—ফের, পুনর্ব্বার। ১৪। রোই—কাঁদিয়া ১২-১৪। বস্ত্র ভাবিতেছে:—"এখনি আমাকে ছাড়িবে, স্নেহ ত্যাগ করিবে, (তাহা হইলে) এরূপ রস (রাধার অঙ্গস্পর্শসুখ) আর পাইব না। ইহার জন্য (ইথে লাগি) কাঁদিয়া জলধারা মোচন করিতেছে। গলয়ে—(এখানে ণিজন্তার্থক) মোচন করিতেছে। ণিজন্তার্থক না ধরিলে দুইটী স্বতন্ত্র ক্রিয়া বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে, যথা:—রোই কাঁদিতেছে; গলয়ে—ঝরিতেছে।

এই কবিতাটীর মিথিলায় প্রচলিত দুইটী পাঠ কবির জীবনচরিতাদি বিষয়ক প্রস্তাবে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এইটী আমাদিগের দেশে প্রচলিত পাঠ, পদকল্পতরু হইতে অবিকল গৃহীত হইল।

১। সিনান—স্নান। (প্রাকৃত প্রকাশ ১০।৭ তুলনা কর।) ২। হেরইতে—দেখিতে।

৩-৪। কেশ-পাশ হইতে জলধারা ঝরিতেছে; মুখ-চন্দ্রের ভয়ে অন্ধকার কেমন (বা কি) রোদন করিতেছে।

তিতিল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি ॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজকুল আনি মিলায়ল দেবা ॥ ৮।
তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে।
বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে ॥ ১২ ॥

৫। তিতিল তিতল:--আর্দ্র, ভিজা। লাগি—লাগে—লাগিয়া থাকে।

৬। মুনিহক –(আধুনিক-মৈথিলী মুনিহুঁক শব্দের অপভ্রংশ)—মুনিরও। কোন কোন সংস্করণে এই পাঠটী বড়ই বিকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ সকল পুস্তকে "মুনি এক মানস মনমথ জাগি" দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ঐ পাঠের অর্থ আরও চমৎকার হইয়াছে:– "মুনিগণের একচিত্তেও মন্মথকে জাগ্রত করে।" বস্তুতঃ "মুনি এক-মানস" এরূপ পাঠ মুদ্রাযন্ত্রের নাম ও সাল যুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সংস্করণে আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। অশুদ্ধ পাণ্ডুলিপিতে থাকিলেও তাহা সংশোধন করিয়া লওয়া কঠিন হইত না। মনমথ – মন্মথ, কাম। জাগি—জাগই—জাগে। চকেবা—চক্রবাক।

৭-৮। নিশা-সমাগমে চক্রবাকমিথুন একত্র থাকিতে পায় না—নদীর ভিন্ন কূলে চরে এরূপ কবি প্রসিদ্ধি আছে। দেবতারা যেন চক্রবাকযুগলকে তাহাদিগের নিজের কূলে আনিয়া মিলাইয়াছেন। অর্থাৎ দুইটী একত্র সন্নি-বিষ্ট করিয়াছেন।

৯। জনু তরাসে উড়ব---তেঞি শঙ্কা (সে) ভুজপাশে বান্ধি ধরল। তরাসে—ত্রাসে। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "তেঞি" শব্দের পরিবর্ত্তে "ইথে" শব্দ দৃষ্ট হয়।

৯-১০। তাহারা পাছে ভয় পাইয়া উড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভুজপাশে বাঁধিয়া ধরিয়াছে। (স্নান করিয়া যাইবার সময় স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ একটী হাত বুকের উপর রাখিয়া চলে।)

(১২)

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখলু সিনানক বেলা ॥
চিকুর গলয়ে জল ধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা ॥ ৪ ।
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর ॥
তেঞি উদাসল কুচজোরা।
পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা ॥ ৮ ।
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ ॥

১-২। আজি আমার শুভদিন—স্নানের সময় কামিনীকে দেখিলাম।

৩। গলয়ে—পূর্ব্বোক্ত গীতের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৪। মেহ—মেঘ। বরিখে—বর্ষে। মোতিম-হারা—মুক্তারহার।

৩-৪। চিকুর জলধারা মোচন করিল (দেখিয়া বোধ হইল)—মেঘ যেন মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে।

৫। পরচুর—প্রচুর, পর্য্যাপ্তরূপে, ভাল করিয়া। ৫-৬। ভাল করিয়া মুখ মুছিল; যেন স্বর্ণ-দর্পণ মাজিয়া রাখিল। ধয়ল, ধরল—ধরিল, রাখিল।

৭। তেঞি, (এখানে) তেঁহ, সে। উদাসল—খুলিল, অনাবৃত করিল। সে কুচ যুগল অনাবৃত করিল। বটতলার পুস্তকে দরশল পাঠ দেখা গেল; উহার অর্থ—দেখাইল। তেঞি—তাহাতে হইতেও পারে। মুখ মুছিতে হস্ত উত্তোলন করায় স্তনের কাপড় সরিয়া গেল।

৮। যেন সোনার বাটী উলটাইয়া বা উপুড় করিয়া বসাইয়াছে।

৯। নীবিবন্ধ—কটি-বন্ধ। করল উদেস—উদাস করিল, অনাবৃত করিল। কোমরের কসি খুলিল।

১০। মনোরথ শেষ—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

(১৩)

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান ॥ ৪ ।
সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি ॥ ৭ ।
তঁহি পুন মোতি- হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনী কেল ॥ ১১ ।
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।

২। সমুখে—সম্মুখে। বর—সুন্দর। কান—কানাই।

৪। কৈছনে—কিরূপে। কেমন করিয়া মুখ দেখিবে?

৫-৭। সখি! সুন্দরী অদ্ভুত চাতুরী সম্পন্না। সকলকে ছাড়িয়া, অগ্রসর হইয়া আড় বদনে ফিরিয়া ডাকিতে লাগিল। অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া ডাকিল এবং সেই সুযোগে দেখিয়া লইল।

৮। তঁহি—সে। মোতি-হার—মুক্তার হার। টুটি—ছিঁড়িয়া।

১০। (ক) চুনি—রক্তবর্ণ মুক্তা বিশেষ। সঞ্চরু—সঞ্চয় করিতে লাগিল—কুড়াইতে লাগিল। (খ) চুনি—চুনই—সংগ্রহ করিয়া; সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতে লাগিল। প্রত্যেকে এক একটী সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

১১। (এই অবসরে) ধনী শ্যাম দরশন করিল।

১২। (রাধার) নয়ন চকোর কানুর মুখ সুধাকর (হইতে) অমৃত রস পান করিল।

দুহু দোহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥১৫।

---

(১৪)

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি ॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়িগেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল ॥ ৪।
কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ॥ ৮।

১৪। রসহুঁ পসারল—রসবিস্তার করিল। হুঁ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

১। অলক্ষিতে বা অলক্ষিত ভাবে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। বিহসলি, বিহসল—হাসিল। ইকারলিঙ্গসূচক, পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

২। চান্দ-উজোরি—চন্দ্র-সমুজ্জ্বল, চন্দ্রে বা চন্দ্রের শোভায় উজ্জ্বল। কবির তুলনায় কামিনী যামিনীর সদৃশ, হাস্য কৌমুদীতুল্য।

৩-৪। কুটিল কটাক্ষের ছটা পড়িয়া গেল বা শোভা প্রকাশ পাইল, (তাহাতে) অম্বর (যেন) মধুকর-ডম্বর হইল। অর্থাৎ আকাশ যেন ভ্রমর-পুঞ্জে শোভিত হইল। মধুকর বা ভ্রমরের ডম্বর বা সমূহ আছে যাহাতে সে মধুকর-ডম্বর। সুতরাং মধুকর-ডম্বর—ভ্রমর পুঞ্জ বিশিষ্ট। ভ্রমরের সহিত কটাক্ষ উপমিত। এ অর্থ-কষ্টসাধ্য। অম্বর নেল পাঠ ধরিলেই সঙ্গত হয়। তাহা হইলে অর্থ এই হইবে—কটাক্ষের ছটা দেখিয়া ভ্রমরনিকর—আকাশে আশ্রয় লইল বা উড়িয়া গেল।

৫-৬। কে জানে ও কাহার রমণী, আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল।

৭। বারি—বারই, নিবারণ করে বা করিয়া। ৭-৮। কেমন লীলাকমলে ভ্রমর নিবারণ করিতে করিতে ধনী চকিতের ন্যায় চাহিয়া চলিয়া গেল! অথবা

তৈ ভেল বেকত পয়োধরশোভা।
কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা ॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচ কুম্ভ কহিগেও আপন কি আশ ॥১২।
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন শর কাহেনা লাগ ॥

---

(১৫)

কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস ॥

বারি, বন্দী, কয়েদী। ভ্রমর কেমন লীলা কমলে বন্দী হইয়াছে চকিতের ন্যায় দেখিয়া ধনী শিহরিয়া চলিয়া গেল। কমল ও ভ্রমরের মিলন দর্শনে নবোঢ়া না। অকৃত পুরুষসঙ্গ রমণীর সঙ্কোচ জন্মে ইহা কবি-প্রসিদ্ধি।

৯। তৈ—তাহাতে, তাই। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।

১০। কনক কমলে কার মন না মোহিত হয়? অধিকাংশ পুথিতে 'নাহির" পরিবর্ত্তে হেরি পাঠ দৃষ্ট হইল। উহার অর্থ এইরূপ করা যাইতে পারে—কেন আর 'মনোলোভা' কনক কমল দেখিব? এ সকল পাঠ অপেক্ষা—"কনয়া কমল কলি জনু মনোলোভা।"—পাঠটী সুন্দর ও সহজ, কিন্তু যতগুলি প্রাচীন-গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে একখানিতেও উক্ত পাঠ প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং উহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঐ পাঠ মহাজনপদাবলী নামক স্মিথ কোম্পানির সংস্করণের সংগ্রাহকের স্বকপোল কল্পিত বলিয়াই বোধ হইল।

১১। 'অর্দ্ধভাগ আবরণ করা, অপরার্দ্ধ অনাবৃত।

১২। কুচকুম্ভ আপনার আশা বা অভিপ্রায় বলিয়া বা প্রকাশ করিয়া গেল। কামিনী "পয়োধর শোভা" "ব্যক্ত" করণরূপ সঙ্কেত করায় (নায়কের দৃষ্টিতে বোধ হইল যেন) স্তন আপনার মনোগত "আশ" বা অভিলাষ প্রকাশ করিয়া গেল। ১৪। গোপত—গুপ্ত। মদনের গুপ্ত শর কাহাকে না লাগে?

১। কন্টক মাহ—কন্টকমেঁ, কাঁটায়। গীতচিন্তামণির চতুর্ব্বিংশ ক্ষণদায় পাঠ "কন্টক মাঝে।" পরকাশ—প্রকাশ। ২। বিকল—বিহ্বল, উন্মত্ত। বাস -

রসবতী মালতী পুনঃ পুনঃ দেখি।
পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি ॥ ৪।
উহ মধু-জীব তুহু মধু-রাশে।
সঞ্চিত ধর মধু অবহু লজ্জাসে ॥
ভ্রমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম।
তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম ॥ ৮।
আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে।
ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে ॥
ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে।
অধর সুধারস যদি বোহ পীবে ॥ ১২।

---

(১৬)

মাধব কি কহব সুন্দরী রূপে।
কত না যতনে বিধি আনি মিলাইল
দেখলু নয়ান স্বরূপে ॥ ৩।

আশ্রয়; এখানে কোন ক্রমেই গন্ধ অর্থ হইতে পারে না। কন্টকের জন্য গন্ধ না পাওয়া যাইবে কেন?

৩। পিবইতে—পান করিতে। জীউ উপেখি—জীবনে উপেক্ষা করিয়া।

৫। ও ভ্রমর তুমি মধু-রাশি। ৬। সঞ্চি—সঞ্চই, সঞ্চয় করিয়া। অবহু এখন। লজ্জাসে—লজ্জায়। ৭। কতিহু—কোথাও। ঠাম—ঠাঁই, স্থান। ৮। বিসরাম—বিশ্রাম। ৯। বুঝ অবগাহে—স্থির করিয়া বুঝ।

১২। ভ্রমরের বধ-জনিত পাপ কাহার হইবে? ১১-১২। বোহ—উয়ো, ঐ। ও, (ঐ ভ্রমর) যদি অধর সুধারস পান করে তাহা হইলে জীবন পাইবে।

১। মাধব সুন্দরীর রূপ বিষয়ে আর কি লিখিব?

২। কত না—কতই। (১২ পৃষ্ঠা দেখ) মিলায়ল—মিলাইল।

৩। দেখলু—দেখিলাম। নয়ান স্বরূপে—প্রত্যক্ষ।

পল্লবরাজ-চরণযুগ শোভিত
গতি গজ রাজক ভানে।
কনক কদলীপর সিংহ সমাহল
তা পর মেরু সমানে ॥ ৭।
মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল
নাল বিনা রুচি পায়।
মণিময় হার ধার বহু সুরসরি
তেঞি নাহি কমল শুকায় ॥ ১১।
অধর বিম্ব সনে দশন দাড়িম্ববীজু
রবিশশী উভয় পাশ।
রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে
তেঁই না করয়ে গরাস ॥ ১৫।

৫। ভানে—সমান বা সদৃশ হয়। 'অনুকরণ করে' ও হইতে পারে।
৬। সমাহল—সমাহিত বা স্থাপিত করিল। ৭। তা পর—তদুপরি। সমানে—সমানয়ন করিয়াছে ; আনিয়া রাখিয়াছে।

৮। ফুলাএল—ফুটাইয়াছে। ৯। কমল দুইটী, নালবিশিষ্ট না হইয়াও, শোভান্বিত রহিয়াছে।

১২। বহু—বহে। সুরসরি—সুরসরিৎ, গঙ্গা।

১১। তেঞি, তৈঁ, তেঁই—তাই, সেইজন্য। বীজু—বীজ।

১৪। দূরে রহু—দূরে অবস্থান করে। ১৫। গরাস—গ্রাস। করথি—(সং—করোতি) করে।

এখানে; চরণ পল্লবের সহিত, গতি গজেন্দ্রগমনের সহিত, উরু সুবর্ণ-কদলীর সহিত, মধ্যদেশ সিংহের সহিত, বক্ষঃস্থল মেরুর সহিত—স্তনযুগল পদ্মের সহিত, (অথবা কুচযুগ মেরুর সহিত, চুচুক কমলের সহিত) মণি-হার গঙ্গার সহিত, অধর বিম্বের সহিত, দশন দাড়িম্ববীজের সহিত, রবি শশী কপোলদ্বয়ের সহিত, ও রাহু কেশজালের সহিত উপমিত হইয়াছে।

সারঙ্গ বচন জনু সারঙ্গ নয়ন
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপরে জনু দউ সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে॥ ১৯।
ভণতি বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
এমন জগৎ নহি আনে।

১৬। সারঙ্গ—এই শব্দ নানা অর্থ সূচক; বিশ্ব, মেদিনী শব্দ রত্নাবলী, অনেকার্থকোষ ও অমরকোষানুযায়ী অর্থগুলি নিম্নে প্রকটিত হইল :—

চাতক, হরিণ, ভৃঙ্গ, হস্তী, পক্ষিভেদ, ছত্র, রাজহংস, চিত্রমৃগ, বাদ্যভেদ, অংশুক, নানাবর্ণ, ময়ূর, কামদেব, ধনুঃ, কেশ, স্বর্ণ, আভরণ, পদ্ম, শঙ্খ, চন্দন, কর্পূর, পুষ্প, কোকিল, মেঘ, পৃথিবী, রাত্রি, দীপ্তি, সিংহ।

১৭। তসু (তস্য) তাহার। সমধানে—সন্ধানে, শরযোজনে। ১৮। দউ—দুই। ১৬—১৯। সুন্দরীর কোকিলের (সারঙ্গ) ন্যায় বচন ও হরিণের (সারঙ্গ) ন্যায় লোচন। তাহার সন্ধানে (নয়নের সন্ধানে অর্থাৎ কটাক্ষে) মদন (সারঙ্গ) বিরাজিত; পদ্মের (সারঙ্গ) উপরে দুটী ভ্রমর (সারঙ্গ) উঠিয়া মধুপানে কেলি করিতেছে। অর্থাৎ পদ্মরূপ বদনমণ্ডলে ভৃঙ্গ-রূপ চক্ষুদ্বয় বিরাজমান। কিম্বা পদ্মনেত্রে ভৃঙ্গরূপ তারাদুইটী বিহার করিতেছে।

এই গানের দুইটী পাঠান্তর দেখিলাম, উভয়ত্রই দুএকটী কথার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তন্মধ্যে গ্রিয়ার্সন ধৃত মৈথিল পাঠে অন্য কোন স্থলে ভাবের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কেবল, ১৮ পঙ্‌ক্তিতে দউ শব্দের স্থলে "দস" শব্দ থাকায় অর্থ ভাল বুঝিতে পারা গেল না। "কেলি করথি মধুপানে" এই পদটী থাকায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সারঙ্গ-শব্দের অর্থ যে ভৃঙ্গ ইহাতে কোন সংশয় নাই। সুতরাং দশটী ভৃঙ্গ কিসের সহিত উপমিত বুঝা গেল না।

২০। যুবতি—এই শব্দদ্বারা বর্ণনকারিণী কামিনীকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ২১। এহন—এমন, এহেন, এরূপ। আনে—অন্য, অপর। জগতে এরূপ আর নাই। অথবা যদি ২০ পঙ্‌ক্তির যুবতি শব্দ সম্বোধন সূচক না হয়,

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লাছিমা দেবী পরমাণে ॥ ২৩।

---

(১৭)

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ ॥ ৪।
কি হেরিলোঁ অপরুব গোরি।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি ॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ ॥ ৮।

তাহা হইলে ২০-২১ পঙ্‌ক্তির অর্থ এইরূপও করা যাইতে পারে "বিদ্যাপতি বলিতেছে শ্রবণ কর, এরূপ সুন্দরী যুবতী জগতে আর নাই।" ইহা. প্রশস্ত নহে।

পরমাণে—প্রমাণে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষে বা সম্মুখে। সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক প্রত্যক্ষাদি ন্যায়ানুসারী প্রমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষ অর্থে 'প্রমাণ শব্দের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। "ত্বরা করি যাহ বীর রাম সন্নিধান। এই কথা কহ গিয়া তাঁহার প্রমাণ ॥"—ইত্যাদি স্থল ইহার দৃষ্টান্ত।

পরমাণে, প্রমাণে, বিরমাণে প্রভৃতি অনেক শব্দ বিদ্যাপতির ভণিতায় এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১। যাঁহা—যেখানে, যেদিকে। ২। তাঁহি, তাঁহা—সেখানে। ৩-৪। যেখানে যেখানে অঙ্গ ঝলকে সেই সেই স্থলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রতীয়মান হয়। ৫। হেরিলোঁ—হেরিলাম। অপরুব, অপরূপ—অপূর্ব্ব। গোরি—সুন্দরী। ৬। আমার হৃদয় মাঝে প্রবিষ্ট হইল। ৭-৮। যে যে দিকে সুন্দরী দৃষ্টিপাত

যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিঞা বিকার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ॥ ১২।
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কিএ দরশন পাব।
তব মোহে ইহ দুঃখ যাব॥ ১৬।
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়াগুণে দেয়ব আনি॥

করেন সেই সেই স্থলে যেন পদ্ম ফুটিয়া থাকে। নয়ন-বিকাশ—নেত্রের প্রকাশ বা দৃষ্টিপাত।

৯-১০। যে দিকে (চাহিয়া) মৃদুহাস্যের সঞ্চার হয়, সেই দিকে অমৃতে বিকৃতি জন্মে, অর্থাৎ লোকে হাস্যরূপ অমৃতসিন্ধু দেখিয়া সুধায় বীতস্পৃহ হয়।

১১-১২। যে যে দিকে কুটিল কটাক্ষ-পাত হয় সেই সেই স্থানেই লক্ষ লক্ষ মদন-শর নিক্ষিপ্ত হয়।

১৪। আগোর—আগলান। সে ধনীকে অল্পমাত্র দেখিয়া এখন তিন ভুবন আগলান বোধ হইতেছে অর্থাৎ চারিদিকে সেই রূপই দেখিতেছি। রাধামোহন ঠাকুর এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সর্ব্বত্রৈব তদ্রূপং পশ্যামীত্যর্থঃ।" ১৮। তোমার গুণে বশ করিয়া আনিয়া দিব। "তদ্গুণেনৈব ত্বামানীয় মেলয়ামীতি॥"—প, স, ব্যাখ্যা।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি।

(১)

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥ ৪।
মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।

১। দুহু—দুই। ২। শ্রবণক—কর্ণের ; নেল—লইল, অবলম্বন করিল। ইহার দুইটী অর্থ হইতে পারে ঃ—(ক) লোচন কর্ণের পথ অবলম্বন করিল, কর্ণের দিক দিয়া দেখা আরব্ধ হইল, অর্থাৎ আড়চোকে দেখার সূত্রপাত হইল, দৃষ্টির কুটিলতা জন্মিল ; অথবা (খ) যৌবন সুলভ লজ্জার উদ্রেক হওয়াতে লোচনের কার্য্য শ্রবণ-পথে হইতে লাগিল অর্থাৎ চারিদিকে চাহিতে লজ্জা হওয়াতে দৃষ্টির কার্য্য শ্রুতি দ্বারা সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করিল। যাহা দেখিতে লজ্জা করে শুনিয়াই তদ্বিষয়ক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে লাগিল।

পদকল্পতরু ১০৫ সংখ্যক পদে "আনত হেরি ততহি দেই কাণে" (অর্থাৎ অন্য দিকে চাহিয়া সেই দিকে কাণ দেয়।) প্রভৃতি অংশ পাঠে লোচনের কার্য্য শ্রবণ পথে কিরূপে নির্ব্বাহ হয় বুঝিতে পারা যাইবে।

৩। চাতুরি—চতুরতা। লহু—লঘু, মৃদু। ৪। ধরণীয়ে—পৃথিবীতে। ধরণীতে চাঁদ প্রকাশ করিল অর্থাৎ বালা শোভার আধার হওয়াতে তৎকর্তৃক ধরণীতলে চন্দ্রের শোভা অনুকৃত হইল।

৫। লেই—লইয়া। সিঙ্গার, শিঙ্গার—শৃঙ্গার—বেশবিন্যাস। অঙ্গশুচি, মজ্জন (স্নান বা গাত্র প্রক্ষালন), রম্য বস্ত্র, কেশসজ্জা, সিঁথায় সিন্দুর, কপালে তিলক, চিবুকে মৃগমদবিন্দু (তিল), করে লীলাকমল, ভূষণ, কুসুমদাম, অধরে তাম্বুলরাগ, নাসাগ্রে মণি, অঙ্গে চন্দন, লোচনে অঞ্জন, চরণে অলক্তক ও

সখিরে পুছই কৈছে সুরত বিহার ॥
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি ॥ ৮।
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ ॥
মাধব পেখনু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা ॥ ১২।

কুচোপরে কুঙ্কুম—শিঙ্গারের এই ষোলটী অঙ্গ নানা স্থানে বর্ণিত আছে। বৈষ্ণব গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।

৬। সখীকে জিজ্ঞাসা করে রতি-ক্রীড়া কিরূপ? ৭। নির্জ্জনে কতবার কুচযুগল দর্শন করে। বেরি—বার। ৯। পহিল—প্রথমে। বদরী—কুল। পুনঃ—পরে। নবরঙ্গ—নারঙ্গ, লেবু বিশেষ। নগরাঙ্গ পাঠ শ্রীরামপুরের পুস্তকে দৃষ্ট হইল উহা সম্ভবতঃ ভুল। নাগরঙ্গ হইলেও হইতে পারে। নাগরঙ্গও একপ্রকার নারঙ্গ লেবু। "নবরঙ্গ" শব্দও নারঙ্গ-শব্দজ।

১২। আগোরল—প্রকাশ করিল। এই কথার গূর, গৃ ও গৃ ধাতু মূলক এবং অর্গল শব্দজ নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। যথা—বধ করে; গমন করে; সেচন করে; ভক্ষণ করে; শব্দ করে; প্রকাশ করে; আটকায়; আগলায়; অধিকার করে ইত্যাদি। এখানে অনেকগুলি খাটে।

৯-১২। (ঐ পয়োধর) প্রথমে কুলের মত, পরে নারঙ্গলেবুর সমান;—মদন দিন দিন অঙ্গের প্রকাশ করিতে লাগিল বা অঙ্গ অধিকার করিতে লাগিল।

কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন:—"প্রথম বর্ষার মত নূতন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দী)—বর্ষা।" এরূপ অর্থ আদৌ হইতে পারে না। হিন্দী "বদরি" শব্দের বর্ষা অর্থ প্রশস্ত নহে। বারিথ—বর্ষা। কোন কোন অঞ্চলে বাদলা দিনকে 'বদলি' বা 'বদরি' বলিয়া থাকে। বদরী অর্থে বর্ষা হইলেই কি হইবে? "পুনঃ" শব্দের একেবারে লোপ না করিলে

বিদ্যাপতি কহ তুহু আগেয়ানি।
দুহু একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী॥

---

(২)

দিনে দিনে পয়োধর ভৈগেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥ ৪।
পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥

"বর্ষা" লইয়া কোন অর্থই করা যায় না। আর প্রথম বর্ষার ভাবভঙ্গীতে যে কি কবিত্ব তাহা উক্ত মহাত্মারাই বলিতে পারেন। পরবর্ত্তী কবিতাটিতেও ঐ দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেখানে যে কি অর্থ, তাঁহারা বোধ হয় তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই।

১৩। আগেয়ানি—অজ্ঞানী, অজ্ঞান। ১৪। সেয়ানী—সেয়ানা বা চতুর; যুবতী। চতুরলোকে ইহাকে দুইএর একত্র যোগ কহে অর্থাৎ শৈশব যৌবনের সম্মিলন বলে। "কো কহে সেয়ানী।"—এইরূপ পাঠ ধরিলে—কে ইহাকে যুবতী বলে, ইহাতে শৈশব ও যৌবনের সম্মিলন ঘটিয়াছে—এইরূপ অর্থ হইবে।

পদকল্পলতিকায় ঠাকুরাণীর রূপ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় গীত ইহারই পাঠান্তর।

১। ভৈগেল—হইয়াগেল। পীন—স্থূল। ২। মাঝ—কোমর।

৩। দীঠ—দৃষ্টি, বুদ্ধি। অবহি—এখন। ৪। দিল পীঠ—আসন দিল। "অন্যকে আসন দিল অর্থাৎ পলাইল। সম্ভবতঃ এইরূপ প্রয়োগ হইতেই "পিট্টান" কথার উৎপত্তি হইয়াছে।

৫-৮। স্তন প্রথমে কুল (বদরী) পরে নারঙ্গলেবুর (নবরঙ্গ) সদৃশ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইল, অনঙ্গও পীড়ন করিতে লাগিল। আবার পরে উহা টাবা

সো পুন ভৈগেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥ ৮।
মাধব পেখনু রমণী সন্ধান।
ঝাটহি ভেটনু করত সিনান॥
তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি॥ ১২।
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥ ১৬।

লেবুর মত হইল, (বীজক পোর—বীজপুর—টাবালেবু।), এক্ষণে কুচ বাড়িয়া শ্রীফলযুগলবৎ হইয়াছে।

৯। পেখনু—দেখিলাম। ১০। ঝাটহি—ঝাটে, কান্তারে, নিকুঞ্জে। অধিকরণে বা সপ্তমীতে হি। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ পঙ্ক্তিতে "উরহি" শব্দেও এইরূপ হইয়াছে। কান্তারে দেখিলাম রমণী স্নান করিতেছে। এখানে ঝাট শব্দের ঝটিতি শব্দজ শীঘ্র অর্থ প্রশস্ত নহে। ঝাট সে—পাঠে অর্থ—নিকুঞ্জ হইতে দেখিলাম রমণী স্নান করিতেছে।

১১। তনু—সূক্ষ্ম। শুক—বস্ত্রাঞ্চল, আঁচল। ১১-১২। সূক্ষ্ম অঞ্চল ও বসন শরীর ও হৃদয়ে লাগিয়া গিয়াছে, অথবা, কৃশ অঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে, যে পুরুষ দেখে বা দেখিতে পায় তাহার ভাগ্য।

১৩। উরহি—উরঃস্থলে, বুকে। ১৪। যেন সুবর্ণনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ চামরে আবৃত হইল।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠ এইরূপ :—

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন। বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবকে মদন বাঢ়াওল দীঠ। শৈশব সকল্হি চমকি দিল পীঠ॥
শৈশব ছোড়ল শশিমুখি দেহ। খত দেই তেজল ত্রিবলী তিন রেহ। ধ্রু॥
এবে ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ। উপজল লাজ হাস ভেল মীঠ॥
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ। দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ॥
তাকর আগে তুয়া পর সঙ্গ। বুঝি করব যৈছে নহ কাজ ভঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুনঃ তোয়। রাধারতন যৈছে তুয়া হোয়॥

(৩)

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছুটাছুট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস॥ ৪।
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥ ৮।

১। নয়ন ক্ষণে ক্ষণে কোণ অনুসরণ করে অর্থাৎ দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে বক্র হয়। ৩। দশন ছুটাছুট—দশন ছটার (সমূহের) ছটা (দীপ্তি) আছে যাহাতে। ৪। "আচা করু বাস" "আগে গহু বাস" এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে গহু—গেল; আচা, আচ্ছাদন, বাস, বস্ত্র।

৩-৪। কখনও দন্তরাজির শোভা প্রকাশ করিয়া হাস্য করিয়া থাকে কখনও বা হাস্য অধর প্রান্তে বাস করে। অথবা কখনও বা মুখে কাপড় দেয়। অর্থাৎ নায়িকা কখনও বালিকার ন্যায় উচ্চ হাস্য করে কখনও বা যুবতীর ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

গৌরাঙ্গ-ভক্ত মহাজন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র এই অংশের ব্যাখ্যা স্থলে লিখিয়াছেন :—

"দ্বিতীয় শ্লোকস্য প্রথমস্ত অট্টহাসাদিনা বাল্যস্য প্রাবল্যং
পরার্দ্ধে বস্ত্রেণ মুখাবরণেন কৈশোরস্য প্রাবল্যং সূচিতম্।"

৫। চৌঙকি—চমকি, শিহরিয়া অর্থাৎ চকিত হইয়া, দ্রুতগমনে প্রয়াস পায়। ৬। মন্মথ-পাঠের প্রথম উপক্রম। ৭। 'হেরি হেরি থোর।'—পাঠও দৃষ্ট হয়। ৭-৮। হৃদয়জ—স্তন। কুচকলির দিকে অল্প অল্প দৃষ্টিপাত করিয়া কখনও উহা অঞ্চলাবৃত করে, কখনও বা বিহ্বল হইয়া থাকে, অর্থাৎ খুলিয়াই রাখে আবৃত করে না।

বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নুই না জান ॥ ১২।

---

(৪)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল ॥

৯-১০। ভেট—সাক্ষাৎ। জ্যেঠ কনেঠ—জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ। লখই—দেখিতে এখানে স্থির করিতে। বালিকার শৈশব ও যৌবনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। বড় ছোট স্থির করিতে পারি না। গীতচিন্তামণির পাঠ ও ভণিতায় অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। উহাতে বিদ্যাবল্লভের ভণিতা আছে।

এই কবিতাটীর নানা পাঠ প্রচলিত। গীত চিন্তামণিতে শেষ কয়েকটী পঙ্‌ক্তি এইরূপ আছে :—

" শশিমুখি ছোড়ল শৈশব দেহে।
ক্ষতদেহ তেজল ত্রিবলী তিন রেহে ॥
অব যৌবন ভেল বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ ॥
* * * * * * * *
বিদ্যাপতি কহে করু অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ ॥

পদকল্পলতিকার পাঠ অবিকল পদকল্পতরুর পাঠের ন্যায় কেবল ভণিতাটী গীতচিন্তামণির ন্যায়। উহাতে " বালিকা অঙ্গে লাগিল পাঁচবাণ," বলিয়া গীতটী শেষ করা হইয়াছে।

২। শ্রীকৃষ্ণ সখীর নিকটে রাধার যৌবন প্রাপ্তি বর্ণনা করিতেছেন। ধনি !—এই শব্দে উক্ত সখীকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি॥ ৪।
থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ উদয় থল নালিম দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥

(৫)

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥

৩। কবহু—কখন। কচ—কেশজাল। বিথারি বিথারই,—বিস্তারিত করে।

৪। ঝাঁপয়ে—আবৃত করে। উঘারি, উঘারই—খুলিয়া রাখে।

৫। স্থিরনয়ন কিছু অস্থির হইল। পদকল্পতরুতে "কছুর" পরিবর্ত্তে "নাহি" দৃষ্ট হইল; পদকল্পলতিকায় "কভু" আছে। পদামৃত সমুদ্রেও "নাহি" দেখা গেল। এ পাঠে অর্থ—স্থিরনয়ন, অস্থির হইল না।

৬। উরজ-উদয়-থল—স্তনের উদ্গমস্থল। নালিম-দেল—রক্তাভ হইল। হয়ত "নীলিম দেল," পাঠ ছিল। "নালিম" শব্দই নাই।

৭-৮। চঞ্চল চরণ—চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করিল; মদন এ পর্য্যন্ত নিদ্রিত (মুদিত-নয়ান) ছিল, এইবারে জাগিল। ১০। আন—এখানে অন্য নহে আনিয়া। পদামৃত সমুদ্রে পাঠ..."ধৈরজ ধর পিছে মিলায়ব আন।"

গীত চিন্তামণিতে এই কবিতাটী দুই স্থানে (দুইবার) আছে। কোন স্থলেই প্রথমের দুই পঙ্‌ক্তি নাই। ১-২। লোক দেখিলে লজ্জিত হইয়া খেলিয়াও খেলে না। সহচরীদিগের মধ্য হইতে দেখিয়াও দেখে না।

শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥ ৪।
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥
লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥ ৮।
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যাওত ধরণে॥ ১২।

৫। সুরঙ্গ—হিঙ্গুল। উত্তম বর্ণবিশিষ্টও হইতে পারে। ৬। বান্ধুলি—বন্ধুক পুষ্প. রক্তবর্ণ পুষ্প বিশেষ। ৫-৬। মুখকান্তি মনোহর, অধর হিঙ্গুলের ন্যায়, দেখিলে বোধ হয় যেন পদ্মের সঙ্গে বন্ধুকপুষ্প ফুটিয়াছে।

৭। "লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।" পদকল্পতরুতে এরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। জনু—যেন; থির—স্থির। আমরা এস্থলে গীত চিন্তামণির পাঠ ধরিয়াছি। ৮। মধুপানে মত্ত হইয়া কি উড়িতে পারিতেছে না; অথবা, মধু কেমন মত্ত করিয়া রাখিয়াছে, উড়িতে পারিতেছে না।

৯-১০। ভাঙক—ভ্রূর। ভ্রূর অল্প ভঙ্গিমা আছে। যেন মদনের ধনু কাজলে সাজিয়াছে।

১১। দোতিক—দূতীর।

"পীন পয়োধর দুবরি গাতা।
সুমের উপরে জনু কনক লতা॥"

গীত চিন্তামণিতে এই দুই ছত্র অতিরিক্ত আছে।

(৬)

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে ॥
বালাজন সঞে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই ॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী ॥
কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে ॥ ৮।
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে ॥ ১২।

২। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত অনাবৃত। ঝাঁপয়ে—আবরণ করে।
৩। সঞে—এখানে সেঁ বা হইতে নহে। সঙ্গে।
৪। তহি—সেইজন্য (মৈথিলী); যখন বালিকাদিগের সঙ্গে থাকে, (তাহারা তাহাকে) তরুণী পায়, বয়ঃপ্রাপ্ত দেখে, সেইজন্য পরিহাস করে।
৫। ভেটনু—দেখিলাম। ৭। রভস—রহস্য, বিলাস, বিবরণ।
৮। আনত—অন্যত্র। ততহি—তাহাতে।
৭-৮। কেলি-রহস্যের কথা শুনিতে পাইলে, অন্য দিক চাহিয়া সেই দিকে কাণ দেয়। যদি কেহ ইহা প্রচার করে (পরচারি) ক্রন্দন মিশ্রিত হাস্যের সহিত তাহাকে গালি দেয়।
গীত চিন্তামণিতে ৩-৪ পঙ্ক্তি এইরূপ আছে:—

"বালাজন সঞে বাসে।
তরুণী পাই তাহি পরিহাসে ॥"

পদামৃত সমুদ্রে

"বালিকা সঙ্গে যব রহ।
তরুণি পাই পরিহাস তঁহি করহ ॥"

(৭)

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখণ রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত॥ ৪।
কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥ ৮।
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥ ১২।

১। কিছু কিছু অঙ্কুরের উৎপত্তি বা উদ্‌গম হইল। ৩-৪। এখন সর্ব্বদা অঞ্চলে হাত থাকে। লজ্জায় সখীগণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না।

৬। দেখিলে মদনেরও মন বাঁধা থাকে। ৭। তইও—তথাপি। পাঠান্তরে " তায়ব কাম হৃদয়ে অনুমান "—এইরূপ দৃষ্ট হইল।

৮। রোয়ল,—রোপণ করিল; স্থাপন করিল। ঠাম—গঠন।

৭-৮। গঠন উন্নত করিয়া ঘট স্থাপন করিয়াছে।

৯-১০। হরিণী যেরূপ (নিবিষ্ট চিত্তে) সঙ্গীত শ্রবণ করে, রমণীও সেইরূপ রসের কথা শুনিবার জন্য মন নিবিষ্ট করে। থাপয়ে, স্থাপয়ে; চিত, চিত্ত; চিত্ত স্থাপন করে অর্থাৎ মনোনিবেশ করে।

১২। কেহই বিজয় বা পরাভব স্বীকার করে না। অবসাদ—অবসন্নতা, ক্লান্তি।

বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি ॥

---

(৮)

আওল যৌবন শৈশব গেল।
চরণ চপলতা লোচন নেল ॥
করু দুহু লোচন দূতক কাজ।
হাস গোপত ভেল উপজল লাজ ॥ ৪।
অব অনুখন দেই আঁচরে হাত ॥
সগর বচন কহু নত করু মাথ ॥
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ॥ ৮।
হাম অবধারলু শুন বরকান।
শুনই অব তুহু করহু বিধান ॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥ ১২।

১৪। তছু, তস্‌ (তস্যপদজাত) তাহার। সে তাহার শৈশব বা শিশু-ভাব ছাড়িতে পারে না। পাঠান্তরে তহু দৃষ্ট হইল।

৩। চক্ষুদ্বয় দূতের কার্য্য করিতে লাগিল।
৪। গোপত—গুপ্ত। হাস্যরসের সঙ্কোচ ও লজ্জার উদ্রেক হইল।
৬। সগর—সকল। মস্তক অবনত করিয়া সকল কথা বলে।
৭। কটিক গৌরব—কটিদেশের গুরুত্ব বা স্থূলত্ব।
৮। চলিবার সময়ে সহচরীর কর অবলম্বন করে, বা হাত ধরে।
৯। অবধারলু—অবধারণ বা নির্ণয় করিলাম।
১০। এখন তুমি শুনিয়া বিধান কর। যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় কর।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

(১)

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥ ৪।
ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড সম্বেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম সুবাসে।
ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে॥ ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন ভাণ্ডার॥

২। কো পতিয়ায়ব—কে প্রত্যয় করিবে? ৩-৪। সুন্দর দেহ অভিনব জলধর সদৃশ। পরিধেয় পীত বস্ত্রও সৌদামিনী সদৃশ। সেহ—তাহাও, উহাও। ৫। ঝামর—কৃষ্ণবর্ণ (প্রথম মিলনের ষষ্ঠ কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।) কুটিল—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান।

৬। কিয়ে—(হিন্দী কেয়া) কি, কেন, কেমন। কেমন চন্দ্রমণ্ডল ও ময়ুর-পুচ্ছের সন্নিবেশ। ৭। জাতকী—জাতী বা মালতী পুষ্প। ৭-৮। জাতী ও কেতকী কুসুমের সুগন্ধে মন্মথ ভয়ে ফুলশর ত্যাগ করিয়াছে। এই পাঠ হইতে ইহা অপেক্ষা কোন সহজ অর্থ করিতে পারিলাম না। পদকল্পলতিকায় এই কয়েক পঙ্‌ক্তি এইরূপ আছে :—

শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সন্দেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম নিবাস।
তা দেখি মনমথ উপজল হাস॥
— শ্রীকৃষ্ণেররূপ, ত্রয়োদশগীত, প,ক,ল।

১০। বিধাতা মদনের ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন।

(২)

কাঁনু হেরব ছিল মনে সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তবধরি অবোধী মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝয় ন পারি॥ ৪।
সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা॥ ৮।
না জানিয়ে কি করু মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে তত বিছর না যাই॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

৩। তবধরি—সেই অবধি। মুগধ—মুগ্ধ, অবোধ। ৫। সাঙন—শ্রাবণ। শ্রাবণ মাসের মেঘেরন্যায় দুই চক্ষুতে অশ্রু ঝরিতেছে। এই শব্দের শাঙন, শাওন প্রভৃতি রূপভেদও শ্রাবণ অর্থ বোধক।

৮। রভসে—ঔৎসুক্যে, ঔৎসুক্যবশতঃ। অন্যান্য অর্থ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জীউ—জীবন। গীতচিন্তামণির ধৃত পাঠ "পরকি আপন জীউ পরহাতে দেলা।"

৯। সুন্দর চোর কি করে জানি না। দেখিবামাত্রই আমার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গেল। ১২। বিছরিয়ে—বিস্মৃত হই। এখানে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করি। যত ভুলিতে চাহি ততই ভুলিতে পারি না।

(৩)

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ ॥
কমল-যুগল পর চান্দকি মাল।
তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ ৪।
তাপর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা ॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি ॥ ৮।
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কীর থির করু বাস ॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিনী বেঢ়ল মোড় ॥ ১২।

২। শুনিলে স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিবে (মানবি)। ৩-৫। কমলযুগলের উপর চাঁদের মালা, তদুপরি তরুণ তমাল উৎপন্ন হইয়াছে—বিদ্যুল্লতা তাহার উপরে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

এ রূপকে পদযুগল কমল, নখরাজি চাঁদের মালা, শ্রীকৃষ্ণের দেহ তরুণ তমাল ও পীতধড়া বিদ্যুল্লতা বলিয়া উপমিত হইয়াছে।

৬। (সে) কালিন্দীর তীরে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে।

৭। শিখর—বৃক্ষাগ্র, অগ্রভাগ। পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। ৭-৮। শাখার অগ্রভাগে সুধাকরশ্রেণী বিরাজিত, তাহাতে অরুণের আভাবিশিষ্ট নব পল্লব রহিয়াছে। এখানে শাখা হস্ত, শাখাগ্র হাতের নখ, নব-পল্লব—অঙ্গুলি।

৯-১২। বিমল বিম্বফল যুগলের বিকাশ হইয়াছে, তদুপরি কীর (শুকপক্ষী) স্থির হইয়াবাস করিতেছে। তাহার উপরিভাগে চঞ্চল খঞ্জনদ্বয় বিরাজ-

এ সখি রঙ্গিণী কহ নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হরল গেঁয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভাল জান॥ ১৬।

(৪)

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোঁর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে॥ ৪।
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥

মান। তদুপরি 'সাপিনী, মস্তক আবৃত করিয়া আছে। বেঢ়ল—বেষ্টন করিল। গীতচিন্তামণিতে "ঝাপল" --আছে। মোড়, মোর, মস্তক।

এ রূপকে ওষ্ঠাধর—যুগল বিম্বফল ; নাসা—শুকপক্ষী ; নেত্রদ্বয়—খঞ্জন-যুগ্ম ; চূড়া—'সাপিনী'।

১৩। নিদান—কারণ। পাঠান্তরে "কহল নিশান" ; নিশান—সঙ্কেত।

১৩-১৪। হে রঙ্গিণি সখি কারণ বল ; পুনর্ব্বার দেখিতে কেন সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল ? ১৪। গীত চিন্তামণিতে "কাহে" স্থলে "হাম" পাঠ আছে।

১। ওর—সীমা, শেষ, অবধি। ২। নিশাস—নিশ্বাস। ৩। হঠসঞে—হঠাৎ ; বলপূর্ব্বক। পৈঠয়ে—প্রবেশ করে। ৪। তখনি শরীর ও মন লজ্জায় গলিয়া যায়। অনেক পুথিতে একার নাই, মাঝ ও লাজ আছে। ৬। পাছে কেহ দেখিতে পায় (সেই ভয়ে কোন দিকে) চাহিয়া দেখি না। জনি—পাছে। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
যতন হিঁ বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥ ৮।
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥ ১২।

---

(৫)

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আরদিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥ ৪।
শুন সজনি ও নাগর শ্যাম রাজ।
মূল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥ ৮।

৭-৮। গুরুজনের সম্মুখেই ভাবের তরঙ্গ (উঠে, সুতরাং) যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করি। ৯। লহু লহু চরণে—লঘু লঘু, মৃদু মৃদু গতিতে। চলিয়ে—চলি। ১০। বিধাতা দৈবযোগে আজি লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন।

৩। নিয়ড়ে—নিয়রে, নিকটে। ৬। মূল—মূল্য। বেয়াজ—ব্যাজ, কুসীদ, সুদ, ফাও বা অতিরিক্ত কিছু। বটতলার অনেক সংস্করণেই "লাগয়ে" আছে, মাগয়ে নাই। মাগয়ে—চাহে।

৭। বিশেষ আলাপ নাই, অন্য কাজ দেখি অর্থাৎ এক কাজ করি না; সে এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে লিপ্ত থাকি।

আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝ ইহ রস রোল॥

পূর্ব্বরাগ, সখ্যুক্তি ও সখাশিক্ষাবচনাদি।

(১)

ধনি ধনি রমণি, জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥ ৩।

৯-১০। আমার অঙ্গ দেখিয়া ও নিজের দিকে চাহিয়া বিহ্বল হইয়া আলিঙ্গন করে। ১১। বৈদগধি-কলা—বৈদগ্ধী-কলা, রসিকতাসূচক হাব-ভাবাদি। অনুপাম—অনুপম, অতুল।

১২। পরিণাম যে বড়ই উৎকৃষ্ট দেখিতেছি! ১৩। আরতি ওর—(১) নিবৃত্তির শেষ সীমা; (২) অনুরক্তি বা অনুরাগের এক শেষ।

১৪। এই রসের ধ্বনি বুঝিয়াও বুঝিতেছ না।

১। ধনি—ধন্য। ২। ঝুরয়ে—অশ্রু মোচন করে। গীতচিন্তামণিতে "ভাবই" পাঠ আছে।

২। সকলে (যে) "কানু কানু" করিয়া অশ্রু মোচন করে সে (কানু) তোমার প্রেমে বিহ্বল।

চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা ॥ ৭।
কেশ পসারি যব তুহুঁ আছলি,
উর-পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥ ১১।
হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি,
করে কর জোরহি মোর।
অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর ॥ ১৫।

৪-৭। চাতককে দেখিয়া মেঘ তৃষ্ণান্বিত হইল (তিয়াসল); চাঁদ চকোরের দিকে চাহিয়া রহিল, তরু লতিকাকে অবলম্বন করিল! আমার মনে ধাঁদা লাগিয়াছে, অর্থাৎ অতীব বিস্ময়জনিত সন্দেহ জন্মিয়াছে। কৃষ্ণের জন্য তোমার কাতর হওয়াই সম্ভব, কিন্তু তোমার জন্য কৃষ্ণের উদ্বিগ্ন হওয়া আমার বিবেচনায় নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়।

৮-১১। তুমি যখন কেশ আলুলায়িত করিয়াছিলে, অর্দ্ধমাত্র বক্ষের উপরে বস্ত্র ছিল, (অর্থাৎ বক্ষের অর্দ্ধভাগ অনাবৃত ছিল,) সে সমস্ত দেখিয়া কানু আকুল হইল; হে ধনি! ইহার কি নিষ্পত্তি করিবে বল?

১৩। জোরহি—জোরই, যুক্ত করিয়া। মোর—(ক) আমার; (খ) মস্তক, এখানে মস্তকে। (১) আমার হাতে হাত দিয়া। (২) মাথায় হাতের উপর হাত রাখিয়া। ১৪। 'কব' স্থলে 'কর' পাঠও দৃষ্ট হয়।

১২-১৭। মাথায় উভয় হস্ত রাখিয়া তুমি কখন হাসিতে হাসিতে দশন দেখাইলে, কখন অলক্ষিত ভাবে হৃদয়ে দৃষ্টি বিস্তার করিলে, আবার দেখিয়া

এতহুঁ নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরি,
জানি তুহ করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহ সো শূন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১৯।

---

(২)

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ!
তবে যৌবন যব্ সুপুরুখ সঙ্গ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চান্দকলা সম বাড়ি॥ ৪।
তুহু যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥

সখীকে কোলে করিলে। সুন্দরি! এ সমস্ত উক্তি তোমাকে বলিলাম—বুঝিয়া বিধান কর। "কহলু" স্থলে "কহল" পাঠও দেখাযায়।

১৮। তুমি হৃদয়-পুত্তলী সে শূন্য কলেবর।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র; ভণিতা স্থলেও গোবিন্দদাস এবং বিদ্যাপতি উভয়েরই নাম আছে।

পদ কল্পতরুতে এই পাঠটী দুই স্থলে দুইবার আছে। উভয়ত্র পাঠ প্রায় একই। বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য নাই।

৩-৪। সুপুরুষের প্রেম কখনও ভাঙ্গে না, বরং চন্দ্রকলার সমান দিন দিন বাড়িতে থাকে। বাড়ি, বাঢ়ই—বাড়ে।

৫। নাগরী—সুরসিকা।

তুহু যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ।
চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ ॥ ৮।
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণবতিকা ইহ বড় কাজ ॥ ১২।

---

(৩)

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে ॥
চান্দ দিনহি দীনহীনা।
সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা ॥ ৪।
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি ॥

৭। অনুষঙ্গ—অনুকম্পা ; তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া বল বা অনুমতি কর।
৮। চৌরি—লুকান, চোরাই। গুপ্ত প্রণয়ে লক্ষ গুণ রঙ্গ হয়।
৯-১০। জগতের মধ্যে (জগমাঝ) ঐরূপ সুপুরুষ নাই। আর ব্রজ-সমাজ তাহাতে অনুরক্ত।

২। মাধবকে বধ করিয়া কি সাধ সাধিবে, কি অভিলাষ পূর্ণ করিবে।
৩। দিনহি—দিবসে, একদিনে।
৩-৪। চন্দ্র (এক এক) দিনে দীন হীন হয়, সে আবার (পুন) তদ্বিপরীতে (পালটি) ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে। অর্থাৎ প্রতি দিবসে চন্দ্রকলার হ্রাস হয়, কিন্তু মাধব প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষীণ হইতেছে। পুনঃ—আবার ; পালটি—ফিরিয়া। এই দুইটী শব্দ পার্থক্যের সূচনা করিতেছে। ৫। বলয়া—বলয়, কঙ্কণ। ফেরি—ফেরই, ঘুরিয়া বেড়ায়। চলক হয়। ৬। বোধকরি কতবার

তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি ॥ ৮।

---

(৪)

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান ॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ ॥ ৪।
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল ॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ ভাখী।
রূপনারায়ণ সাখী ॥

ভাঙ্গিয়া গড়াইতে হইবে। "কুসুম বলয়া পুন ফেরি। ভাঙ্গি বনাওব কত শত বেরি।"—এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

৮। হানি—হানই, হানে।

২। তোমা বিহনে কানাই (কান) উন্মত্ত।

৩-৬। কথনও অকারণে হাস্য করে, অস্ফুট বচনে কি বলিতে থাকে, আকুল হইয়া অতিশয় উচ্চশব্দ করে (উতরোল) ও "হাধিক, হাধিক" বলিতে থাকে।

৮। কেহ ধরিতে পারে না, বা ধরিয়া রাখিতে পারে না।

৯। ভাখী—ভাষা, বাণী। ১০। সাখী—সাক্ষী।

(৫)

শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ।
হাম শিখায়ব বচন বিশেষ ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম ॥ ৪।
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণি।
মৌন ধরবি কছু না কহবি বাণী ॥
যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজপাশ।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ ॥ ৮।
পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ ॥

এইটি গীতচিন্তামণির পাঠ, পদকল্পতরুর পাঠ স্বতন্ত্র। পদকল্পলতিকাতেও আর একরূপ পাঠ আছে, তাঁহার ভণিতা "কবিশেখরের" নামাঙ্কিত।

৩। পহিলহি—প্রথমে। শয়নক সীম—শয্যার প্রান্তে। ৪। গ্রীবা (গীম) বক্র করিয়া আড়চোখে চাহিবি। ৫। পিয়ে, পিয়—প্রিয়। ঠেলবি পাণি—হাত ঠেলিবি।

৯। পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন। মোড়বি—ফিরাইবি।

১০। রভস সময়ে—বিহার কালে।

পদকল্পতরুতে এইরূপ আছে :—

শুন শুন এ ধনি বচন বিশেষ। আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম। হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম ॥
পরশিতে দুহু করে ঠেলবি পাণি। মৌন ধরবি পহু পুছইতে বাণী ॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি। সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি ॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট। কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ ॥

এতন্মধ্যে নবম ছত্রে সাধসে শব্দ ভিন্ন প্রায় সকল শব্দই আমাদিগের অবলম্বিত পাঠানুগামী। সাধসে—সাধ্বসে, শঙ্কায়, ভয়ে। গীতচিন্তামণির অন্য এক স্থলে প্রথম কয়েক ছত্র মাত্র দৃষ্ট হইল।

ভনহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম।
আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥ ১২।

---

(৬)

এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥ ৪।
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥ ৮।
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥ ১২।

৪। মূল—মূল্য। সোণা পোড়াইলে দর দ্বিগুণ হয়।

৫-৬। মৃণাল তন্ত অর্থাৎ পদ্মাদির নাল সূত্র (সূত) যেরূপ (টানিলে) বাড়িতে থাকে (সুজনের) প্রেমও সেইরূপ অদ্ভুত—ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না। (টুটইতে নাহি টুটে।)

৭। মতঙ্গজ—হস্তী। মোতি—মুক্তা। সকল হস্তীতে গজমুক্তা হয় না। মানি—মানই—মানে, অর্থাৎ ধারণ করে। (ধৃতার্থক অদন্তচুরাদি মন্ ধাতু হইতে ; ধৃতৌ...ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ।)

১২। প্রেম করি অব বুঝহ বিচারি।—পাঠান্তর। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে সামান্যই প্রভেদ দৃষ্ট হইল।

(৭)

শুনলো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানুহেন ধন, পরাণে বধিলি।
এ কাজ করিলি কি? ৪॥
বেলি অবসান কালে।
গিয়াছিলি নাকি জলে॥
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া,
ধরিলি সখির গলে॥ ৮।
দেখায়্যা বদন চান্দে।
তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে॥
তুঁহু ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল
ওই ওই করি কান্দে॥ ১২।
তাহে হৃদয় দরশি থোরি।
মন করিলি চোরি॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহি সুন্দরি।
কানু জিয়াবে কি করি? ১৬।

৩। "বধিলি" স্থানে "বান্ধিলা" পাঠও দৃষ্ট হইল।
৬। তুমি কবে গিয়াছিলা জলে॥—পাঠান্তর।
১১। লখিতে—অবলোকন করিতে। তুই শীঘ্র আসিলি লক্ষ করিতে পারিল না। পাঠান্তরে—"তেঁহ ত্বরিতে আওল।" অর্থাৎ "সে তাড়াতাড়ি আসিল, (তথাপি) দেখিতে পাইল না, ইত্যাদি।
১৩। হৃদয়—এখানে স্তন। দরশি থোরি—অল্প অর্থাৎ অস্পষ্টরূপে দেখাইয়া। ১৪। চতুর্দ্দশ ছত্রে "মন করিলি চোর" ও ষোড়শ ছত্রে "কানু জিয়ায়বি মোর" পাঠও দৃষ্ট হয়।

(৮)

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥ ৪।
যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জগাবি॥ ৮।
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥ ১২।

১। মুগধিনি—মুগ্ধে, সুন্দরি। মঝু—আমার।

৩-৪। প্রথমে কেশ বেশাদির বিন্যাস করিয়া বাঁকা নয়ন কাজলে রঞ্জিত করিবে।

৬। বাতাহতবৎ দূরে অবস্থান করিও।

গীতচিন্তামণির পাঠ অপেক্ষাকৃত সরল। "যাওবি বসনে অঙ্গ সব গোই। দূরে রহবি জনু বাত না হোই॥" গোই—গোপন করিয়া। বাত না হোই—কথা না হয়।

৭। নিয়ড়ে—নিকটে। ৮। জগাবি—জাগাইও, উদ্দীপ্ত করিও।

৯। স্তন আবৃত করিবে কিন্তু স্কন্ধ (কন্ধ) (?) প্রদর্শন করিবে।

১০। নীবিহক- নীবিক, নীবির। বন্ধ—বাঁধন। কটীবন্ধ।

১১। কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করিও সঙ্গে সঙ্গে কিছু অনুরাগও দেখাইও।

১২। আব—আবে, আওয়ে, আসে, আগমন করে।

ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যে গুণবন্ত সোই ফল পাব।

---

(৯)

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করব পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশভীত॥ ৪।
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়।
তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥ ৮।
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব রাখব কোই?
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥ ১২।

৬। রভস—হর্ষ। তাহার সহিত কখন আনন্দ হয় না; রভস শব্দের আরও কয়েকটী অর্থ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী এখানে বেশ খাটে, উল্লেখ অনাবশ্যক।

৯-১০। দরশন মাত্র সে আলিঙ্গন দিবে: যখন জীবন (জীউ) বাহির হইবে (নিকসব) তখন কে রক্ষা করিবে? (রাখব)।

পদামৃত সমুদ্রে "নিকসব" স্থলে "নিকলে" আছে।

১২। তাহার বিলাস ঐরূপ নহে।

(১০)

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥
বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥ ৪।
সহচরি মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥ ৮।
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।
অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়॥ ১২।

২। ঠাম—ঠাঁই; স্থানে। কানুক ঠাম—পাঠান্তর।

৩-৪। বুঝিয়ে—বুঝি; জানিয়ে—জানি।

৫। বনায়ত—বানায়, বিন্যাস করে।

১২। অবকে—এখন, অধুনা। গীতচিন্তামণিতে "আজুক" পাঠ আছে। অর্থ আজকে, অদ্য।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠও এইরূপ, কিন্তু গীতচিন্তামণির পাঠে দুই একস্থলে সামান্য মাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। "হোয়"—এর পরিবর্ত্তে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তোয় পাঠ দৃষ্ট হয়।

(১১)

এ সখি এ সখি না বোলহ আন।
তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান ॥
নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।
বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ ॥ ৪।
অনতহি গমনে এতহি নিহার।
লুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার ॥
বিদগধ সেহ তোঁহে তনু তুল।
এক নলে গাঁথা জনু দুই ফুল ॥ ৮।
ভনহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহারে।
এক শরে মনমথ দুই জীব মারে ॥

১। আন—অন্য। ২। তুয়া গুণে—তোমার গুণে। লুবুধল—বিমোহিত হইল, সঞ্জাত লোভ হইল। কান—কানাই।

৩। নিয়র—নিকট। আও, আবে—আসে। ৪। বেকতয়—ব্যক্ত করে, লুকাওয়ে—গোপন করে। ৫। অনতহি—অন্যত্র। এতহি—এখানে এদিকে। নিহার—দেখে।

৬। নয়নের লোভ হইলে কে ফিরাইতে পারে? ৭। বিদগধ—বিদগ্ধ, রসিক। সেহ—সে, কানাই। তোঁহে তনু তুল—তুমি তাহার সমান।

প্রথম মিলন।

(১)

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপনু ধনি রাই॥
কমলিনী —কোমল কলেবর।
তুঁহু সে ভোখিল মধুকর ॥ ৪।
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জর জনু সরোরুহ॥ ৮।
গণইতে মোতিমহারা।
ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি, ক্ষণে ভঙ্গ॥ ১২।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহাবি ফুলধনু॥

৪। ভোখিল—(ভুখা,) ক্ষুধার্ত্ত। ৬। পাঁচবাণ—মদন।
৭। পরবোধি—প্রবোধিয়া। পরশিহ—স্পর্শ করিও।
৯। মোতিম—মুক্তা। ৯-১০। মুক্তাহার গণিবার ছলে স্পর্শ করিবে
১৪। অল্পে অল্পে মদন সহাইও।

বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে॥ ১৬।

---

(২)

একে ধনি পদুমিনী সহজহি ছোটি।
করে ধরইতে কত করু না কোটী॥

১৬। দোতিক—দূতীর।

দূতী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রাধিকাকে সমর্পণ করিবার সময় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটী বলিতেছেন। পাঠান্তরে ইকার ওকারাদি ভিন্ন কোন প্রভেদই দৃষ্ট হইল না।

১৫-১৬। তোমার পদে দূতীর মিনতি বিদ্যাপতি কবি গাহিতেছেন।

১। পদুমিনী—পদ্মিনী। সহজহি—সহজে, স্বভাবতঃ। ছোটি ছোট।

২। অনেকে "করে ধরইতে করে করুণা কোটী"—পাঠ ধরিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহারা কোটী অর্থে কোটী প্রকারে বা অশেষ প্রকারে ও করুণা অর্থে কতরতা প্রকাশ বুঝিয়াছেন। ফলতঃ অনেক স্থলেই "করে ধরইতে কত করু না কোটি।" ও কোথাও কোথাও "না করু কোটি" পাঠ দৃষ্ট হইল। "না" শব্দের এইরূপ প্রয়োগ অপ্রচলিত নহে। কোটি—কোট, (কুট্ট—স্ব কুটিলতা। হাত ধরিতে কতই না কুটিলতা করে। গীত চিন্তামণির পাঠ "করে কর হৈতে কত বঞ্চনা কোটি।" কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা এই রূপ—"প্রথমতঃ পদ্মিনী তত্রাপি তন্বঙ্গী অতএব করস্পর্শে শোকস্থায়ি ভাবক করুণরসাবির্ভাব কোটয়ঃ কতিপয়া ভঙ্গি।"

পরবর্ত্তী অনেক পদেই করুণা অর্থে কোথাও দীনা, শোকার্ত্তা; কোথাও বা দীনতা বা শোকার্ত্ততা দৃষ্ট হইবে। উভয় অর্থই সঙ্গত। হাত ধরিতে কতই দীনতা প্রকাশ করে।

হঠ পরিরম্ভণে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল॥ ৪।
বালি—বিলাসিনী, আকুল—কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ॥

৩। হঠ—বলপ্রকাশ। পরিরম্ভণ—আলিঙ্গন। বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে গেলে "না, না" বলে।

৪। হরি ডরে সিংহের ভয়ে, (পক্ষে কৃষ্ণের ভয়ে); হরিণী—মৃগী, (পক্ষে তরুণী, রাধা।) কোন টীকাকার হরিণী অর্থে হরিপ্রিয়া লিখিয়াছেন!!! হরি-হরিণী, রঘু-রঘুণী প্রভৃতির প্রচলন হইলে কোন কোন পণ্ডিতের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু এখনও অতটা হয় নাই, সে শুভ দিন আসে নাই।

ডোল—ডোলই, দোলই, দোলে, কম্পিত হয়।

সিংহ ভয়ে মৃগীর ন্যায় হরিভয়ে তরুণী হরির হৃদয়েই কাঁপিয়া উঠিলেন।

৫। বালি বা বালী—বালা, বালিকা। বিলাসিনী, বালিকা; কানাই আকুল (অধীর বা অস্থির)।

৬। মদন কৌতুকী কিয়ে—মদন কেমন কৌতুকী! বলপ্রকাশ মানে না।

৭। অঞ্চল—প্রান্ত। অঞ্জন পাঠও দৃষ্ট হইল। নয়ন প্রান্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল।

পদামৃত সমুদ্রে প্রথমেই মধ্যের দুই ছত্র এই ভাবে আছে—"বালি বিলাসিনি আকুল কান। মদন কৌতুকি কিএ নাহি মান॥"

(৩)

পহিল চললি ধনী পিয়াক পাশে।
হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে॥
ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।
হেম মূরতি জনি নাচল পিছারে॥ ৪।
কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়।
কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥
খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।
সরমহি লুকাওল মাধব বুকে॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত।
রাজা শিবসিংহ শুনি হরখিত॥

১। পহিল—প্রথমে; পিয়াক—প্রিয়তমের।

২। লজ্জা ও ভয়ে হৃদয় আকুল হইল।

৩। ঠাঢ়ি—স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া। আগুসারে অগ্রসর হয়।

৩-৪। রাই স্বর্ণময়ী মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, অগ্রসর হইল না, পশ্চাদ্দিকেও চলিল না।

৫-৬। প্রভু দুটী হাত ধরিয়া নিকটে বসাইল, ধনী ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ লুকাইল।

৭। খোলি—খুলি, খুলিয়া।

৮। সরমহি—সরমে, লজ্জায় সপ্তমী স্থানে হি, (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

১০। হরখিত, হরষিত, আনন্দিত।

(৪)

সখী পরবোধিয়ে যতনে আনি।
পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজ পাণি ॥
ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি ॥ ৪ ।
"নহি নহি" কহয়ে নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর ॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি খোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি ॥ ৮ ।
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার ॥ ১২ ।

১। পরবোধিয়ে—প্রবোধিয়া, প্রবোধ দিয়া বা বুঝাইয়া।

"পরবোধি সযতনে"—পাঠান্তর। গীতচিন্তামণির পাঠ—"পরবোধি সে যতনে"।

২। পিয়া—প্রিয়। হিয়—হিয়ায়, হৃদয়ে।

৪। বিধুর কোলেও কুমুদিনী মলিন হইল!

৫-৬। "না না" বলিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া জলধারা ঝরিতে লাগিল রাই শয্যার এক প্রান্তে শয়ন করিয়া রহিল।

৭। বিনি খোরি—না খুলিয়া।

৮। সেহ ভেল থোরি—তাহাও অল্প হইল।

৯। আঁচল লইয়া মুখ আবৃত করে। "পর" স্থলে "উর" পাঠও দেখা যায়। তাহা হইলে মুখ ও বুক ঢাকে।

১২। মদনের অধিকার দিনে দিনে হয়, একেবারে হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়।

(৫)

বালা রমণী—রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥
সব সখি মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ ৪।
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ॥
বেরি এক কর ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥ ৮।
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহু রস সাগর, মুগধিনী নারী॥ ১২।

৩। শুতায়ল—শোওয়াইল, শয়ন করাইল। মেলি, মিলিয়া।

৪। মোড়ই—মোড়ে—আবৃত করে। কোরে—কোলে।

৬। নিধুবাবুর গানে—"ভুজঙ্গ-শিশু যেমন মন্ত্রৌষধি মানে না।" কাল ভুজঙ্গ পাঠও দৃষ্ট হয়, উহা প্রশস্ত নহে।

৭। বেরিএক—একবার। ধনী একবার চক্ষু বুজিয়া থাকে।

৮। যথা ভারতে "রোগী যেন নিমথায় মুদিয়া নয়ন"—

১২। মুগধিনী—মুগ্ধা অজ্ঞান। তুমি রসের সাগর, রমণী অজ্ঞান। পদকল্পলতিকায়—দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পরে ও তৃতীয়ের পূর্ব্বে এই দুইটী পঙ্‌ক্তি অধিক আছেঃ—

"সুখ নাহি পায়ল বেদন সার। শুকয়া ভোকে জনু থোর আহার॥" পদকল্পলতিকার ভণিতার পরে—"শুন বরকান, বালা রমণী উহ, তুহ রসিক সুজান॥"—আছে।

(৬)

কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা ॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুটল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার ॥ ৪

১। সাঙরি—সোঙরি, স্মরণ করিয়া। ঝামরি—(এখানে ভক্ষণার্থক ঝাম ধাতু হইতে) উপভুক্ত সুতরাং নিষ্পেশিত বা বিমর্দ্দিত; ঝামরি-দেহা— নিষ্পেশিত হইয়াছে দেহ যার। ঝামর বা ঝামরি শব্দের অর্থ—দলিত, মর্দ্দিত, শুষ্ক, মলিন, ঝামার ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ।

২। নয়লি—নওল—নূতন। ৩। সুরঙ্গ—হিঙ্গুল; সুন্দর।

৩। পঙার—প্রণালী। এই শব্দের অর্থ 'প্রবাল'ও হয়। বস্তুতঃ 'শ্রাবণ' শব্দের অপভ্রংশে যেরূপ 'সাঙন' শব্দ হইয়াছে প্রবালের অপভ্রংশে সেইরূপ 'পঙার' হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন "প্রণাল" শব্দ হইতেও "পঙার" হইয়াছে, তাহার অর্থ পয়ঃপ্রণালী। অদ্যাপি মৈথিলীতে 'পণার' ও বাঙ্গালায় "পগার" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

"রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার"—২৬৬
"নয়ন লোরে বহল পঙার"
"বসন লুটাএল সুরঙ্গ পঙারে"—বিদ্যাপতি।

—58 p. Part II. Journal, A. S. B. Ex. No. 1882. প্রভৃতি স্থলে প্রবাল অর্থ কোন ক্রমেই খাটে না। আবার পদকল্পতরুতে—

"দুধক পরশে, পঙার ধবল ভেল"—২৫৭।
"নাসা তিসফুল, অধর পঙারকুল."—১০৬০।
"পঙারক মাঝে গাঁথল গজমোতি।"—২৮৫৫

প্রভৃতি অংশে পঙার অর্থে প্রবাল ভিন্ন অন্য কিছু খাটে না। এখানে "প্রবাল" অর্থই প্রশস্ত।

৩-৪। সুন্দর অধর যেন রসশূন্য প্রণালের মত দেখাইতেছে। অর্থাৎ যে অধর সর্ব্বদাই রসসিক্ত থাকিত এখন তাহা জলশূন্য প্রণাল-বৎ রসহীন বা

রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর ॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি তুহু পূরবক পুণে ॥ ৮।
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে ॥

---

(৭)

কি কহব যে সখি রজনী কি বাত।
বহু দুঃখে গোঙায়নু মাধব সাথ ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে বদন দিয়া বধয়ে পরাণ ॥ ৪।

শুষ্ক হইয়াছে। অথবা—হিঙ্গুলের ন্যায় সুলোহিত অধর, যেন নীরস প্রবালের ন্যায় দেখাইতেছে। —এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

৫। রঙ্গ—রমণীয়। গোর—গৌর, লোহিত। ৬। ধরল—রাখিল, "রাখা" অর্থে "ধরা" এখনও অনেক অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অদ্যাপি "কোথায় রাখিব?" না বলিয়া অনেক স্থানে লোকে "কোথা ধরিব?" বলে। ধৃ-ধাতুর স্থিতি অর্থ সংস্কৃতে প্রশস্ত।

৬। যেন সোনার কটোরা (বাটী) মাজিয়া রাখিয়াছে।

৭-৮। এক মাত্র গুণের নিমিত্ত তুমি প্রিয়তমের নিকটে গমন করিও না। অথবা—গুণে—ত্যাগে। একবার ছাড়া পাইয়াছ বলিয়া সে প্রিয়ের নিকটে আর যাইও না। তুমি পূর্ব্বের পুণ্যফলে ফিরিয়া আসিয়াছ। পুণে—পুণ্যে। এই কবিতায় "সুরঙ্গ" অর্থে "রঙ্গ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। গোঙায়নু—যাপন করিলাম।

নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তুহু মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি॥

---

(৮)

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর রাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥ ৪।
হেরইতে, দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ-মতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস কেলি॥ ৮।

৫। পরচার—প্রচার। ৮। তবু নাহি মান—তবু শুনে না।
৯। মুগুধিনী—অজ্ঞান। লুবধ—লুব্ধ, লোভী।

১-২। সখি কি বলিব, সে নাগররাজ যাহা করিল, বলিতে লজ্জা করে।
৩। মঝু—আমার। পহিল—প্রথম, নূতন।
৪। দোতি—দূতী। ৬। সেই লুব্ধমতি তাহার উপর আক্রমণ করে।
৭। বেলি—বেলায়, সময়ে।

হঠ করি নাহ করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সঙ্গিনী সমাজ॥
জানসি তব্ কাহে করসি পুছারি।
সো ধনি যো থির তাহে নেহারি॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥

(৯)

পুছমো এ সখী পুছমো তোয়।
কেলিকলা রস কহবি মোয়॥
কেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলক মিটি গেলহি দূর॥ ৪।

৯। নাহ—নাথ, পতি। হঠ করি—জোর করিয়া।

১০। এই সঙ্গিনীগণের নিকটে সে কথা আর কি বলিব? "সখিনী" পাঠও অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হইল।

১১। জান, তবে কেন জিজ্ঞাসা কর? পুছারি—(প্রচ্ছ ধাতুজ)—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন।

১২। ধনি—ধন্য। যে তাহাকে দেখিয়া স্থির থাকে সেই ধন্য।

১৪। প্রথম বিলাস ঐরূপই হইয়া থাকে।

১। পুছমো—(প্রচ্ছধাতু লট আমঃ পৃচ্ছামঃ-শব্দজ) জিজ্ঞাসা করি। এখানে এক বচন স্নুতরাং পৃচ্ছামি। ৪। মিটি—মৃত্তিকা, মাটী।

কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিহ্ন্ ॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল ॥ ৮।
আলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি ॥ ১২।

---

(১০)

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে ॥
অলপ বয়স হাম কানুসেঁ তরুণা।
অতিহু লাজ ডর অতিহু করুণা ॥ ৪।
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুঃখ দেলি ॥

৫। পদকল্পলতিকায়—“কুন্তলকুসুমসব” পাঠ আছে।
৬। ভিন ভিন—ছিন্ন ভিন্ন। ৭। অবুঝ—নির্ব্বোধ ; অবুধ পাঠও আছে।
৮। হায় হায় শম্ভু ভগ্ন হইয়া গেল।
৯। আলসহি—আলস্যে। ১০ বা—বাতাস।
১২। রসিক মুরারি সর্ব্ব রস গ্রহণ করিয়াছে। পদকল্পলতিকায় “লূটল” পাঠ আছে।

২। তাক পরবোধে—তাহার প্রবোধে, তাহার আশ্বাস বাক্যে।
৩। কানুসেঁ তরুণা—কানু অপেক্ষা বয়সে ছোট।
৪। করুণা—(করুণ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে) কোমলা। অতিহু—অতিশয়।

হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥ ৮।
দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় মঝু উঠল কাঁপি ॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই ॥ ১২।
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা ॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে ॥ ১৬।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারি।
তুহু সচেতনী লুবধ মুরারি ॥

৫। যামিনী—রজনীতে। লুপ্তসপ্তমী; পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

৭। বল প্রকাশে রস হইল। আমার জ্ঞান হরণ করিল, বা আমি জ্ঞান হারাইলাম। হয়, হাম অর্থে আমার, না হয়, হরল—ণিজন্তার্থক—হারাইলাম।

১০। আমার হৃদয় তখন কাঁপিয়া উঠিল। মঝু—আমার। পদকল্পলতিকায় মাঝে পাঠ আছে।

১১-১২। কাঁদিয়া (রোই) নয়নে বারি দেখাইলাম তথাপি কানু নিবৃত্ত হইল না। উপশম—নিবৃত্তি।

১৩। মন্দা—দুষ্ট; কৃষ্ণের প্রতি তিরস্কারোক্তি। শঠ আমার অধর রসহীন করিয়া দিল।

১৪। রাত্রে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ছাড়িয়া দিল। “রাহু গরাসে নিশিতে জনু চন্দা”—এরূপ পাঠও কোন কোন পুস্তকে পাওয়া গেল।

১৫-১৬। কুচযুগে নখ-প্রহার করিল (দিল); কেশরী যেমন গজকুম্ভ বিদীর্ণ করে।

১৮। তুহু সচেতনী—তুমি সংজ্ঞা বিবর্জ্জিত হও নাই।

(১১)

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই।
সো রস সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাই হোয়ল কয়ল যে শাতি।
মদন লতা জনু দংশল হাতী॥ ৪।
কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছল কত পূরবক ভাগি।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল, পহিল সম্ভেদ॥

---

(১২)

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥

১। গোই—গোপন করিয়া, বুজাইয়া, সঙ্কুচিত করিয়া।

৩। শাতি—শাস্তি। ৪। মদন-লতা—ধুতুরাগাছ, ময়নাগাছ, কণ্টক বৃক্ষ বিশেষ। দংশল—দংশিল, ভক্ষণ করিল। হাতী বা হস্তী যেন মদন-বৃক্ষ ভক্ষণ করিল। উক্ত বৃক্ষের কণ্টকে হস্তীর ক্লেশ মাত্র সার হইল, ভোজন সুখ হইল না।

৫-৬। অনুকূল নাগর আবার কতই কাকুতি করিল, তথাপি আমার পাপ হৃদয় ভুলিল না। "সদা পরাঙ্গনা-পরাঙ্মুখত্বং"—প্রভৃতি অনুকূল নায়কের লক্ষণ। অথবা কত অপ্রতিকূল বচনে কাকুতি করিলাম, তথাপি সেই পাপহৃদয় (নায়ক) আমাকে ভুলিল না; কিম্বা, তবু সে, পাপহৃদয় যে আমি, আমাকে ভুলিল না;—প্রভৃতি অর্থও হয়।

৭-৮। আমার কত পূর্ব্বের ভাগ্য ছিল, তাহারই ফলে ফিরিয়া আসিয়াছি।

১০। সম্ভেদ—মিলন।

সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লই ॥ ৪।
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই ॥ ৮।
কি বা সে বচন অমিয়া-মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ ॥
সো ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে ॥ ১২

(১৩)

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে ॥

৫। ছন্দ—প্রকার। ৬। রভসে—আনন্দে। অন্যান্য অর্থ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।
৭। সোই—সে।
৮। মোই—আমাতে, এখানে আমার।
৯। অমিয়ামিঠ—অমৃতের সমান মিষ্ট।
১০। ভাঙর ভঙ্গিম—ভ্রূভঙ্গী। দিঠ—দৃষ্টি।

১। জীউ—জীবন। ২। যেন নব কমলের উপর ভ্রমর বসিয়াছে। করু ঝাঁপে—আচ্ছাদন করিয়াছে।

টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পণার॥ ৪।
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥

---

(১৪)

এ সখি এ সখি লই জনি যাহ।
মুঞি অতি বালী সো আরত নাহ॥
পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥ ৪।

৩। গীমক—গলার। মোতিমহার—মুক্তাহার।

৪। কেমন সুন্দর প্রণাল রুধিরে ভরিয়াছে! প্রথম ছত্রের সহিত এই ছত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৃতীয় ছত্র স্বতন্ত্র, নতুবা রূপক স্পষ্ট হয় না। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

১০। আগুণে পুড়িলে আবার আগুণের প্রয়োজন হয়।

১। জনি—যেন না। "জনির"—যেন, পাছে, যেন না এই তিন অর্থে প্রয়োগ পাওয়া যায়। পাঠান্তর "লইঞা না যাহ।"

২। বালী—বালা, বালিকা, তরুণী। গীতাচিন্তামণির পাঠ—"মুঞি অতি বালিক অবনত নাহ"। "অনুরত নাহ" পাঠও দৃষ্ট হয়। আরত—রতি বা আশক্তি বিশিষ্ট, অনুরক্ত। নাহ—নাথ।

৩-৪। জীউ—জীবন। কাঁচা—যাহা ফুটে নাই। ঝাঁপ—আক্রমণ।

দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর॥
মাইহে কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভান।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান?

---

(১৫)

থরহরি কাঁপল লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ॥
আজ ধনী পেখনু বড় বিপরীত।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত॥ ৪।
সুরতক নামে মুদই দুই আখি।
পাওল মদন মহোদধি সাখি॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কা।
মিল লহু চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা॥ ৮।

৫। ঝাঁপল—ঢাকিল। চীর—বস্ত্র। ৬। ডগমগ—টলটল।

৭। মাই হে—মাগো, আক্ষেপ উক্তি। জীবনের কি শাস্তি সহ্য করিতে হয়। "মো ইছে কি"—এরূপ পাঠও দেখিলাম। অর্থ—আমার ইচ্ছায় কি।

৮। পাপ রাত্রি কোন্ বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছে?

৯। ভান—ভাব। তখনক—তদানীন্তন, সেই সময়ের।

১০। প্রভাত হয় কে দেখিতে পায় না? গীতচিন্তামণিতে ভণিতা নাই।

৬। সাখি—সাক্ষী, এখানে সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ পাইল, দেখিতে পাইল। মদন মহোধধি—কাম-কুণ্ড, কন্দর্পের সাগর।

৭। চুম্বনের সময় মুখ ফিরায়, বা বক্র করে। বঙ্কা—বক্র।

৮। চাঁদ যেন পদ্মকে অঙ্কে পাইল। পদ্ম যেমন চন্দ্র সমাগমে সঙ্কুচিত হয়, রমণীও সেইরূপ নাগর-সমাগমে সঙ্কুচিত হইল।

নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী ॥
জানল মদন ভাণ্ডারক চোরি ॥
ফুয়ল বসন, হিয়া ভুজে বহু সাঠি।
বাহিরে রতন আচরে দেই গাঁঠি ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কি বুঝব বল, হরি।
তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি ॥

---

(১৬)

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহার মনোরথ পূর ॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিছারি।
বড় তুহু ঢীট বুঝলু বনমালি ॥ ৪।

৯। গোরী, গোরি—সুন্দরী।

১০। মদন ভাণ্ডারের চুরি জানিতে পারিল। গীতচিন্তামণিতে "ঠোরি" পাঠ দৃষ্ট হইল।

১১। ফুয়ল—আলুলায়িত, উন্মুক্ত। সাঠি—সাঁটিয়া, দৃঢ় করিয়া।

১১-১২। কাপড় খোলা, কিন্তু হাত দিয়া বুক খুব আঁটিয়া রহিয়াছে। রত্ন বাহিরে—কিন্তু আঁচলে গ্রন্থি (গাঁঠ বা গেরো) দিতেছে।

১৪। তলপ—তল্প, শয্যা, গৃহ, ভার্য্যা,—এই তিন অর্থ লইয়াই এক এক প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পরিরম্ভণ বেরি—আলিঙ্গন সময়ে। গীতচিন্তামণিতে এই ভণিতা নাই।

৪। বনমালী (বনমালিন্!) বুঝিলাম তুমি বড় শঠ।

হামারি শপথ যদি হেরহু মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥
বিহর সে হরষি, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সহব হি হামার পরাণ॥ ৮।
কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ পরিজন পাশ॥ ১২।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিব সিংহ লছিমা পরমাণ॥

---

(১৭)

রতি সুবিশারদ তুহুঁ, রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান॥

৫। মুরারি যদি দেখ আমার দিব্য। ৬। আমি অল্প অল্প গালি পাড়িব।

৭। আনন্দে বিহার কর দেখিয়া লাভ কি? কাম—কার্য্য, কাজ।

৮। আমার প্রাণে তাহা সহিবে না।

৯-১০। এমন ব্যাপার কোথাও শুনি নাই। দীপ জ্বালিয়া লইয়া বিহার করে!

১১-১২। নিশ্বাস ফেলিবে পরিজনে শুনিতে পাইবে। পরিজন সমীপে ধীরে ধীরে বিহার করিও।

এইটী ও ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সাতটী কবিতা বিদ্যাপতির রচিত কিনা তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে এই সংগ্রহটী পাছে অসম্পূর্ণ থাকে এই ভয়ে এ গুলিও সংগৃহীত হইল।

১। তুমি রতি বিষয়ে পণ্ডিত, মান রক্ষা কর।

২। বাঢ়িলে—পূরিলে, পূর্ণ হইলে। তোহে—তোমাকে।

এবে সে অলপ রসে না পূরব আশ।
থোরি সলিলে তুয়া না যাব পিয়াস ॥ ৪ ।
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ চান্দ কলা সম রীতি ॥
থোরি পয়োধরে না পূবব পাণি।
না দিহ নখ রেহ হরি রস জানি ॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত ॥

(১৮)

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বর নারী ॥
তুঁহুত নাগর গুরু হাম অগেয়ান।
কেলি কলা সব তুহুঁ ভালে জান ॥ ৪ ।

৩-৪। এখন অল্পরসে আশা পূর্ণ হইবে না, অল্পজলে তোমার পিপাসা যাইবে না।

৫। নিতি—নিত্য, প্রতি দিন। প্রত্যহ যদি অল্প অল্প চাহ।

৬। প্রতিপদের চন্দ্রকলার সদৃশ রীতি, অবলম্বন কর।

৭-৮। ক্ষুদ্র পয়োধরে হাত (পাণি) পূরিবে না। রস বুঝিয়া, নখের রেখা দিও না।' অর্থাৎ তাহাতে নখাঘাত করিয়া রস-হানি করিও না।

১। হঠ—বল প্রকাশ। লুবধ—লুব্ধ, সঞ্জাতলোভ।

২। তোমার অনুরাগে রমণী জীবন ধারণ করিতে পারে না।

শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাহুড়াব মদন বাহুড়াব কোই ?
আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই ॥ ৮।
লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল।
অরু বেরি বেরি করহি কর জোর ॥
দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে।
কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে ॥ ১২।
দরশন পরশন দ্বয় অনিবারে।
মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে ॥
এত দিনে সখী সব আছিল ঠাট।
অবহি মদন পঢ়ায়ব পাঠ ॥ ১৬।

৫। ধনী অতি ক্ষীণ বা দুর্ব্বল হইয়া মুখ ফিরাইয়া (বিমুখি) শয়ন করিল।

৬। বাহুড়াব—ফিরাইবে। কোই—কে।

৭। গোই—গোপন করিয়া; ধরু—ধরে।

৮। বাদলের বা বর্ষার ভয়ে শশী ব্যক্ত বা প্রকাশিত হইল না।

৯। লগ—(১) বাক্য; (২) নিকটে, কাছে। বাক্যনিঃসরণ হয় না, কথাও শুনে না। অথবা—কাছে সরিয়া আসে না, কথাও শুনে না।

১০। আর বার বার হাতে হাত যোড় করে।

১১। দুই হাতে চাপিয়া জীবন ধন সঞ্চিত করিয়া রাখে, অর্থাৎ লুকাইয়া রাখে অন্য কাহাকেও হাত দিতে দেয় না।

১২। কুচ-কঞ্চুলিকা বিফলে বন্ধন করে। কাঁচে—কঞ্চন করে, বাঁধে; কনচ বা কানচ্ ধাতু (ভ্বাদি আত্মনেপদী) অর্থে বন্ধন করা।

১৪। মুহির—কন্দর্প। যেন রত্ন ভাণ্ডার কন্দর্পে আবৃত বা অচ্ছন্ন করিল।

১৫-১৬। এতদিন কেবল সখীরাই সঙ্গিনী ও সহচারিণী ছিল, এখন হইতে

বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি॥

(২১)

পরিহর, মনে কছু না কর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয় পাশ॥
দূর কর দুরমতি, কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়॥ ৪।
তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ?
তিল এক মুদি রহু দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥ ৮।
চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার॥

মদন পাঠ পড়াইবে। ঠাট—অনুচর-শ্রেণী, সৈন্যশ্রেণী।

১৮। তরসি—বলে, বলপূর্ব্বক। অথবা, তরস্বী—বলবান্, বলিষ্ঠ। ঠেলি—ঠেলই, ঠেলে।

১। পরিহর—ত্যাগ কর। এই রূপ "ক্ষমা দাও," "ছেড়ে দাও" প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম্য উক্তি এখনও নানাস্থানে প্রচলিত আছে। তরাস—ত্রাস।

২। সাধস—সাধ্বস, ভয়। চলু ইত্যাদি—প্রিয়তমের নিকটে চল।

৭-৮। পূর্ব্বে ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩-৪। তোমাকে বলিলাম—দুর্ম্মতি দূরকর, দুঃখ বিনা কখনও সুখ হয় না।

৯। শিঙ্গার—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ১০। এহিসে—ইহাই।

(২২)

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়।
তিরিবধ পাতক লাগয়ে তোয় ॥
তুহুঁ রস আগর নাগর ঢীট।
হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ ॥ ৪ ।
রস পরসঙ্গে উঠয়ে মঝু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনু কয়লহি ঝাঁপ ॥
অসময়ে আশ না পূরই কান।
ভালজন না করে বিরস পরিণাম ॥ ৮ ।
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ।
ফলহুঁ না মিঠই হোয়ত কাঁচ ॥

১-২। হে হরি, যদি বলপ্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমার স্ত্রী হত্যার পাতক হইবে।

২। তিরিবধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা। লাগয়ে—লাগিবে, হইবে।

৩। ঢীট,—চতুর, শঠ। রস-আগর—রসে অগ্রগণ্য, অগ্রণী, রসিক।

৪। তীত—তিক্ত, "তেতো"। মীঠ—মিষ্ট।

৫। কাঁপ—কম্পন,। রসের প্রসঙ্গে আমার হৃৎকম্প হয়।

৬। যেন হরিণী বাণে, অর্থাৎ বাণবিদ্ধ হইলে, লাফাইয়া উঠে। ঝাঁপ,—ঝম্প, লম্ফ। মৈথিল ক্রিয়া "ঝাঁপই" হইতে লুকান অর্থও হইতে পারে। এখানে তাহা প্রশস্ত নহে।

৭। হে কানাই অসময়ে আশা পূর্ণ হয় না। কান—কানাই। কাম পাঠে অর্থ—অসময়ে কাম আশা পূর্ণ করে না।

৮। ভাল লোকে পরিণাম বিরস করে না।

৯। সাঁচ—সত্য, ঠিক। ১০। কাঁচ—কাঁচা, অপক্ক।

১০। অপক্ক ফলও মিষ্ট হয় না।

(২৩)

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ ॥
অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বলে নাহি লেও ত জীবন হামার ॥ ৪।
আরতি না কর কানু না ধর চীর।
হাম অবলা অতি রতি রণ ভীর ॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপধনে দারিদ তিয়াস ॥ ৮।
মাধবি মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অনুকূল ॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম ॥ ১২।
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান ॥

১-২। গুরু, পাঁচ-বাণ বা মদন, তরল নয়ন শরের অস্থিরসন্ধান নূতন শিখাইয়াছে (নবীন শিখায়ল।) তরল—চঞ্চল।

৩। অগেয়ানে—অজ্ঞানে। কোন—কে।

৪। আমার জীবন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিও না।

৫। আরতি—এখানে আগ্রহ প্রকাশ। চীর—বস্ত্র।

৬। রতি রণ ভীর—রতি সমর ভয়ে কাতর। ভীর,—ভীরু, ভীত।

৭। লেশ না পূরব—লেশ মাত্রও পূরিবে না।

৮। দারিদ—দরিদ্র। তিয়াস—তৃষ্ণা, পিপাসা।

৯। মাধবি—মাধবে, বৈশাখ মাসে বা বসন্তকালে। মুকুলিত—অর্দ্ধ মুদ্রিত ও অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত। ১০। ভোখিল—ক্ষুধিত। ১২। সংশয় ঠাম—সংশয়স্থলে।

১৪। মাতল করী—মত্ত হস্তী।

(২৪)

সকল সখী পরবোধি কামিনী
আনি দিল পিয়া পাস।
জনু ব্যাধবন্ধে বিপিনসোঁ মৃগী
তেজই তীখনি শাস॥ ৪।
বৈঠলি শয়ন সমীপে সুবদনী
যতনে সমুখ না হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশদিশ
দেলি মনমথ ফোয়॥ ৮।

১। পরবোধি—প্রবোধিয়া, বুঝাইয়া। ২। পাস—নিকটে।

৩-৪। যেন বন হইতে (বিপিনসোঁ) সমানীত মৃগী ব্যাধ-বন্ধনে ঘন ঘন (তীখনি, তীক্ষ্ণ) নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—"যনু বান্ধি ব্যাধা বিপিনে সোমৃগী তেজই তীখনি শাস॥" মহাজন রাধা মোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা—"যথা বিপিনে ব্যাধ বদ্ধা হরিণী তীক্ষ্ণ নিশ্বাসং মুঞ্চতি।"

৬। যত্ন করিলেও সম্মুখবর্ত্তী হয় না।

৭-৮। অর্থ বড়ই অস্পষ্ট। শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা—"ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মনঃ সুরততৃষ্ণাযুক্তং ভূত্বা দশদিক্ষু ভ্রমণং কৃত্বা মদনং ফুৎ-করোতি হে মদন অস্যামাবির্ভাবং কুরু যেন মৎকার্য্যসিদ্ধির্ভবতি, বহু ফুৎকারে-ণাবির্ভাবস্তস্যা নকৃতঃ অতঃ সুতরাং কামস্য কঠিনত্বং॥" শ্রীকৃষ্ণের মন সুরত তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া দশদিকে ভ্রমণ করিয়া মদন-ফুৎকার প্রদান করিল, অর্থাৎ এই মদন মন্ত্র পাঠ করিল—হে মদন এই নারীতে আবির্ভূত হও তাহাহইলে আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে। বহু ফুৎকারেও মদনসঞ্চার হইল না বলিয়া পরবর্ত্তী-চরণে "কঠিন কাম" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এ ব্যাখ্যা মূল হইতে সহজে সিদ্ধ হয় না, সম্ভবতঃ লিপিকরের প্রমাদ বশে মূলে পাঠের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিবে।

কঠিন কাম্ কঠোর কামিনী
মানে নাহি পর বোধ।
নিবিড় নীবি-বন্ধ কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ॥ ১২।
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি
কতিহু নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে পরাণ পরিহরে
পূরব কি রীতে আশ? ১৬।
কান্ত কাতর কত হু কাকুতি
করত কামিনী পায়।
প্রাণ পীড়ন রাই মানই
বিদ্যাপতি কবি গায়॥ ২০।

৯-১০। কাম কঠিন, কামিনীও কঠোর, কেহই প্রবোধ মানে না।

১২। নিরোধ—প্রতিরোধ, নিগ্রহ। নীবিবন্ধ উন্মোচন, বা কঞ্চুকাপসরণ, কি অধর সুধাপান, প্রত্যেক কার্য্যেই কামিনী বাধা দেয়, সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যই কঠিন—কবি তাহাই বলিতেছেন। নিবিড়—দৃঢ়।

১৩। গাত—গাত্র; সর্ব্বাঙ্গ সুদৃঢ়রূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত। ১৪। কোথাও, প্রকাশ বা ফাঁক নাই।

১৫-১৬। হাত ধরিতেই প্রাণত্যাগ করে, কি রীতিক্রমে বা কিরূপে আশা পূর্ণ হইবে?

১৯। রাই প্রাণ পীড়ন মনে করে।

অভিসার।

(১)

করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা।
অমল তড়িত দণ্ড, হেম মঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥ ৪।
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে।
ভাঙ লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ বিধুবর ভালে॥ ৮।
নলিনী চকোর, সফরী সব মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন, জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি,
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি॥ ১২।
কনক-মুকুর, শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা, জিনি কুন্দ করগবীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥ ১৬।

১। সঙ্কেতগৃহে চলিল। ৭। ভ্রমরের পরিবর্ত্তে "জিনিয়া" পাঠও দৃষ্ট হয়।

১২। বিশেখি—বিশেষি (প্রকর্ষ-বাচক।)

১৫। করগবীজ—করকবীজ, দাড়িম্ব বীজ। এই স্থলে একটী কথা বলিব।

বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরি,
কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।

কোন টীকাকার লিখিয়াছেন—ইহা "করঙ্গ-বীজ" শব্দজাত ও ইহার অর্থ নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু। করঙ্গ শব্দই কখন শুনি নাই, করঙ্ক শুনিয়াছি। করঙ্কেরই বা প্রয়োজন কি? "করক" বলিয়া যে একটী শব্দ আছে তাহা "করগ" হইয়াছে, কাক—কাগ, বক—বগ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন বালকেরাও বুঝিতে পারে। "করক" শব্দটা মনে পড়িলে উক্ত টীকাকারের আর একটী উপকার হইত; তাহা হইলে তিনি এ স্থানে 'নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু'— অর্থ পরিত্যাগ করিতেন। উহার দাড়িম্ব অর্থ পাইলে, দশনের সহিত কবি যে তুলনা করিয়াছেন তাহা বুঝিতেন, পর-চরণস্থ কণ্ঠ লইয়া তাঁহাকে এত টানাটানি করিতে হইত না। রাধিকার গলগণ্ড হইয়াছিল ভাবিয়াই বোধ হয় টীকাকার বাবু কণ্ঠের সহিত হুঁকারখোলের ও কমণ্ডলুর তুলনা অনুভব করিয়াছেন। বস্তুতঃ মুদ্রিত করা দূরের কথা—এরূপ অর্থ মনুষ্যে কল্পনাতেও আনিতে পারে—আগে শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না।

"কুন্দ করগবীজ, নিন্দি সুশোভিত
অতিশয় দন্ত সুছন্দ।"—পকত ১৯৬৬।
"কুন্দ করগবীজ জিনি দ্বিজলাবণি"—পকত ১৯৬০।

এইরূপ সহস্র সহস্র কবিতায় (দাড়িম্ববীজ) করকবীজের সহিত দন্তের তুলনা করা হইয়াছে। এখানে উক্ত মহাত্মার বোধ সৌকর্য্যার্থে বলা উচিত আমাদিগের উদ্ধৃত শেষ উদাহরণে "দ্বিজ" শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণ" বা "পক্ষী" নহে—'দ্বিজ' অর্থে দন্ত।

১৭। কটরি, কটরা—বাটী। কোন মহাত্মা অর্থ ঠিক করিতে না পারিয়া ঈষৎ পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কটরি শব্দটীকে "কটক" করিয়া লইয়া তাহার অর্থ "শিখর" লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাতে তিনি আরও ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহার কৃত "গিরি-কটক"—অর্থে গিরিশিখর বা পর্ব্বতের চূড়া কোন ক্রমেই হয় না, গিরি-নিতম্ব বা পর্ব্বতের মধ্যদেশ হইতে পারে।

বাহু মৃণাল, পাশ বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা ॥ ২০ ।
লোমলতাবলী শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা ।
নাভি সরোবর, সরোরুহদল জিনি,
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥ ২৪ ।
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদপাণি ।
নখ দাড়িম বীজ, ইন্দু, রতন জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী ॥ ২৮ ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা ।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা ॥ ৩২ ।

সুতরাং কবির তুলনা একেবারে মাটী হয়। একটু মনোযোগ করিলেই হইত।

১৯। কোন কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে "পাশ" শব্দের পরিবর্ত্তে "ভুজ" পাঠ ছিল—ইহা রাধামোহন ঠাকুর বলিয়াছেন আমরা সেরূপ কোন পাঠে দেখিলাম না।

২২। তরঙ্গিণী-রঙ্গ—তরঙ্গিণীর রঙ্গ অর্থাৎ তটিনীর তরঙ্গলীলা।

২৭। ইন্দু ও রতন দুটিকে এক কথা করিয়া লইলেও চলে। ইন্দুরত্ন—অর্থে মুক্তা। মুক্তেন্দুরত্নমিতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

৩২। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী—এই দশ অবতার চির প্রসিদ্ধ। রাজা শিবসিংহের গুণ-রাশি দর্শনে কবি তাঁহাকে বিষ্ণুর একাদশ অবতার বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

(২)

নব অনুরাগিনী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥ ৪।
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥

কবিবর প্রভৃতি গীতে সুন্দরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উৎকর্ষ বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত কবিতাটী দেখিলে কবির তুলনা হৃদয়ঙ্গম হইবে :—

সুন্দরীর কি কি	কি জিনিয়াছে।
দেহ	তড়িত দণ্ড, ও হেম মঞ্জরী।
কুন্তল	জলধর, তিমির, ও চামর।
অলকা	ভৃঙ্গ ও শৈবাল।
ভাঙ-লতা (ভ্রূ)	ধনু. ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী।
ভাল (কপাল)	আধ বিধুবর (অর্দ্ধচন্দ্র)
আঁখি	নলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী ও খঞ্জন।
নাসা	তিলফুল ও গরুড়-চঞ্চু।
শ্রবণ	গৃধিনী (গৃধ্র)
মুখ	কনক-মুকুর, শশী ও কমল।
অধর	বিম্ব ও প্রবাল।
দশন-মুকুতা	কুন্দ, করকবীজ।
কণ্ঠ	কম্বু।

সুন্দরীর কি কি	কি জিনিয়াছে।
কুচ	বেল, তাল, হেমকলস, গিরি ও কটরি (কটোরা।
বাহু	মৃণাল পাশ ও বল্লরী।
মধ্যদেশ (মাঝা)	ডমরু ও সিংহ।
লোমলতাবলী	শৈবাল ও কজ্জল।
ত্রিবলী	তরঙ্গিণী রঙ্গ।
নাভি	সরোবর, সরোরুহদল।
নিতম্ব	গজকুম্ভ।
উরু	কদলী ও করিবরকর (হস্তীর শুণ্ড।)
পদ ও করতল	স্থলপদ্ম।
নখ	দাড়িম্ববীজ, ইন্দু ও রত্ন (অথবা ইন্দুরত্ন)
বাণী	পিক।

৩-৪। একাকিনী চলিল—পথ বিপথ মানিল না।

কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থ হি তেজল সগরি॥ ৮।
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার॥ ১২।
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরি আন॥ ১৬।

৭। মুদরি—মুদ্রিত করিয়া, সঙ্কুচিত করিয়া। এখানে খুলিয়া, উন্মোচন করিয়া।

৮। সগরি—সগর, সকল। ৭-৮। কর হইতে কঙ্কণ উন্মোচন করিয়া পথে সকলি পরিত্যাগ করিল।

ভার বোধে হার পরিত্যাগ করিয়া এবং ঝঙ্কার ভয়ে কঙ্কণ ও মঞ্জীরাদি অলঙ্কার পথে ফেলিয়া রাধা অভিসারে চলিলেন।

১২। হেরি—হেরই, দেখে। উজিয়ার—উজ্জ্বল।

১১-১২। রজনী ঘোর তিমিরময়ী কিন্তু মন্মথ প্রভাবে উজ্জ্বল দেখিল। পাঠান্তরে "মনমথ হিয়ে উজিয়ার"। অর্থাৎ হৃদয়ে মদন উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

১৩। বিঘিনি—বিঘ্ন। বিথারিত—বিস্তারিত। বাট—পথ। ১৪। প্রেমের বা প্রেমরূপ অস্ত্রে কাটিল।

১৫। বিদ্যাপতি মন জানে, বা মনের ভাব বুঝিতেছে।

১৬। ঐরূপ আর দেখা যায় না।

(৩)

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥ ৪।
বিহি পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥ ৮।
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই, লখই নাহি পারা॥

১। রয়নি, রৈনী—রাত্রি। পদকল্পলতিকায় "রাতি" এই পাঠ দৃষ্ট হইল। কেহ কেহ এক শূন্য ভুল দেখিয়া তিলের তাল-প্রমাণ টীকা করিয়াছেন।

৩। সরণা—সরণি, পথ। পথ ভীষণ-সর্প-সঙ্কুল।

৫-৬। বিধাতার পদে তাহাকে ত্যাগ বা সমর্পণ করিতেছি, সুন্দরী নির্ব্বিঘ্নে অভিসার করুক। পদকল্পলতিকার পাঠ—

"এবিহি তুয়া পায় করি পরিহার।"

"বহি পায়ে করি পরিহার" পাঠে অর্থ এইঃ—বহি, উহা, বা ঐ বিঘ্ন পায়ে বা পদদ্বারা ঠেলিয়া দিয়া—ইত্যাদি। তথা—

"ভুজগ ভরল পথ, কুলিশ শত শত কত কত বিঘিনি বিথার।
বামচরণে ঠেলি কুলবতী-গৌরব কুঞ্জে করলু অভিসার॥"
প, ক, ল, উৎকণ্ঠিতার ৩য় গীত।

৭। মহী—পৃথিবী। পঙ্কা—পঙ্কময়ী, পঙ্কিল।

৮। বিঘ্ন বিস্তারিত রহিয়াছে, (দেখিলে মনে) ভয় হয়।

৯-১০। দশদিক ঘোর অন্ধকার। চলিতে পদস্খলন হয় (খলই) দেখিতে (লখই) পাওয়া যায় না।

সব যোনি পালটি ভুলালি।
আওত মানবী ভানত লোলি ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবধু পরাভব সহই ॥

---

(৪)

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি ॥

১১। পালটি—ফিরিয়া দেখিয়া, চাহিয়া। সব-যোনি—এখানে সর্প পিশাচাদি সর্ব্ব প্রাণী।

১২। মানবী ভানত—মানবীর ভাণ করিয়া; রূপ ধরিয়া। লোলী—লোলা, লক্ষ্মী।

১১-১২। 'সুন্দরী ফিরিয়া দেখিয়া সকল জীবকে ভুলাইয়াছে। লক্ষ্মীদেবী যেন মানবীবেশে আসিতেছেন।

এই কবিতাটী শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাপ্রকাশক। প্রথমে রাধা আসিতে পারিবেন না ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ অস্থির হইয়া নানাপ্রকার বিঘ্ন কল্পনা করিতেছিলেন, পরে রাধাকে আসিতে দেখিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিলেন—যেন লক্ষ্মী সকলকে বিমোহিত করিয়া মানবীরূপে আবির্ভূত হইতেছেন।

১৪। প্রেমেই কুলবধু পরাজয় সহ্য করে। অর্থাৎ কুলবধু সকল প্রকার বিঘ্ন ও বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল প্রেমেরই নিকটে পরাজিত হয়।

বটতলার পদকল্পতরুতে "আওত" কথার পরিবর্ত্তে "আওএ" এবং কুলবধুর পরিবর্ত্তে কুলবতী পাঠ দৃষ্ট হয়। পদকল্পলতিকার পাঠে শেষ পঙ্ক্তিটি এইরূপ :—"প্রেম লুবধ জন পরাভব সহই।"

১। আঁচরে—অঞ্চলে। ঝাঁপহ—আবৃত কর, ঢাক, পাঠান্তরে ঝাঁপায়হ। গোরী—সুন্দরী।

২। শুনইছে—এইস্থলে স্মিথ কোম্পানির সংস্করণ ও তদনুকরণে সারদাচরণ বাবু ও অক্ষয় বাবুর সংস্করণে "রাহু করয়ে জনু চান্দকি চোরি।" পাঠ

ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয় ॥ ৪ ।
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি ॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দুর সমীপ বসায়ল মোতি ॥ ৮ ।
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেশ ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ওযে কলঙ্কী তুহু নিষ্কলঙ্ক ॥ ১২ ।
রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক ॥

প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কি হস্তলিপি কি মুদ্রিত কোন প্রাচীন গ্রন্থে ঐ সুন্দর পাঠটী পাইলাম না বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অর্থ করিতে না পারা, বা ভ্রান্তি, লঘু অপরাধ, পাঠ পরিবর্ত্তন গুরুতর অপরাধ।

১-৪। সুন্দরি আঁচলে মুখ ঢাক। ইহার অর্থ—মুখ চুরি করা চাঁদ, সুতরাং লুকান কর্ত্তব্য। রাজা (এই) চাঁদ চুরির কথা শুনিয়াছেন। তিনি ঘরে ঘরে যে প্রহরী রাখিয়া গিয়াছেন তাহারা এখনি তোমাকে পাইবে। যোয়, যো,—যে।

৫। বিজোরি— বিজলী, বিদ্যুৎ। হাসিয়া বিদ্যুচ্ছটা প্রকাশ করিও না।

৬। বাণীক ধ্বনি—কথার শব্দ। থোরি—অল্প, মৃদুভাবে।

১০। জনি—যেন না; যদি—অর্থও প্রশস্ত।

(৫)

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥ ৪।
কামিনী কয়ল কতয়ে প্রকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আনহি করি ছন্দ॥ ৮।
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ॥ ১২।
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥

২। এখনও রাজপথে পুরজন জাগিয়া আছে জগন্মণ্ডলে অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে।

৩। সোয়াথ—(সোয়াস্তি-স্বস্তি)-শান্তি। লেহ—স্নেহ, প্রণয়। লেহ, নেহা প্রভৃতি ণেহ ও স্নেহ শব্দজ। প্রাকৃত প্রকাশ ৩-৬৪ দ্রষ্টব্য।

৫। রমণী কতই রীতি অবলম্বন করিল।

৭। ধম্মিল্ল—খোঁপা। ধামিনী পাঠও দেখা গেল। উহা নিরর্থক।

৭-৮। খোঁপা এলাইয়া (লোল করিয়া) চূড়া (ঝুট—ঝুঁটী) বাঁধিল এবং পরিধেয় বস্ত্রের অন্য প্রকার বিন্যাস করিল।

৯-১০। কাপড়ে কুচ ঢাকা গেল না, তাই হৃদয়ে বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিল।

১২। না চিহ্নই—চিনিতে পারিল না। ১৩। ধন্দ—ধাঁধা, সন্দেহ।

বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ কেলি॥ ১৬।

বসন্ত-লীলা।

(১)

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥ ৪।
নৃপ আসন নব পীঠলপাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥ ৮।

২। মধবীলতার দিকে অলিকুল ধাবিত হইল। ভ্রমর মাধবীলতার পথ অনুসরণ করিল।

৩। পৌগণ্ড—পোগণ্ড, ৫ হইতে ১০ বর্ষ বয়স্ক শিশু।

এখানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত। সূর্য্যের কিরণ দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ শীতে প্রথম অবস্থায় ছিল, বসন্তে বৃদ্ধির দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। গ্রীষ্মে সূর্য্য কিরণের যৌবন, ও শীতে শৈশব কল্পনা করিয়া বসন্তকালে কবি উহার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৪। কেশর-কুসুম—বকুলফুল। ধয়ল—ধরিল।

৬। কাঞ্চন-কুসুম—চম্পকপুষ্প।

৭। অম্রমুকুল তাহাতে কিরীট স্বরূপ হইল। ৮। সমুখহি—সম্মুখে।

শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষমন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ॥ ১২।
কুন্দ বিল্লি তরু ধয়ল নিশান।
পাটল তুল অশোক দলবান॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥ ১৬।
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥ ২০।
নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

৯-১০। অলিকুল যন্ত্র স্বরূপ হইল, ময়ূর সকল নাচিতে লাগিল ও অন্য দ্বিজগণ (পক্ষী) আশীর্ব্বাদ মন্ত্র পড়িতে লাগিল। (দ্বিজের ব্রাহ্মণ অর্থ হয় বলিয়া আশীষ শব্দের সার্থকতা হইল।)

১৩-১৪। পাটল (পারুলবৃক্ষ), শিমূল, দলবান্ অশোকতরু, কুন্দ ও বিল্লি-বৃক্ষ (বেলা বা বেলফুলের গাছ) নিশান ধরিল। বল্লী পাঠও দৃষ্ট হয়।

অথবা—

১৪-১৬। পারুল. শিমূল, (তুল, তূর, তূঁর, শিমুল) দলবান্ অশোক, কিংশুক, ও লবঙ্গলতাকে একসঙ্গে দেখিয়া শিশির বা শীত ঋতু পলায়ন করিল। এই অর্থই সঙ্গত বোধ হইল।

১৫। কিংশুক—পলাশ বৃক্ষ। ১৫-১৬। একত্র কিংশুক ও পলাশের সন্নিবেশ দেখিয়া, শিশির ঋতু আগেই ভঙ্গ দিল, অর্থাৎ সময়ের পূর্ব্বেই পলায়ন করিল।

১৮। সবহুঁ—সমস্তই।

১৯। মধুমক্ষিকাকুল সৈন্যরূপে সাজিয়া শীতের সমস্তই নির্ম্মূল করিল—পদ্মের উদ্ধার-সাধন করিল; (পদ্ম) প্রাণ পাইয়া নিজ নবদলে (ঐ মধুমক্ষিকা-গণকে) আসন দান করিল।

(২)

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন ময়লানিল
মাতল নব অলিকুল ॥ ৪ ।
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দীপুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম-বিভোর ॥ ৭ ।
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নবরসে কাননে ধায় ॥ ১১ ।
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ১৫ ।

১। পাঠান্তর—নবীনলতাগণ।

৫। নওল কিশোর—নবীন যুবক, নব-নাগর।

৬। কুঞ্জবন শোভন—পাঠান্তর।

১০। উনমাতই—উন্মত্ত করিয়া।

১৫। মাতি—মাতই, (ণিজন্তার্থক ; মাতিয়া নহে, মাতাইয়া।) মাতাই—মাতায়, উন্মত্ত বা মোহিত করে।

১৪-১৫। নিত্য নিত্য ঐরূপ নূতন নূতন বিলাস বিদ্যাপতির চিত্ত বিমোহিত করে।

(৩)

মধুঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥ ৪।
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥ ৮।
মধুর নটন-গতি ভঙ্গ।
মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১২।

---

(৪)

ঋতুপতি রাতি রসিক বর রাজ।
রসময় রাস রভস-রস মাঝ॥

১। পাঁতি—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। ৬। মধুর রস—শৃঙ্গার রস। ৭। সুমধুর স্থলে মধুর পাঠও দৃষ্ট হয়।

৯। নটন—নৃত্য। গতি-ভঙ্গ—চলিবার ভঙ্গী। অঙ্গসঞ্চালনের ভঙ্গিমা।

১০। নটিনী—নটী। নর্ত্তক-নর্ত্তকীর রঙ্গ। পাঠান্তরে সঙ্গ।

১। রাজ—রাজই, শোভা পাইতেছে। ২। রভস-রস—আনন্দরস।

১-২। বসন্ত নিশায়, রসময় রাসের আনন্দ রসমধ্যে রসিকবর শোভা পাইতেছে।

রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই।
রাস রসিক সহ রস অবগাই॥ ৪।
রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত-রাগিণী-রমণ বসন্ত॥ ৮।
রটতি রবাব মহতীক পিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান॥ ১২।

৩-৪। রসবতী রমণীগণের মধ্যে রত্ন স্বরূপ ধনী রাই, রাস রসিক যে কৃষ্ণ তাঁহার সহিত রসে অবগাহন করিতেছে।

৪। অবগাই—অবগাহই, অবগাহন করিতেছে।

৫। নটই—নৃত্য করিতেছে। ৬। রটই—বাজিতেছে।

৫-৬। সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিণীরা নাচিতেছে, সুতরাং কঙ্কণ ও কিঙ্কিণীর রুনু রুনু শব্দ হইতেছে।

৭-৮। থাকিয়া থাকিয়া (মধ্যে মধ্যে) শৃঙ্গার রসোদ্দীপক রাগিণীগণের পতি যে রসপূর্ণ বসন্ত রাগ—তাহারই রচনা (আলাপ) করিতেছে।

৯। রবাব—বেহালার ন্যায় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। মহতীক—মহতী-নামক একপ্রকার বীণা। রটতি—বাজিতেছে। (লট্ তি।)

পিনাশ—পিনাক যন্ত্র; কোদণ্ডাকৃতি বাদ্যযন্ত্র। এই শব্দের পিনাক, পিনাথ, পিনাষ, পিনাস প্রভৃতি রূপ ভেদও দৃষ্ট হয়। তথা, পদকল্পতরুতে—

"বীণ রবাব মুরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্রলেই করয়ে বিলাস॥" জ্ঞানদাস। ১৫৫৪।

কপিনাশ নামে কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র আছে—ইহা কেবল আধুনিক কোন প্রভুর টীকাতেই দেখিলাম। অন্য কোথাও শুনি নাই!

(৫)

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ॥ ৪।
ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥ ৭।
বীণ, রবাব, মুরজ, স্বরমণ্ডল,
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব ॥ ১১।
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত
মালতী মাল বিথারল মোতি।

২। নটতি—নৃত্য করিতেছে। কলাবতী—নৃত্যগীতাদি চৌষট্টিবিদ্যায় বিভূষিতা রমণী।

৩। হস্তদ্বারা তালনির্দেশক ধ্বনি করিতেছে। তাল দিতেছে।

৪। ডম্ফ ও মাদল—বাদ্যযন্ত্রের নাম। ৫। মঞ্জীর—নূপুর।

৬। কনক ও মণিমণ্ডিত বলয় ও কিঙ্কিণীর মৃদুধ্বনি।

৭। উতরোল—উচ্চ শব্দ। নিধুবনে রাসলীলায় (নানাপ্রকার গীত-বাদ্যধ্বনির মিশ্রণে) অতিশয় উচ্চ শব্দ হইতে লাগিল।

৮। স্বরমণ্ডল—একপ্রকার তারের যন্ত্র। স্বরমণ্ডলিকা একপ্রকার বীণা।

১১। রাব—শব্দ। "একু রাব" পাঠও দৃষ্ট হয় তাহার অর্থ একতান সমস্বর অর্থাৎ পরস্পর সাপেক্ষ শব্দ।

১২-১৩। বিলোলিত কবরীতে সংযুক্ত মুক্তা ও মালতীমালা বিস্তৃত করিল—খুলিয়া ফেলিল।

সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোঁতি ॥ ১৫।

মান।

---

(১)

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেম ঘট হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত ॥ ৩।
তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়।
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয় ॥
হামারি বচনে যদি নহু পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত ॥ ৭।

১৫। হোঁতি—হইতেছে। বিদ্যাপতির চিত্তে ক্ষোভ জন্মিতেছে। তিনি আপনাকে যথোচিত বর্ণনে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া দুঃখিত হইতেছেন।

১। সঞ্জাত—সংযত, কৃত-সংযম। করহ সঞ্জাত, (মন) সংযত করি।

২-৩। তোমার কুচরূপ হেমঘট ও হাররূপ ভুজঙ্গী তদুপরি-কর স্থাপন করি।

৪। পরশ করি কোয়—কাহাকেও স্পর্শ করিয়া থাকি।

৫। তোমার হার রূপ সর্পে আমাকে দংশন করিবে।

৬। নহ পরতীত—প্রতীতি না হয়, প্রত্যয় না কর। ৭। শাতি—শাস্তি। যে দণ্ড উচিত হয় তাহারই বিধান কর।

ভুজপাশে বান্ধি, জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥ ১১।

---

(২)

ছোড়ল আভরণ মুরলি-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস॥
জাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥ ৪।
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥ ৮।

৮। তাড়ি—তাড়না করিয়া। ১০। উর-কারাগারে—বক্ষঃস্থলরূপ কারাগৃহে। জয়দেব, মধুসূদন প্রভৃতি অন্যান্য কবিগণের কবিতাতেও এই ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

১-২। (মাধব) ভূষণ ও বংশী-বাদন পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন সেই পীতবাস পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।

৩। জাক, যাক—যাহার। ঝুরয়ে—অশ্রুবর্ষণ করে।

৪। এখন তাহার মুখ দেখিতেছ না।

ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥ ১২।
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হোয় সমুচিত॥

---

(৩)

তোহারি বিরহ- বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন
ক্ষণে নাম ধরে তোর॥ ৪।
রামা হে তো বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি
জগত-দুলহ লেহ॥ ৭।
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগল
শুনই দেখই তোয়।

৯। সঙ্গাতি, সঙ্গতি—সংহতি। প্রেম সঙ্গাতি—প্রেমমিলন, প্রণয়সমাবেশ।
১১-১২। মানিনি আজি যদি কান্তকে ত্যাগ বা পরিহার কর, একান্ত কাঁদিয়া (রোই) জন্ম কাটাইতে হইবে। ১৪। তেজি—ত্যাগ করা।

১। বাউর—(বাতুল শব্দজ) পাগল। হিঃ—বাউরা।
৫। রমণি—তোমার বড় কঠিন-হৃদয়।
৭। জগদ্দুর্লভ প্রণয়। ৯। শুতই পাঠও দৃষ্ট হইল।

না ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয় ॥ ১১ ।
কত পরবোধি না মানে রহসি
না করে ভোজন-পান।
কাঠ মুরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৫ ।

---

(৪)

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ ॥ ৪ ।

১০-১১। না ঘরে না বাহিরে কোথাও ধৈর্য্য ধরে না। পথ পানে চাহিয়া কাঁদিতে থাকে।

১২। রহসি—নির্জ্জনে। নির্জ্জনে কত বুঝাই (পরবোধি) তথাপি প্রবোধ মানে না। "নিরখই সোই"—"নিরখই রই" প্রভৃতি পাঠও দৃষ্ট হয়।

১৪। কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় (ঐরূপ) আছে।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে দুই একটী বর্ণগত বিভিন্নতা মাত্র উপলক্ষিত হইল।

১-২। তিল আধ—তিলার্দ্ধ। তিলার্দ্ধ দিবস যৌবন রাখিবে—সকল দিবসই বহিয়া যাইবে। অর্থাৎ যৌবন অল্প দিনের জন্য, চিরদিন থাকিবে না; দিনেরও শেষ হইয়া যাইবে।

সুন্দরি হরির্বধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥ ৭।
বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ লখি দেই।
তুহুঁ ধনী গুণবতী, উধার গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই ॥ ১১।
লাখ-লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৫।

৫। সুন্দরি তুমি হরি বধ পাপ ভাগী হইলে।

৬। সোই—সে। আন নাহি ভাবই—অন্য কিছু ভাবে না।

৭। তোমার বিরহই কাল (হইল।); তুয়ালাগি—তোমার জন্য এখানে তোমার। অপ্রশস্তপক্ষে লাগির অর্থ—লাগই, লাগিল, এখানে হইল—করিলেও চলে।

৮। মাহা, মাহ—মাঝে, মধ্যে। ডুবইতে আছয়ে—ডুবিতেছে।

৯। লখি দেই—দেখিতে দাও। দেই, দেহি দাও। বটতলার পুস্তকে নখ দেই পাঠ দৃষ্ট হইল—তাহার অর্থ—নখ দিয়া।

১০। উধার—উদ্ধার কর। তুমি ধনী অশেষ গুণ সম্পন্না, গোকুল পতিকে উদ্ধার কর।

১১। যশো লেই—যশঃ গ্রহণ কর। যশ লইয়া—অর্থও করা যায়।

১২-১৪। লক্ষ লক্ষ নাগরী যে কানুকে দেখিলে সে দিন (অর্থাৎ দর্শন দিবস) শুভ বলিয়া মনে করে, সেই (কানু) তোমার অভিমানের জন্য আকুল।

(৫)

সখি হে না বোল বচন আন।

ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু

যৈছন কুটিল কান॥ ৩।

কাঠ কঠিন কয়ল মোদক

উপরে মাখিয়া গুড়।

কনয়া কলস বিখে পুরাইয়া

উপরে দুধক পূর॥ ৭।

কানু সে সুজন হাম দুরজন

তাহার বচনে যাই।

হৃদয় মুখেতে এক সমতুল

কোটিকে গুটিক পাই॥ ১১।

যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি

সে ফুলে ধরসি বাণ।

১। সখি অন্যরূপ কথা বলিও না। অর্থাৎ আমি যাহা বলিতেছি তাহার আর প্রতিবাদ করিও না।

৪-৫। কঠিন কাষ্ঠের উপরে গুড় মাখিয়া মোদক বা মোয়া করিয়াছে। অর্থাৎ কানুরূপ মোয়ার উপরিভাগে গুড় মাখান ভিতরে কঠিন কাষ্ঠ।

৬। বিখে—বিষে। ৬-৭। সোনার কলসী বিষে ভরিয়া উপরে দুধের পূর দিয়াছে।

৮-৯। কানুই সুজন, আমি তাহার কথায় গমন করিয়াছি বা তাহার কথা শুনিয়াছি সুতরাং আমি দুর্জ্জন বা দোষী।

১১। কোটিকে গুটিক—এক কোটীর মধ্যে একজন।

১২। যে ফুল ফেলিয়া দাও সেই ফুলেই পূজাকর, আবার সেই ফুলেরই বাণ ধারণ কর।

কানুর বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৫৭

---

(৬)

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই ॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।
আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই ॥ ৪।

দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ ছত্রের পরিবর্ত্তে বটতলার পুস্তকাদিতে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইল :—

"দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে
সহজে চপল কান।
স্ফটিক যোগেশ্বরে যে ফুলে পূজয়ে
সে ফুলে প্ররয়ে বাণ ॥ ১৫।
যাহার হৃদয় যেমন স্বরূপ
তাহা ছাপি নাহি রয়।
এ সব চাতুরী বুঝিতে না পারি
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥ ১৯।"

বিস্ময়ের বিষয় এই যে হস্তলিখিত যে কয়েক খানি পুথি দেখিয়াছি তাহার এক খানিতেও এরূপ পাঠ পাই নাই।

এই কবিতাটী প্রথম মিলন ও সখীশিক্ষা অনুচ্ছেদের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেই ভাল হইত। আমরা পূর্ব্ব মহাজনগণের পদানুসরণ করিলাম।

১-২। গোপীগণের মধ্যে থাকিয়া হরি বড় গরবী হইয়াছে, সুতরাং এরূপ ব্যবহার করিও যাহাতে শত্রু না হাসে।

৩। চাই—চাহই, দেখিয়া। ৪। তুয়া চতুরাই—তোমার চতুরতা।

পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি॥ ৮।
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানয়বি মোয়॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে জনু লাগ॥ ১২।
সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥ ১৬।

---

(৭)

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাহ নিকটে সখী কয়লি পয়াণি॥

৭। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাত উলটাইয়া কুশল বিজ্ঞাপন করিও। পদ কল্পলতিকার পাঠে "খেম" দৃষ্ট হইল। উহার অর্থও ক্ষেম, কুশল।

৮। বান্ধবি—বান্ধিবে। বচন বন্ধন করিও না—অর্থাৎ কথায় যোগ দিওনা, আলাপ বা উত্তর প্রত্যুত্তর করিওনা। সেয়ানি—চতুরা।

১২। সেসময়ে যেন হৃদয়ে লাগে এইরূপ জানাইবি।

১৩-১৪। সখীগণের গণনা করিতে, অর্থা সখীদিগের মধ্যে তুমিই বুদ্ধিমতী তোমাকে আর চতুরতা কি শিখাইব?

১। শুনইতে—শ্রবণ করিয়া। ২। নাহ—নাথ, প্রেমিক পুরুষ। কয়ল পেয়াণি—প্রয়াণ করিল, গমন করিল।

দূর সঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি॥ ৪।
হেরইতে নাগর আওল তহি।
কি করহ এ সখি, আওল কাহি॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সো মানিনী ঠাম॥৮।
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ॥

---

(৮)

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহু না কহসি বাণী॥
ঐছন লহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হোয় সমুচিত॥ ৪।

৩-৪। সখী দূর হইতে নাগরকে দেখিয়া আর এক দিকে চাহিয়া ফুল ছিঁড়িতে লাগিল।

৫-৮। দেখিয়া নাগর সেই দিকে আসিল। (জিজ্ঞাসা করিল) সখি এখানে কেন আসিয়াছ? কি করিতেছ! আমার কিছু কথা শুন। তুমি যদি একবার সেই মানিনীর নিকটে বল। অর্থাৎ আমার হইয়া তুমি সেই মানিনীকে বিনয় করিয়া বলিবে চল।

৯। এক খানি পুস্তকে—"শুনি চলে সোধনী নাগরী পাশ।" পাঠ আছে। ঐ পাঠটী সুন্দর হইলেও অন্য কোথাও দৃষ্ট হইল না।

২। এত বিপদেও তুমি কথা কহিতেছ না।

৪। অবকে—এখন, এইক্ষণে।

তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহু কাসঞে সাধবি মান॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তু সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥ ৮।
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥

---

(৯)

হরি পর সঙ্গ না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী ভয়া মাধব লাগে॥
যাকর মরমে বৈঠে বর-নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥ ৪।

৩ কাসঞে—কাহার সহিত। সাধবি—সাধিবে।

৭। তোমাকে কে কোমল হৃদয়া বলে?

৯-১০। এখন যদি মাধবের সঙ্গে না মিলিত হও তাহা হইলে বিদ্যাপতি কথা কহিবে না।

১। আমার অগ্রে বা সম্মুখে হরির প্রসঙ্গ করিও না, কথা তুলিও না।

২। আমি মাধবের জন্য নাগরী হইনাই। ভয়া—হয়া, হইয়াছি।

৩-৪। হে বরনরি বা সুন্দরি! (সখীসম্বোধন) সে যাহার মর্ম্মে বা হৃদয়ে বাস করে অর্থাৎ যাহার মনে অনুরাগ সঞ্চার করে, তাহার সহিতই দিন দুই চারি প্রণয় করে। ঘরমে পাঠও দৃষ্ট হইল। তাহা হইলে অর্থ এইরূপ হইবে:—যাহার ঘরে সুন্দরী নারী থাকে তাহারই সহিত দিন দুই চারি "পীরিতি" করে।

পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥ ৮।
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব॥
হাম যদি জানিতু কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥ ১২।
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারী।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥ ১৬।

৫। পহিলহি—প্রথমে। বোল—কথা। ৬। পড়িগেনু ভোল—বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ভোল, ভোর—বিহ্বল।

৭। আন—অন্য, আর। ৮। ভরমে—ভ্রমে। ৯। যতদিন জীবন থাকিবে। ১০। হরির দিকে চাহিয়া জল খাইব না।

১১। জানিতু—জানিতাম। ১২। তাহা হইলে কি তাহার সঙ্গে চিত্ত-বন্ধন করি?

১৩। বিবাধ—(বি + বাধ, + ভাবে ঘঞ) বন্ধন, অবরোধ, পীড়ন, নিগ্রহ।

১৩-১৪। হরিণী স্বজন নিগ্রহের কথা বিশেষরূপ জানে, তবুও ব্যাধের গান শুনিতে ইচ্ছা করে।

১৬। জল খাইয়া (শেষে) কি জাতি বিচার করিতেছ।

(১০)

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥ ৪।
নীরস অরুণ কমলবর বয়নী।
নয়ান ক লোরে বহি যাওত ধরণী॥
ঐ ছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি॥ ৮।
অবনত বয়নী উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল॥

১-২। অবনত বদনা নখদিয়া ভূতলে লেখে; যে শ্যাম নাম কহে তাহাকে (তাহারদিকে চাহিয়া) দেখে না।

৩। অরুণ—রক্তবর্ণ। বিগলিত—আলুলায়িত।

৩-৪। রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিয়াছে, কেশ আলুলায়িত—অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াছে, বস্ত্র আবৃত করিয়াছে।

৪। অলঙ্কার পরিত্যাগ করিল—পরিচ্ছদ আচ্ছাদন করিল।

৫। মলিন-বদনা। অরুণ নীরস বা নিষ্প্রভ হইলে কমল-বর যেরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় সুন্দরীর বয়ান বা মুখও তদ্ভাবাপন্ন।

৬। নয়নের জলে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে।

৭-৮। ঐরূপ সময়ে বনদেবী আসিয়া বলিল চল সূর্য্যের পূজা করিগে। সূর্য্য, শিব প্রভৃতি দেব পূজার ছলে বনমধ্যে কৃষ্ণ রাধিকার মিলন হইত। ইহা গীতান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

৯। উতর—উত্তর, জবাব।

(১১)

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর ॥ ৪।
মানিনি! আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর ॥ ৭।
কিয়ে গিরি-বর কনয়া-কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালক-চন্দ ॥ ১১।
এ কর কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা ॥ ১৫।
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি 'শুনহ যুবতী
কানুর করহ হিত ॥ ১৯।'

১। ঝাঁপসি—ঢাকিতেছ। ৩। পুরুষ বধের ভয় কর না।
৮-১৩। হৃদয়ের উপরে বাল-চন্দ্র বেষ্টিত শিব, কি গিরিবর কি কনক কটোরা রহিয়াছে, তা দেখিয়া সন্দেহ হয়। বিধি যদি বাম না হন্—এ কর-কমলে উহা স্পর্শ করিতে চাহি।

(১২)

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উদয় কত তারা।
চান্দ আন হি অবতারা॥ ৪।
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী-চয় লখি না লখি॥
শুনি ধনি মনো-হৃদি ঝুর।
তব হি মনহি মনপূর॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি ভৈ গেল॥

---

(১৩)

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ॥

২। কি অপরাধে পরিচয় পরিত্যাগ করিতেছ।

৩। উদয়—উদই, উদিত হয়, উঠে। ৪। আন—অন্য, স্বতন্ত্র। চন্দ্র ভিন্ন অবতার। গগনে কত তারা উঠে কিন্তু চন্দ্রের অবতরণ বা প্রাদুর্ভাব আর এক প্রকার। ৫। বিশেখি—বিশেষি, বিশেষ করিয়া।

৬। লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীকে দেখিয়াও দেখি না। লক্ষ্মীর সমান রূপবতী লক্ষ রমণীকে দেখিয়াও দেখি না। ৭। শুনিয়া ধনীর মনোপ্রাণ কাঁদিতে লাগিল।

৮। তখন মনে মন পূরিয়া গেল।

১। বর নাহ—সুন্দর নাগর। নাহ—নাথ। করু—করে।

বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥ ৪।
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে, চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড় ঠাঢ়ি বদন পুন জোয়॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব্ দুর্জ্জয় মান॥

---

(১৪)

পীন কঠিন কুচ কনয়া কটোর।
বঙ্কিম-নয়নে চিত হরি নিল মোর॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥ ৪।

৩। কান—কানাই। ৪। বাঢ়য়ে—বাড়ে, বর্দ্ধিত হয়।

৬। নিকসয়ে—বহির হয়। কথা বাহির হয় না।

৮। ঠাঢ়ি, থাড়ি—দণ্ডায়মান থাকিয়া। জোয়—জোহে; ঔৎসুক্যের সহিত অবলোকন করে; অনুসন্ধান করে। (মৈথিলী)

১। পীন—স্থূল। কনয়া কটোর সোণার বাটীর সদৃশ। বটতলার পুস্তকে পাঠ—"পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর।"

এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ না করহ মহত রাখ মোর॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার।
মদন-বেদন হাম সহই না পার॥ ৮।
ভণহু বিদ্যাপতি তুহু সব জান।
আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ-সমান॥

---

(১৫)

শুন মাধব! রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতন হি কত পরকারে বুঝায়নু
তবু ধনী উতর না দেল॥ ৩।
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী॥ ৭।

৬। মহত—মহত্ব, মান, সম্ভ্রম। আমার সম্ভ্রম রক্ষা কর। হঠ—বল; অত্যাচার; অন্যায়, অবিমৃশ্যকারিতা।

২। পরকারে—প্রকারে। ৩। উতর—উত্তর।

৫। কাণে দুই হাত ঢাকিয়া রাখে। অর্থাৎ দুই হাতে কাণ ঢাকিয়া রাখে—নাম শুনিতে চাহে না।

৬। যে তোমার প্রণয় সর্ব্বদা নূতন নূতন বোধ করিত সে এখন তোমার কথাও শুনিতে চাহে না।

৭। শুনয়ে—পদামৃত সমুদ্রের পাঠ "পুছয়ে।"

তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল,
ধয়লহি রাইক আগে ৮।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥ ১১।
হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধা রহ কান ॥ ১৫।

---

(১৬)

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল
উপরহি ঝকমকি সার ॥ ৩।

৮। কেশ, কুসুম, তৃণ ও তাম্বুল প্রেরণে কৃষ্ণ এই সঙ্কেত করিয়াছেন যে—"অপরাধ করিয়াছিলাম তজ্জন্য কেশমুণ্ডনেও প্রস্তুত আছি ক্ষমা, করিয়া, অনুরাগ প্রেরিত কুসুম গ্রহণ কর। দন্তে তৃণ করিয়া বলিতেছি এরূপ অপরাধ আর কখন করিব না; আমার প্রণয়ের ও তোমার ক্ষমার নিদর্শন স্বরূপ এই তাম্বুল গ্রহণ কর।"

১২। বোধ হয় তাহার অন্তর বজ্রের সারভাগের ন্যায় কঠিন।

১৫। কানাই—আপনি সরল থাকিও। সিধা—সোজা, সরল।

এই কবিতাটী পদকল্পলতিকায় গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত। স্থানে স্থানে পাঠেরও প্রভেদ দৃষ্ট হইল। পদকল্পতরুতে এই কবিতাটী দুই স্থানে আছে।

১। গোঙার—মূর্খ, অরসিক। ২। কাটারি—কর্ত্তরিকা, ছোরা, দা। কামে নাহি আয়ল—কার্য্যে আসিল না।

আঁখি দেখাইতে কোপে, ধাস খসল
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিংগলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে ॥ ৭।
পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়ল
সো কিয়ে জান রতিরঙ্গ।
মধু যামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপ গোঙারক সঙ্গ ॥ ১১।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির নহে গোঙারে।
তুহু গোঙারিণি সহজে আহীরিণী
সো হরি না করু পুছারে ॥ ১৫।

---

(১৭)

কাঞ্চন-জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ ॥

৪। ধাস—ধাসা, গিরি। খসল—খসিল, স্খলিত হইল। ৫। ক্রোধে (আরক্ত) নেত্র প্রদর্শন মাত্র দুই দুর্গম পথে কেন পাহাড় খসিয়া পড়িল? (??)
৬। শিংগলি—শিমূল, শাল্মলী। চন্দন ভ্রমে শাল্মলীকে আলিঙ্গন করিলাম—কাঁটায় শেল রহিয়া গেল। ৮। পশুর মাঝে যে জীবন যাপন করিয়াছে।
১৩। থির—স্থির। সে স্থির, গোঙার নহে।
১৫। পুছারি—উপেক্ষা, পীড়ন। সেই হরিকে উপেক্ষা বা পীড়ন করিও না। (পীড়নার্থক পিছ বা প্রমাদার্থক পুছ ধাতু হইতে।) জিজ্ঞাসা অর্থ প্রশস্ত নহে।

১-২। স্বর্ণ বর্ণ ফুল ফুটিয়াছিল, সুতরাং রত্ন ফলিবে বলিয়া আশা বাড়াইয়াছিলাম।

তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝানি সার ॥ ৪ ।
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক পিরীতি মরণ অধীন ॥
হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল ॥ ৮ ।
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গূল নহত সমান ॥

---

(১৮)

অরুণ পূরবদিশ বহল সগর নিশ
গগন মগন ভেল চন্দা ।

৩। তাকর—তাহার। তাহার মূলে দুধের ধারা ঢালিয়াছি, (সামান্য জল ঢালি নাই।)

" সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাত্ত্ ঝনঝনায়তে ॥"

৬। দুর্জনের প্রণয় মৃত্যু অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। অথবা কুজনের সহিত প্রণয় করিলে মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।

৮। লাভের জন্য আসল ডুবিয়া গেল।

১০। কুকুরের লেজ কখন সমান হয় না। বাঁকাই থাকে।

এটি মিথিলায় প্রচলিত প্রকৃত মৈথিলী কবিতা। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে মৈথিলী ভাষায় জ ও য, ন ও ণ, ই ও ঈ, শ ও ষ, অ ও য় প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুসারে হয় না। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব ভাবে মৈথিলী ভাষা সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখা আবশ্যক।

মুনি গেল কুমুদিনী তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ অরবিন্দা ॥ ৪ ।
কমল বদন কুবলয় দুই লোচন
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর কুসুম তুঅ সিরজল
কিঅ দঈ হৃদয় পখাণে ॥ ৮ ।
অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি
হৃদয়হার ভেল ভারে।
গিরি সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপনুব তুঅ ব্যবহারে ॥ ১২ ।
অবগুণ পরিহরি হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
বিদ্যাপতি কবি ভাণে ॥ ১৬ ।

৩। মুনি—মুদি। তইও—তেমনি। তোহর—তোর।

৪। মুনল—মুদিল, মুদ্রিত হইল। ৬। মধুরি—মধুর, মাধুরীযুক্ত।

৭। তুঅ—তোমার, তোর। সিরজল—সৃজিল, সৃষ্টি করিল।

৮। তোমার সকল শরীর কুসুমে নির্ম্মাণ করিয়া পাষাণে কি হৃদয় গড়িয়াদিল? শৃঙ্গার শতক ও রসতরঙ্গিণী তুলনা কর।

অসকতি—অশক্ত। পরিহসি—পর, পরিধান কর।

১০। গরুঅ—গুরু, ভারি। মুঞ্চসি—মোচন অর্থাৎ ত্যাগ করিতেছ।

১২। অপনুব—অপরূপ ১৩। অবগুণ—অপ-গুণ—ক্রোধ বা মান। হরু—হরণ কর, শেষ কর।

২৪। অবধি—সীমা। বিহানে—প্রাতঃকালে। মানের সীমা হরণ কর অর্থাৎ মান ত্যাগ কর। "হরু" র পরিবর্ত্তে "করু" পাঠ ধরিলে অর্থের বিশেষ সুবিধা হয়। যথাঃ—এখন ক্রোধ পরিহার করিয়া প্রাতঃকালে মানের সীমা বা শেষ কর।

(১৯)

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন হীনে।
কি করব তপজপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥ ৪।
এ সখি বুঝিয়ে কহসি কটু বাণী।
ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই
এক দোষে বহু গুণ হানি॥ ৭।
গরল সহোদর গুরু পত্নী হর
রাহু বদন উগারা।
বিরহ হুতাশন বারিজি নাশন

১-৪। উত্তম কুলশীল বিশিষ্ট, ধনী সুরূপ যুবা লোচন হীন হইলে কি করিবে? দীনের প্রতি যদি করুণা না থাকে তবে তপ জপ দান ব্রত প্রভৃতি-তেই বা কি করিবে? অর্থাৎ এই এক এক দোষের জন্য অবশিষ্ট অশেষ গুণও বিফল হয়।

৬-৭। ঐ রূপ এক গুণ বহুদোষ নষ্ট করে ও এক দোষ বহু গুণের হানি করে। পদ কল্পলতিকার পঞ্চম হইতে সপ্তম ছত্র এই রূপ আছে:—

"হে সখী বুঝিয়ে কহসি কটু ভাষা।
ঐছন বহুগুণ এক দোষ নাশ
এক দোষ বহু গুণ নাশা॥"

৮। গরল-সহোদর—ক্ষীরোদ মন্থন কালে চন্দ্র ও গরল এক সমুদ্র হইতেই উঠিয়াছিল, সুতরাং শশীকে গরল সহোদর বলা হইয়াছে। গুরুপত্নী—বৃহস্প-তির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করিয়াছিলেন।

৯। রাহুর মুখ হইতে উদ্গারিত। ১০। বারিজি—বারিজ, পদ্ম। চন্দ্রোদয়ে পদ্মের সঙ্কোচ হয় সেই জন্যই চন্দ্রকে বারিজ-নাশন বলিয়াছেন।

শীল গুণে শশী উজিয়ারা॥ ১১।

পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে

কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।

সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক

বোলত মধুরিম বাণী॥ ১৫।

কানুক পিরীতি কি কহব এ সখি

সব গুণ মুল অমূলে।

বংশী পরশি শপথি শত শত

তবহি প্রতীত নহি বোলে॥ ১৯।

পুনঃ পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি

সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।

আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল

মোহে করল নিরাশে॥ ২৩।

অনলহু অধিক মো তনু দহই

রতি চীন দেখি প্রতি অঙ্গে।

১১। উজিয়ারা—উজ্জ্বল। ১৩। পানি—পান।

১৪। অবগুণ—অপগুণ, দোষ। ১৫। মিষ্টবাক্য বলিয়া।

১৭। সকল গুণের মূলই অমূলে বা অপকৃষ্ট মূলে।

১৮। শপথি—শপথ, দিব্য। ১৯। প্রতীত—প্রতীতি, প্রত্যয়।

২১। বিশোয়াসে—বিশ্বাস। ২৩। মোহে—আমাকে।

২৪। অনলহু—অনলেরও।

২৫। চীন—চিন্ন, চিহ্ন।

বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে ॥ ২৭।

---

(২০)

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি স্নেহ ॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ ॥ ৪

২৬-২৭। বিদ্যাপতি বলে জীবন বাহির হইবে তথাপি হরির সঙ্গে মিলিও না।

পদকল্পতরুতে এই কয়েকটী ছত্র অতিরিক্ত আছে :—

"সুন্দর সিন্দূর, নয়নক অঞ্জন,
সঞ্চর দশনক রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রভাত সময়ে দিল দেখা ॥"

পদামৃত সমুদ্রেও দুই একটী শব্দ-বিভেদ-সমন্বিত এই পাঠই আছে। এতদ্ভিন্ন নানাস্থানে ছত্র সন্নিবেশাদি জনিত ও ভণিতার অন্যরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে শেষ ছত্রদ্বয় এইরূপ :—" চম্পতি পৈড় কপূরযব না মিলব তব মীলব হরি সঙ্গে।" সাধু বৈষ্ণবগণ বলেন চম্পতি পৈড়, নারিকেল গাছ। কপূর্র মিলনে ডাবেরজল বিষ তুল্য হয়। যদি সেবনার্থ বিষ পাওয়া না যায় তাহা হইলেই হরির সঙ্গে মিলিব। অর্থাৎ তৎসঙ্গে মিলন অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল।

২। স্নেহ—স্নেহ। ৪। আনহি—অন্যের। ৩-৪। তুমি কেন সঙ্কেতের কথা কহিয়া অন্যের সহিত যামিনী যাপন করিলে।

কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঁঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক শেখর বরকান।
তুহুঁ সম মূরখ জগতে নাহি আন॥ ৮।
মাণিক তেজি কাচে অভিলাস।
সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস॥
ক্ষীর সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥ ১২।
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥

মানান্তে মিলন ও প্রেম-বৈচিত্র্য।

(১)

দূরে গেল মানিনী মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥ ৪।

১০। পিয়াস—প্রয়াস। ১২। ছিয়ে ছিয়ে—ছিছি। ৫। লেহ—স্নেহ।
এই কবিতাটী সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির নহে।

৪। প্রেমভরে সুন্দরীর তনু যেন স্তম্ভিত হইল।

নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশ্বাস ॥
কোরে আগোরল নাহ।
করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ ॥ ৮।
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান ॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহি মনোভব তব্ নাহি ভেল ॥ ১২।
তোড়ল যব নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ ॥ ১৬।

৭। নাহ—নাথ, শ্রীকৃষ্ণ। আগোরল—লইল, (আটকাইল)।

৮। পদকল্পতরুতে, 'কো' আছে আমরা 'করই' ধরিয়াছি। সঙ্কীর্ণ-রস-নির্ব্বাহ—মানান্তে সম্ভোগ; মানের শেষ হইলেও নারীগণের মন কিছুক্ষণ সঙ্কুচিত বা অপ্রসন্ন থাকে; সুতরাং তৎকালীন সম্ভোগ, সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কুচিতরূপে নির্ব্বাহিত হয়। (বৈষ্ণব গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।)

১০। সুন্দরী অতিশয় অভিমান করিয়াছিল বলিয়া মানান্তেও মনের সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে নাই, সেই জন্যই তাহার হৃদয় সরস হইয়াও বিরস ও নয়ন সজল।

১২। মনহি—মনে। তখনও মনে মনোভব হইল না, অর্থাৎ পূর্ব্ব মান হেতু বক্ষে হাত দেওয়াতেও মনোভবের (কামের) উদ্রেক হইল না।

১৩-১৪। যখন নীবিবন্ধ খুলিল হরির সুখে তখন অল্প অল্প (মন্দ) কামের উদ্রেক হইল।

(২)

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান॥ ৪।
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুজন মন মাহা মনসিজ গেল॥
দুহুঁজন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ৮।

(৩)

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি॥ ৪।
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই॥ ৮।

৬। দুইজনের মনোমধ্যেই মদন গেল, অর্থাৎ উভয়েরই কামোদ্রেক হইল।
৭। কোর—কোলে। ভোর, ভোল—বিহ্বল।

২। বিদগধ—বিদগ্ধ, সুরসিক। ৪। দারুণ শ্বশ্রূ তখন জাগিয়াছিল।
৮। চিরথাই—চিরস্থায়ী।

বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি বয়ানি ॥

---

(৪)

কহ কহ সুন্দরি রজনী বিলাস।
কৈছে নাহ পূরল তুয়া আশ ॥
কতহু যতনে বিধি করি অনুমান।
নাগর নাগরী কয়ল নিরমাণ ॥ ৪।
অখিল ভুবন মাহা তুহু বর নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি ॥
পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার।
লাখ বদন বিহি নাদিল হামার ॥ ৮।
আপনক গজমোতিহার উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি ॥

১০। মুখ ফিরিয়া কেন প্রিয়জনকে হৃদয়ে না লইলি ?

বটতলার পদকল্পতরুতে প্রথম ছয় ছত্র স্বতন্ত্র পদরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "আজুক রজনী কিয়ে কয়ল মুরারি" এই পাঠ ষষ্ঠ পঙক্তি স্থলে দৃষ্ট হইল। আর ২য় ছত্র স্থলেও "কৈছে ·রলি তুহু নাহক আশ।" আছে; পদামৃত সমুদ্রে—"কৈছন নাহ পূরায়ল আশ।"

পদকল্পলতিকায় তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ ছত্র পর্যান্ত নাই। পদামৃত সমুদ্রে ছত্র সন্নিবেশের বিভিন্নতা মাত্র দৃষ্ট হয়।

৭। পিয়া—প্রিয়। ৮। বিধাতা আমার লক্ষ মুখ দেন নাই। (একমুখে কি করিয়া বলিব ?)

৯। গজমোতি-হার—গজমুক্তারহার। উতারি—খুলিয়া।

করেধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর ॥ ১২।
ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দজলে পরিপূরল নয়ান ॥ ১৬।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ ॥

---

(৫)

তুহু রসময় তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল তুহুক না ভাঙ্গই জোর ॥
কে নাহি কয়ল কতহু পরকার।
তুহুজন ভেদ করই নাহি পার ॥ ৪।

১১। কোর—কোল। ১২। ফুয়ল—(ফুল্লশব্দজ?) আলুলায়িত। অক্ষয় বাবু "ফুয়ল"--অর্থে পুষ্পযুক্ত লিখিয়াছেন। "ফুয়ল কবরী উরে লোটায়"—জ্ঞানদাস (পকত ২৪০), "লোচন লোরে" প্রভৃতি কবিতা ও অন্যান্য বহু-স্থলে "ফুয়ল" শব্দ দৃষ্ট হয়, কোন স্থলেই "পুষ্পযুক্ত" অর্থ খাটে না। সর্ব্বত্রই "আলুলায়িত" অর্থ প্রশস্ত। তদ্ভিন্ন "খুলিল" বা "খোলা" অর্থে ফুজল শব্দের প্রয়োগ এখনও আছে। (পরবর্ত্তী ১০ম কবিতার টীকা দ্রষ্টব্য।)

১৮। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

১। গুণে নাহি ওর—গুণের সীমা নাই। ২। না ভাঙ্গই জোর—জোড় ভাঙ্গেনা, বিচ্ছিন্ন হয়না।

৩-৪। কে কত প্রকার না করিয়াছে তথাপি দুইজনের ভেদ বা প্রণয় ভঙ্গ করিতে পারে নাই। অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াও দুইজনকে ছাড়াইতে পারে নাই। এখানে কোন কোন বাবুর ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি কৃত অপরাধের নির্দ্দেশ একেবারেই অসঙ্গত হইয়াছে।

যো খল সকল মহীতল গেহু।
ক্ষীর নীর সম না হেরনু লেহ॥
যব কোই বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দণ্ড দেই নিসরিতে পানি॥ ৮।
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল॥ ১২।
ভনহু বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ।
রাধামাধব ঐছন লেহ॥

৫-৬। পৃথিবীর সকল গৃহ বা সকল গৃহের লোক যেরূপ থল তাহাতে ক্ষীর ও নীরের সমান প্রণয় আর দেখা যায় না।

৭। কোই বেরি—কোন বার। অর্থাৎ কখন।

৭-১০। কেহ কখন যদি অনলমুখে আনয়ন করিয়া জল বাহির করিবার জন্য ক্ষীরকে দণ্ড দেয় তাহাহইলে ঐ দুধ তাপে উথলিয়া উঠে, বিরহ-বিয়োগে অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়। অথবা—বিরহ-বিয়োগের পূর্ব্বেই ঝাঁপ দিয়া পড়ে, বা উথলিয়া পড়ে। আগ, আগে—(লুপ্ত সপ্তমী), অগ্নিতে বা অগ্রে।

১১। উমড়ি পড়ু—(হুমড়ে পড়ে) উথলিয়া উঠে।

১১-১২। তাহাতে যদি কেহ জল আনিয়া দেয় তাহা হইলে বিরহ বিয়োগ দূরে যায়। বিবাদ বিসংবাদ, আমোদ প্রমোদ, সাজ সজ্জা, লজ্জা সরম, মান সম্ভ্রম, আপদ্ বিপদ্, বন্ধু বান্ধব, কাজ কর্ম্ম, রঙ্গ রহস্য প্রভৃতি যেরূপ প্রযুক্ত হয়, বিরহ-বিয়োগেরও প্রয়োগ সেই প্রকার।

১৩। এতনি—এত এমনি। সুরেহ—এখানে স্নেহার্থে। সিনেহ, ণেহ, সুনেহ, লেহ, সনেহ, সণেহ, লেহ প্রভৃতি শব্দ স্নেহার্থক। এতন্মধ্যে কয়েকটী পরিবর্ত্তন বিষয়ে প্রাকৃত প্রকাশ ৩য় পরিচ্ছেদ ৬৪তম সূত্র এবং ১০ম পরিচ্ছেদ ৭ম সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৬)

বড়ই চতুর মোর কান ।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥
যোগী বেশ ধরি আওল আজ ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ ॥ ৪ ।
শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল ।
মঝু মুখ হেরইতে গদ গদ ভেল ॥
কহে তব মান-রতন দেহ মোয় ।
সমুঝনু তব্ হাম স্থকপট সোয় ॥ ৮ ।
যো কছু কহল তব্ কহইতে লাজ ।
কোই না জানল নাগর রাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই ।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুরাই ॥ ১২ ।

১। আমার কানাই বড়ই চতুর ।

২। বিনা সাধনে অর্থাৎ না সাধিয়া আমার মান ভাঙ্গিল ।

৩। আজ যোগি-বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল ।

৪। ইহ—এই। সমুঝব—বুঝিবে ?

৫-৬। শাশুড়ীর কথায় আমি ভিক্ষা লইয়া গেলাম। সে কিন্তু আমার মুখ দেখিয়া বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িল।

৮। সোয়—তাহাকে। তখন আমি সেই কপটকে বুঝিলাম, বা চিনিতে পারিলাম।

৯। তখন যাহা কিছু বলিল, বলিতে লজ্জা হয়।

১২। এক একখানি পাণ্ডুলিপিতে "তছু" পাঠ দৃষ্ট হইল। "সো" অপেক্ষা "তছু" পাঠ অধিকতর সঙ্গত। বিদ্যাপতি বলিতেছে—সুন্দরী রাই, তুমি তাহার চতুরতা কি বুঝিবে ? সো—সে ; তছু—তাহার।

(৭)

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলল তহি রোখে ॥ ৪।
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরী
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয় পাঁচ শর হানল
উরজ দরশি মনবাধা ॥ ৮।
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কছুই বুঝই না পারিয়ে
তব কাহে রোখল কান ॥ ১১।
রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল
তায়ি মধ্যত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ ॥ ১৫।

৩। রসে রসে—রসালাপ করিতে করিতে, অনুরাগ প্রকাশ করিতে করিতে। ৪। রোখে—রোষে, ক্রোধভরে। ৬। হাসিয়া—অর্দ্ধ-বিনতি ভাব প্রকাশ করিল।

৭। নাগরের হৃদয়ে পঞ্চ বাণ হানিল এবং স্তন দেখাইয়া মনে বাধা বা পীড়ার উদ্রেক করিল।

৯। ঝুটক মান—অকারণ অভিমান। ঝুট—মিথ্যা।

১২-১৩। ক্রোধ সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার রহস্য প্রসারিত করিল, তাহারই মধ্যে বা মধ্য হইতে পঞ্চবাণের বা মদনেরও বিস্তার হইল। মধ্যত—মধ্য হইতে।

(৮)

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥ ৪।
যো কছু কভু নাহি কলা রস জান।
নীর ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর-মুখে কি শোভয়ে পান॥

(৯)

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওলু ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥ ৪।

৩। মূল—মূল্য। ৪। গুঞ্জা বা কুঁচে ও রত্নে সমান জ্ঞান করে।
৫। যে কখনও কলারস কিছুই জানেনা। কভুস্থলে করু পাঠও দৃষ্ট হয়।
৮। বানরের গলায় মুক্তাহার কি শোভা পায়?

———

২। শুতলু—প্রভৃতি স্থলে শুতল পাঠও দৃষ্ট হয়।
৪। মুখে কাপড় ঢাকিয়া শুইয়া রহিলাম।

কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়ল তঁহি নিন্দ গেল॥
হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম মকরন্দ॥

(১০)

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুল বাণ॥ ৪।
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাস মুদি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥ ৮।

৬। আমাকে জাগাইল—সে নিদ্রা গেল।
৭। হে বিধি হে বিধি—আক্ষেপোক্তি। হেরিহি পাঠও দৃষ্ট হয়।

৩। কুসুম শয্যায় একলা শুইয়া ছিলাম। ৪। মদন মাত্র দোসর ছিল।
৮। আমি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া হাস্য লুকাইলাম।

কুন্তল কুসুম দাম হরি নেল।
বরিহা মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥ ১২।
কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহু রসবতী পহু সব রস জান॥ ১৬।

৯-১০। কুন্তলের কুসুম দাম হরণ করিয়া লইল, পুনশ্চ আমাকে (তৎ-পরিবর্ত্তে নিজচূড়ার) ময়ূর পুচ্ছ মালা প্রদান করিল। বরিহা—বর্হ, ময়ূর পুচ্ছ। কোন কোন টীকাকার বরিহার অর্থ বুঝিতে না পরিয়া তৎপরিবর্ত্তে "বদলিয়া" পাঠ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন, আর "বরিহা" পাঠ যে কোথাও দৃষ্ট হয় তাহার উল্লেখও করেন নাই।

১১। নাসার মুক্তা (অর্থাৎ নোলক) ও গলার হার।

১২। যত্নে কত রকম করিয়া খুলিয়া লইল। উতারল—নামাইল, খুলিয়া লইল। পরকার—প্রকার, এখানে প্রকারে, রীতিক্রমে বা রকমে।

১৩। কঞ্চুক—কাঁচুলি। ফুগইতে, ফুজইতে—খুলিতে, আলগা করিতে। বর্ত্তমান মৈথিলী ভাষায় "ফুজল" শব্দ "আলগা, খোলা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। "ফুয়ল,"—বা এলান, আলগা, খোলা শব্দ প্রায়ই দেখা যায়, সম্ভবতঃ তাহার সহিত ইহা সম্বন্ধ।

১৩-১৪। প্রভু কাঁচুলি আলগা করিতে গিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, কাম উদ্দীপ্ত হইল, (আমিও) চোরকে (আলিঙ্গনে) বাঁধিলাম।

১৬। বটতলার পাঠ—"তুহু রসবতী পুন সব রসভাণ।" পহু—শব্দেরও প্রভু ভিন্ন, "পুনঃ" অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। স্থানান্তরে এ বিষয়ে আরও কয়েকটী কথা বলা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলের স্থায় এখানেও প্রভু অর্থ ই প্রশস্ত।

(১১)

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহি দোতিক সঙ্গ॥ ৪।
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন নুপুরে॥ ৮।
পহিলহি চলইতে বামপদ ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল॥ ১২।
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥

৭। উরে—বক্ষঃস্থলে। উরজ—স্তন। পহিরল—পরিল, পরিধান করিল। বুকে কৃত্রিম স্তন করিয়া তাহার উপর হার পরিল।

৯। চলিতে প্রথমে বামপদ বিক্ষেপ।

১০। রতিপতি যেন ফুলধনু হস্তে করিয়া নাচিতে ছিল। নাগরী-বেশের বর্ণনা করিতে করিতে রাধা নাগরের তদানীন্তন ভাব-স্মরণে বিহ্বল হইয়া এই কথা বলিয়াছেন।

১১-১২। দেখিয়া চকিত হইয়া আমি আদর করিলাম, আর মুখ নত (করিয়া রহিয়াছে) দেখিয়া কোলে লইলাম।

নাসা পরশি রহল হাম ধন্ধ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব ॥ ১৬।

---

(১২)

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি ॥
যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ ॥ ৪।
শুতি রহলু হাম করি একচিত।
দৈবে বিপাক ভেল বিপরীত ॥
না বোল সজনি শুন স্বপন-সম্বাদ।
হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ ॥ ৮।
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়নু নীবিক কাচ ॥

১৫। আমি স্তব্ধ হইয়া নাকে হাত দিয়া রহিলাম।

১। মেলি—মিলিয়া, সঙ্গে। বটতলার পাঠে ইকার নাই।
২। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে; কথায় কথায়; আলাপ করিতে করিতে।
৪। নিন্দে—নিদ্রায়। ৫। শুতি—শয়ন করিয়া।
৭-৮। সজনি! স্বপ্নের কথা শুন—(কিন্তু কিছু) বলিও না, পরিহাস করিতে গেলে পাছে কেহ অপবাদ রটনা করে। জনি—যদি, পাছে। হসইতে হাসিতে, পরিহাস করিতে।
১০। শীঘ্র নীবির বন্ধন খুলিলাম। কাচ—বন্ধন।

এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥ ১২।
সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব॥ ১৬।

---

(১৩)

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক রাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিনু গেহ॥ ৪।
অধরু আঁচরু ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥

১৩। তাহার ভয়ে কেশ ও বস্ত্র অন্যদিকে গেল অর্থাৎ খুলিয়া গেল। সুবিন্যস্ত কেশ ও বস্ত্রাদির সন্নিবেশ নষ্ট হইল। কোন টীকাকার অর্থ করিয়াছেন বিদ্যুৎ চিরদিনের জন্য অন্যদিকে গেল!!!

১৪। সিন্দূর মুখে লাগিল, কাজল কপালে লাগিল।

১৫। অতয়ে—আঁতে, অন্তরে, এখানে অতএব নহে। কে কি (অন্তরে) মনে করিবে, অপযশ গান করিবে। ১৬। পতিয়াব—প্রত্যয় করিবে।

৩। আঙ্গিনা—উঠান, অঙ্গন। ৫। অধরে অঞ্চল প্রান্ত।

৬। ফুয়ল—খোলা, আলুলায়িত; ক্রিয়া স্থলে খুলিল। ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ।

টীট নাগর চোর।
পাওল হেম কটোর॥ ৮।
ধরিতে ধায়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোরে চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥ ১২।
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুঁহুক কাম॥

---

(১৪)

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥ ৪।
এ দিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥ ৮।

৭। টীট—শঠ। ৮। হেম কটোর—এখানে স্তনযুগল।
১২। পড়ল—নিজন্তার্থক, পাড়িল, ফেলিল। চপল চন্দ্র চকোরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলিল।

৫। অঙ্গের এদিক ঢাকিতে ওদিক খুলিয়া যায়।
৬। যদি ধরণী প্রকাশ পায় (বিদীর্ণ হয়) তাহাতে প্রবেশ করি।
৮। পাঠান্তর—মলয় শিখরে যেন হিম না লুকায়।

ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই ॥ ১২।

---

(১৫)

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই ॥
নাহই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর ॥ ৪।
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তহি উপনীত সমুখে যদুবীর ॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল ॥ ৮।
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ ॥
হাসি মুখ নিরখয়ে ঢীঠ মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যাই ॥ ১২।

১০। ব্রজরাজ—পাঠান্তরে যুবরাজ দৃষ্ট হইল।

৪। পাতল চীর—পাতলা কাপড়। ৫। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।
৯। দীঠ—দৃষ্টি। ১০। পীঠ—পেছন, পশ্চাৎ।
১১। ঢীট—শঠ, চতুর। নিরখয়ে—বটতলার পাঠ, মোড়য়ে।
১২। ঢাকিতে গেলে অঙ্গে অঙ্গ [অথবা সূক্ষ্ম দেহ] ঢাকা যায় না।

বিদ্যাপতি কহে তুহু অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি ॥

---

(১৬)

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি।
তহি রতি ঢীট পীঠ রহু চোরি ॥
কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরি রহব কি যাই ॥ ৪ ।
না কর আরতি এ অবুধ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব ॥ ৮ ।
কত মুখ মোড়ি অধর রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল ॥

১৩। অগেয়ানী—অজ্ঞানী, অবোধ।
১৪। আবার ফিরিয়া জলে প্রবেশ না করিলি কেন ?

১। আগোরি—আগলি, আগলাইয়া। বটতলার পাঠে ইকার নাই।
২। রতি-ঢীট—সুরত-চতুর। পীঠ—পশ্চাদ্দিকে। চোরি—গুপ্তভাবে।
৩। আখরে—অক্ষরে, সঙ্কেতে। ইঙ্গিতে বুঝাইয়া বলিলাম।
৫। আরতি—আগ্রহ-প্রকাশ, অনুরক্তি। অবুধ—অবোধ, অবুঝ।
৬। এখন বচন নির্ব্বাহ হইবে না। ৭। পীঠ আলিঙ্গনে—পশ্চাদ্দিক হইতে আলিঙ্গনে।
৯। মুখ মোড়ি—মুখ ফিরাইয়া। ১০। নিশবদ—নিঃশব্দ।

সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস।
হাস কি রণ ভেল দশন বিকাশ॥ ১২।
জাগল শাশ, চলত তব্ কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥

---

(১৭)

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি খসল কুচ-চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥ ৪।
হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ-লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব দূরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥ ৮।
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥

১২। দন্তের বিকাশ মাত্রে হাস্যের রণ হইল, অর্থাৎ উভয়ের হাস্যরূপ যুদ্ধে কোন প্রকার শব্দ হইল না, কেবল বদন স্মিত হইল। কিরণ পাঠ ও ধরা যায়।

২। কুচ-চীর—বুকের কাপড়। ঘগরি—ঘাগরা; পদকল্পতরুতে 'সগরি' আছে; অর্থ—সকলি। ৪। কুচ ঢাকিব কি নীবি-বন্ধ আটকাইব?

৫। বল্লভ হাসি বহু আলিঙ্গন দেল। ৭। বুতায়ব্—নিবাইব। প্রদীপ দূরে, হাত দিয়া কি প্রকারে নিবাইব?

(১৮)

জটিলা শাশ ফুকরি তহি বোলত
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাড়ি ॥ ৪ ।
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল,
ঘর সঞে বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ
কিয়ে অকুশল কহ মোয় ॥ ৮ ।
যোগেশ্বর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি
কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব ॥ ১২ ।
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহে আন দেব কাঁহা পাওব
তুহু বীজ ইহ কর দান ॥ ১৬ ।

১। শাশ—শ্বশ্রু, শাশুড়ী। ফুকরি—ডাকিয়া, চীৎকার করিয়া।
২। বহুরি (বধু) বাহিরে কেন দাঁড়াইয়া (আছ)।
৪। অবগাড়ি—অবগাঢ়, নিমগ্ন, এখানে, অভিভূত। ৭। পাণি—হাত।
৯। ফেরি—ফিরিয়া। ১০। বলিলেন এই শব্দ উহ্য।
১০-১২। বনদেব কুশল করিবে—এই (ইহ) একরেখা (অঙ্ক) বক্র (বঙ্ক) দেখিতেছি, বনে পশুপতির সেবা কর। বিশঙ্কউ—ভয় করিতেছি, আশঙ্কা করিতেছি। মৈথিল—বিশঙ্কহুঁ।
১৩-১৬। পূজার অনেক মন্ত্র তন্ত্র আছে, এ সে সব কিছু জানে না। জটিলা বলিল অন্য গুরু (দেব) কোথা পাইব, তুমিই ইহাকে বীজ (বীজমন্ত্র)দান কর।

এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহু জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহুঁ জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম ॥ ২০।
পুন দুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল
জটিলা সনে কহে ভাখী।
"যব্ ইহ গৌরী- আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি ॥" ২৪।
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগি-চরণে পরাণাম।
বিদ্যাপতি কহ নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম ॥ ২৮।

(১৯)

কুচযুগচারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহু দিল পাণি ॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ ॥ ৪।

২২। ভাখী—ভাষা। কথা কহিল; অর্থাৎ জটিলাকে বলিল।

১। ধরাধর—গিরি, ভূধর পর্ব্বত। ২। পৈঠব—প্রবেশ করিবে। জনি—পাছে। পাছে হৃদয়ে প্রবেশ করে এই ভয়ে প্রভু হাত দিল। ৩। নাহ—নাথ।

বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস ॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি ।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি ॥ ৮ ।
তাকর বচনে কয়লু সব কাজ ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান ॥ ১২ ।

(২০)

আঁজু মঝু সরম ভরম রহু দূর ।
আপন মনোরথ সো পরিপূর ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস ।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস ॥ ৪ ।
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ ।
উয়ল চারু ধরাধররাজ ॥

১। মোহে অনুভাবি—অনুভাবই । আমাতে বা আমার অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া ।

২। 'সে আপনার মনোরথ পরিপূর্ণ (করাইয়া লইল ।)

৩। উয়ল—উদিত হইল, উঠিল ।

মরকত দরপণ হেরইতে হাম ।
উচ নীচ না বুঝি পড়লু সেই ঠাম ॥ ৮ ।
পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান ।
তাকর বচনে ভেল সমাধান ॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই ।
লাজে রহনু হিয়ে আনল গোই ॥ ১২ ।
সোই রসিকবর কোরে আগোরি ।
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি ॥
মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম ॥ ১৬ ।

(২১)

সখি হে কি কহব নাহিক ওর ।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে,
কি অতি নিকট কি দূর ॥ ৩ ।

৭-৮ । আমি মরকত দর্পণ দেখিয়া, ঊর্দ্ধ অধঃ বিচার না করিয়া, সেই স্থানে পড়িলাম ।

১০ । তাকর—তাহার । ১১ । সে আবার অঙ্গে বস্ত্র দিল ।

১২ । গোই—গোপন করিয়া । লজ্জায়, হৃদয়ে অনল লুকাইয়া, রহিলাম । বটতলার পাঠ—আন লাগই ; অর্থ অন্য (দিকে) লাগিয়া রহিলাম ।

১৩ । আগোরি—আগলাইয়া । ১৪ । মোরি—আমার ।

১৫ । বীজইতে—ব্যজন করিতে, বাতাস দিতে । ঘুমনু—নিদ্রিত হইলাম ।

১৬ । অনুপাম—বটতলার পাঠ অনুমান ।

এই কয়েকটী গীতের মধ্যে যে শ্লেষ আছে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ।

২ । পরতেক—প্রত্যক্ষ । ২-৩ । স্বপ্ন কি প্রত্যক্ষ, দূর কি নিকট, কিছুই

তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আঁতরে সুরধুনি ধারা।
তরল তিমির শশী শূর গরাসল,
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥ ৭।
অম্বর খসল ধরাধর উলটল,
ধরণী ডগ মগি ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥ ১১।
প্রলয় পয়োধি জলে জনু ছাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১৫।

বলিতে পারি না। বটতলার পাঠ—"আপন কি পরতেক।" অর্থ আপনার, কি ভিন্ন ভিন্ন (প্রত্যেক)। অন্যের?

৪। সম্ভায়ল—সম্ভূত হইল, উদ্ভূত হইল বা রহিল।

৫। আতরে—অন্তরে। পদামৃত সমুদ্রে আঁতরে।

রূপকের বিশেষ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, রসিক পাঠক বুঝিয়া লইবেন।

৬। তরল তিমির চন্দ্র সূর্য্য গ্রাস করিল। শূর—সূর্য্য।

৯। ডোলে—দোলে। ১১। চঞ্চরীগণ—ভ্রমরীগণ। করুরোলে—ঝঙ্কার করে।

১২। যেন প্রলয় পয়োধির জলে ঢাকিয়া ফেলিল।

১৩। এত যুগের অবসান কাল নহে।

১৪। বিপরীত কথা কে প্রত্যয় করিবে?

(২২)

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজু কি হোয়ল ধন্দ!
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উৎপল চন্দ ॥ ৪ ।
ফণী মণিবর উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুর-তরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল ॥ ৮ ।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিযতিক হু
ঐছন সকল শোহে ॥ ১২
নাকর গোপনে, নিজ পরিজনে
ইহ বুঝি অনুমান।

২। ধন্দ—সন্দেহ; এখানে দ্বন্দ্ব বা মিলন ও হইতে পারে।

৩-৪। যেন জলধরকে চপলায় বা বিদ্যুতে ঢাকিল, অথবা চন্দ্র নীলোৎপলকে আচ্ছাদিত করিল।

১-৪। কোন কোন মহাজন এইরূপে ব্যাখ্যা করেন—সখি বলবল—নিকুঞ্জমন্দিরে বিদ্যুৎ জলধরকে কি চন্দ্র নীলোৎপলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে আজি এই বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

৬। ময়ূরী অন্যত্র (আনত) গমন করিল।

৮। তরল—চঞ্চল—"উর্ম্মিভিস্তরলা বভূব"—রাধামোহন।

১১। তুরিযতিক হু—তৌর্য্যত্রিক হইয়া।

১২। শোহে—শোভে। ১৩। নাকর স্থলে বটতলার পাঠ নায়ক।

বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি
কো ন জান ইহ গান ॥

---

(২৩)

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়ক অভিলাষ ॥
মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ ॥ ৪ ।
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস ॥
শ্রম জল বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি ॥ ৮ ।
কুচ যুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জনি পঁহু দিল পাণি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি ॥ ১২ ।

৩। মানায়ত নায়র—নাগর মানাইল বা স্বীকার করাইল। পদামৃতসমুদ্রে "মানত।"

৮। যেন কনককমলে মুক্তা ফুটিয়া আছে।

১০। পাছে ভাঙ্গিয়া পড়ে (এই আশঙ্কায়) প্রভু হাত দিল।

১২। কি, কৈছে—এই দুইটী কিম্ শব্দ সম্ভবতঃ লিপিকরের প্রমাদ বশতঃ বসিয়াছে। একটী হইলেই অর্থ ভাল হয়।

(২৪)

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল
চাঁদে বেড়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা ॥ ৪।
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গল দাতা।
রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা ॥ ৭।
কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন,
কল রব নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে ॥ ১২।
তলে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ ॥ ১৫।

১। চুল খুলিয়া মুখমণ্ডলে মিলিত হইয়াছে। (পড়িয়াছে)।
৪। বহি—বহিয়া, মুছিয়া। ৬। রাখবি—রাখিবে, কার্য্য স্থগিত করিবে। "তদ্রসং যদি স্থগয়সি তদা হরিহরাদয়ঃ কিং করিষ্যন্তি কিমুত তবাধীনোঽহং" —ইতি রাধামোহনঃ॥ ৯। কলরব স্থলে ঘন ঘন পাঠ ধরিলে মন্দ হয় না।
১৪। বিদ্যাপতি-পতি—শ্রীকৃষ্ণ। "অনন্তদাস-পঁহু" "রায়বসন্তের পঁহু বিনোদিয়া"—ইত্যাদি পদে বৈষ্ণব কবিরা শ্রীকৃষ্ণকে আপন আপন "পতি", "নাথ" "প্রভু" "প্রাণ-নাথ" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। গাহক—গ্রাহক, খরিদ্দার; বিলোড়ন বা মন্থনকারীও হইতে পারে। পদকল্পলতিকার পাঠ ঘন ঘন নূপুর বাজে।—গাহকের পাঠান্তর গায়ত।
১৪-১৫। বিদ্যাপতির পতি (শ্রীকৃষ্ণ) ঐরসে সুরসিক; যেন যমুনায় গঙ্গার তরঙ্গ মিলিয়াছে। বিপরীত মিলন বর্ণনপ্রসঙ্গে যমুনা ও গঙ্গা-তরঙ্গ নায়ক-নায়িকার সহিত উপমিত হইয়াছে (রূপক)।
পদকল্পলতিকায় ভণিতা নাই, পাঠেরও সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

(২৫)

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর ।
শশীমুখী হাসি হাসি করু কোর ॥
নয়ন ঢুলাঢলি লহু লহু হাস ।
অঙ্গ হেলাহলি গদ গদ ভাষ ॥ ৪ ।
রসবতী নারী রসিক বর কান ।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান ॥
ডুহুঁ পুনঃ মাতল ডুঁহু শর হান ।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান ॥ ৮ ।

---

(২৬)

আজি কেন তোমায় এখন দেখি ।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা ।
না জানি অন্তরে কি ভেল্ল ব্যথা ॥ ৪ ।
সঘনে গগনে গণিছ তারা ।
দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা ॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে ।
মরমী জনার মরমে বাজে ॥ ৮ ।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি ।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি ॥

৬ । পাঠান্তরে—" রহি রহি চুম্বই নাহ বয়ান " দৃষ্ট হইল ।

---

৬ । পারা—যেন, (প্রায় শব্দজ) । যেন দেবতা কর্ত্তৃক বিষম আঘাত হইয়াছে—তোমায় যেন দেবতায় ভয়ানকরূপে আঘাত করিয়াছে ।
৯ । আচরে—অঞ্চলে । ১০ । সাখি—সাক্ষ্য ।

বিদ্যাপতি কহ একথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড় ॥ ১২ ।

(২৭)

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখি করি খত লিখি দেহ॥
ছোড়বি কেলি-কদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরু জন আশ॥ ৪।
মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জলপান॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর॥ ৮।
ঐছন কবচ হরব যব হাত।
তবহু তুয়া সঞে মরমক বাত॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরকান।
মান রহুক পুনঃ যাউক পরাণ॥ ১২।

১১। দড়—দৃঢ় শব্দজ ; নিশ্চিত। গোপত—গুপ্ত।

২। সাখি—সাক্ষী। ৫। আন—অন্য। ৮। কোর—কোলে।
৯। কবচ—খত। ঐরূপ খত যখন হাতে পাইব।
মাধব তুমি যদি আমার প্রণয় চাহ, তাহাহইলে মদনকে সাক্ষী করিয়া খত লিখিয়া দাও, যে কেলিকদম্ব বিলাস ছাড়িবে, নিজ গুরুজনের আশা পরিত্যাগ করিবে, আমা বিনা স্বপ্নেও অন্যকে দেখিবে না, আমার কথায় জল খাইবে, রাত্রি দিন আমার গুণ গাহিবে, অন্য যুবতীকে কোলে লইবে না। এই মর্ম্মে লিখিত কবচ বা খত যখন হাতে পাইব তখন তোমার সঙ্গে মর্ম্মের কথা কহিব।

(২৮)

চরণ নখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল-চাঁদ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে-লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥ ৪।
লাগল কুদিন কয়লু হাম মান।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
রোখ তিমিয় এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান॥ ৮।
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে মোহে সমুঝাই॥ ১২।

পদকল্পলতিকায় সামান্য পাঠ ভেদ দৃষ্ট হইল, ভণিতাস্থলেও "কহে কবি-রঞ্জন শুন বরনারী। প্রেম অমিয়া রসে লুব্ধ মুরারি॥" এইরূপ পাঠ আছে।

১-২। চরণের নখররূপ মণি রঞ্জন করা হয় যদ্দারা। পায়ের নখ কাটিবার নরুন। তাহার ছাঁদ বিশিষ্ট হইয়া গোকুলের চাঁদ ধরণীতলে লুটিয়া পড়িল। অর্থাৎ পায়ের নখ কাটিবার সময় নখরঞ্জনী বা নরুন্ যে ভাবে থাকে গোকুলের চাঁদ সেইরূপ ভাবে আপাদ মস্তক সর্ব্বাঙ্গ ধরণীতলে লুণ্ঠিত করিল। ইহা রাধামোহনাদি মহাজনের ধৃত অর্থ।

৩। ঢরকি ঢরকি—ঢলকি, বা ঢল্‌কে; উচ্ছ্বলিত হইয়া। লোর—জল।

৫। লাগল কুদিন—মন্দ বা অশুভক্ষণ উপস্থিত হইল। কয়লু—করিলাম।

৭-৮। রোষরূপ তিমির এত বৈরী কে জানে? তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপ রত্নও গৈরিক বা গেরিমাটীর ভাবাপন্ন বা সমান বোধ হইয়াছিল।

৯। ভাগি—ভাগ্য। ১২। মোহে—আমাকে; ভালে পাঠও দৃষ্ট হয়।

আক্ষেপ, অনুযোগ, প্রবোধ ও বিরহ।

(১)

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বর-বিধু-বদনী।
হরি হরি শবদে মূরছি পড়ু ধরণী॥ ৪।
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
ইহ সব শবদ পশিল যব শ্রবণে।
তব বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥ ৮।
নিজ করে ধরি দুহু কানুক হাত।
যতনে ধরলি ধনি আপনক মাথ॥
বুঝিয়া কহয়ে বর-নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥ ১২।
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি পুহু তব ছোড়ি নিসোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥ ১৬।

২। ফুকরই—ফুকারি, স্পষ্ট শব্দ করিয়া। ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল।
৬। পয়াণ—প্রয়াণ। ৭। "সব" পাঠের পরিবর্ত্তে, "ধরি" পাঠও দৃষ্ট হয়। ১৪। নিসোয়াস—নিশ্বাস। পুহু—পুনর্ব্বার। পাঠান্তর—দুহু।

(২)

মাধব! বিধু বদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু, দীনা॥ ৪।
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল কলরবে উঠয়ে তরাসে॥
লোরহি কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভুজ ভূখণ ক্ষিতিতলে মেল॥ ৮।
আনত বয়ানে রাই, হেরত গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন।
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত॥ ১২।

(৩)

মাধব,-সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন সাঙন মালা॥ ৩;

৩। পরতাপে—প্রতাপে। হরু—হরণ করে, এখানে হৃত। সেইজন্য দীন-ভাবাপন্না। ৫। শুতলি--শয়ন করিল। ৭। লোরহি—অশ্রুজলে। সপ্তমী-স্থলে হি। ৮। কৃশ হস্তের ভূষণ ভূতলে পড়িয়া গেল। (মিলিল।)
৯। গীম—গ্রীবা। আনত—অবনত।
১০। মাটীতে আঁক কাটিতে কাটিতে অঙ্গুলি ক্ষত বিক্ষত হইল। ছীন—ছিন্ন।
১১। "সোঙরি"—স্মরণ করিয়া। পাঠান্তরে "উচিত" দৃষ্ট হইল। পদামৃত সমুদ্রের পাঠও অবিকল এইরূপ।

২। বারি ঝরু নীঝর—নির্ঝরবৎ জল ঝরিতেছে। ৩। সাঙন—শ্রাবণ। ঘন সাঙনমালা—শ্রাবণ ঘনমালা, শ্রাবণমাসের মেঘমালা।

পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল- কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥ ৭।
উপবন হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব॥ ১১।
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহু করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার॥ ১৫।

(৪)

সখিহে মন্দ প্রেম পরিণামা।
বরকে জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকার এক ঠামা॥ ৩।

৫। পূর্ণিমার চন্দ্র বিনিন্দিত মুখ এক্ষণে ক্ষীণ শশি-লেখার ন্যায় হইয়াছে। অর্থাৎ শোভার অনেক হ্রাস হইয়াছে। ৬। কাঁতি—কান্তি।
১১। গালে হাত দিয়াই থাকে। ১২। তুরিয়ত—শীঘ্র।
১৫। কুলিশক সার- বজ্রের সারভাগের ন্যায় কঠিন।

২। বরকে—কামুকে, লম্পটে। বর=কামুক ; অবজ্ঞার্থে ক প্রত্যয়।
৩। ঠামা -ঠাঁই, স্থানে। একঠামা—এক স্থানেও অর্থাৎ একটুও।

ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু
আইতে পড়লহুঁ ধাই।
তখনক লঘুগুরু কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে চাই ॥ ৭।
মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহি জানন ন ভেলা।
আপন চতুরপণ পরহাতে সোঁপনু
হৃদিসেঁ গরব দূরে গেলা ॥ ১১।
এতদিনে আনু ভাগে হাম আছনু
অব বুঝনু অবগাহি।
আপন শূল হাম আপহি চাঁচনু
দোখ দেয়ব অব কাহি ॥ ১৫।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে
জগজন কে নাহি জানে ॥ ১৯।

৪-৫। ঝাঁপন—ঢাকা, লুকান। লুকান কূপ দেখিতে পাই নাই—চলিয়া আসিতে পড়িয়া গিয়াছি। বটতলার পাঠ—ঝাঁপয়ে।

৭। পরে এখন—উত্তীর্ণ হইতে চাই। ৯। জানন—পরিজ্ঞাত। পহিলহি—প্রথমে। প্রথমে চেনা যায় নাই।

১১। হৃদয় হইতে গর্ব্ব দূরে গেল। ১২। আনু ভাগে—অন্য ভাবে, অন্যরূপে। ভালে ভাঠও দেখা যায়।

১২-১৫। এতদিন আমি অন্যভাবে ছিলাম, এইবার মগ্ন হইয়া (অবগাহন করিয়া) বুঝিতে পারিয়াছি। আমি নিজের শূল নিজেই চাঁচিয়া লইয়াছি এখন কাহার দোষ দিব?

১৭। মনে অন্য কিছু ভাবিওনা। (গণনা করিওনা।)

১৮। প্রেমের জন্য জীবনেও উপেক্ষা করিতে হয়।

(৫)

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর, হউ বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতী মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥ ৪।
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন, নহ সিন্দূর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণি হার॥ ৮।
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥ ১২।

১। কতিহুঁ—কেন। মদন কেন আমার তনুদগ্ধ করিতেছ, আমি শঙ্কর নহি, কামিনী। হউ–হই। হুঁ পাঠ সঙ্গত, কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকে দৃষ্ট হইল না।

৫। মোতিম বন্ধ মৌলি—মুক্তাবাঁধা চূড়া। মৌলি শব্দে এখানে সংযত কেশ অপেক্ষা কিরীট অর্থ প্রশস্ত। কারণ পূর্ব্বেই বিলম্বিত বেণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। উরে—(বক্ষে) ফণিরাজ নহে, মণিহার মাত্র রহিয়াছে।

১০। ইহা বিলাস-কমল, নর-কপাল নহে।

Cf. "হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ।
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ॥
মলয়জরজো নেদং ভস্ম, প্রিয়বিরহিতে ময়ি।
প্রহর ন হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি॥"

—জয়দেব।

এই ভাবে রামবসুর কৃত দুটী গান আছে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

(১)

"আমি নারী হর নই শুনহে মদন।
বিনা অপরাধে কেন বধরে জীবন॥
এ যে বেণী ফণী নয়—নহে জটাজুট।
কণ্ঠে নীলকান্ত-আভা নহে কালকূট॥
ললাটে সিন্দূর বিন্দু চন্দন দেখিয়ে।
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন শশী হুতাশন॥"

(২)

হর নই হে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি, করোনা আমার দুর্গতি॥
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥
ক্ষীণদেহে অঙ্গ আজ অনঙ্গ একি রঙ্গ হে তোমার—
হরভ্রমে শরাঘাত কেন করিতেছ বার বার—
ছিন্ন ভিন্ন কেশ, দেখে কও মহেশ চেন না পুরুষ প্রকৃতি॥
হায় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি, বৈরী হয়োনা আমার—
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা, নহে এতো জটাভার—
বয়সে নবীনা, প্রাণপতি বিনা, যোগিনী হয়েছি সম্প্রতি॥
কণ্ঠে কালকূট নহে দেখ পরেছি নীলরতন
অরুণ হলো লোচন, করে পতি বিরহে রোদন—
এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥

মৈথিলী পদাবলীতে মিথিলায় প্রচলিত ইহার একটী পাঠান্তর দৃষ্ট হইবে

(৬)

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই ॥ ৪ ।
মাধব অপরূপ তোহারি স্নেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥ ৭ ।
ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী ॥ ১১ ।
রাধা সঞে যব গুণতহি মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা।

এই কবিতায় শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমতী আশ্চর্য্য প্রণয় বিকার বশে কখনও আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া রাধার বিরহ সহিতেছেন, কখনও আপনাকে রাধা বোধে কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইতেছেন।

Cf. "রাধারে ভাবিয়া রাধা হয়েছেন হরি।
আপনারে আপনি ফিরেন তত্ত্ব করি॥"

৪। লুবধাই—লুব্ধ হইয়া, মুগ্ধ হইয়া। ৮। ভোরহি—ভোর বা বিহ্বল হইয়া।

১২। গুণতহি—গণনা করে, ভাবে। অনেক স্থলেই পাঠ পুন তহি। এস্থলে "সঞে" র ব্যবহার বিশেষ দ্রষ্টব্য। পদামৃত সমুদ্রে "তঁহি" নাই কেবল পুন পাঠ আছে।

দারুণ প্রেম তব্ হি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥ ১৫।
দুহুদিশ দারু-দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১৯।

---

(৭)

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব ?

১৬। দারু-দহন—বৃক্ষের অগ্নি, দাবানল।

অনুক্ষণ মাধবকে স্মরণ করিয়া সুন্দরী মাধব হইল, অর্থাৎ সুন্দরীর মাধবাবেশ হইল। নিজের গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজের স্বভাব ভুলিয়া গেল। ১-৪।

মাধব তোমার প্রেম অপরূপ ; তোমার প্রেমবশে রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণ ভাবিয়া আপনার বিরহে আপনি জরজরতনু হইয়াছে—জীবনেই সন্দেহ উপস্থিত। বিহ্বল হইয়া কাতর দৃষ্টিতে সহচরীকে দেখিতেছে নয়ন জলে ছল ছল করিতেছে—অনুক্ষণ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে রাধা রাধা বলিতেছে। ৫-১১।

যখন আপনাকে রাধা বোধ করে তখন মাধবকে ভাবে। যখন মাধবাবেশ হয়, অর্থাৎ যখন আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান করে, তখন রাধাকে স্মরণ করে। দারুণ প্রেম তখনও ভাঙ্গেনা বিরহের (বাধা) যন্ত্রণা বাড়ে। ১২-১৫।

দুই দিকে দাবানল জলিলে যেরূপ কীটের প্রাণ আকুল হয়—বল্লভকে দেখিয়া অবধি সুধামুখীরও সেই দশা হইয়াছে। ১৬-১৮।

১। নিচয়—নিশ্চয়। নিশ্চয় পাঠ ও দেখা যায়।

তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥ ৪।
ললিতা প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কাণে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥ ৮।
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥ ১২।
পুন যদি চাঁদ মুখ দেখনে না পাব।
বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬।

৩। মঝু—আমার। ৫। সহি—সখী। ৯। সোইত—সেই ত। ১৪। আনল মাহ—অনল মাঝে।

পদামৃত সমুদ্রে পাঠের কিছু প্রভেদ এবং গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখা গেল।

Cf. "দেহ দাহন করোনা দহন দাহে।
ভাসাইওনা মোরে যমুনা প্রবাহে॥
সব সহচরী, দুটী করে ধরি
বাঁধিও তমাল ডালে।
যদি এই বৃন্দাবন স্মরণ করি
আসেগো আমার প্রাণের হরি
বন্ধুর শ্রীঅঙ্গ সমীর পরশে শরীর
জুড়াইব সেইকালে॥"

(৮)

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি ।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি ॥
মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম ।
জনম অবধি মোর এই পরণাম ॥ ৪ ।
নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম ।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম ॥
নিচয় মরিব আমি সেকানু উদেশে ।
অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে ॥ ৮ ।
দিনে একবার পহু লিহে মোর নাম ।
অরুণ-দুলহ করে দিহে জল-দান ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারী ।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ ১২ ।

পদকল্পতরু ও পদকল্পলতিকার পাঠে সামান্য প্রভেদ মাত্র পরিলক্ষিত হয় । আমাদিগের পাঠের অনেক অংশই পদকল্পলতিকানুসারে সঙ্কলিত ।

৪ । পরণাম—প্রণাম । ৫ । পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর পাঠ " সখীগণ গণইতে লৈও মোর নাম ।" লিহে—লইও ; লয় ।

৬ । আমার প্রিয় সুরসিক, কিন্তু বিধাতা বাম হইল ।

৭ । উদেশে—উদ্দেশে । ৮ । অবসর বুঝিয়া সমাচার জিজ্ঞাসা করিও ।

৯ । পহু—প্রভু । পুনর্ব্বার অর্থেও পহু এবং পুহু শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । পূর্ব্বে ১৫৩ পৃষ্ঠায় আমরা পুহু শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি ।

১০ । দুলহ—দুর্লভ । ৯-১০ । প্রভু যেন দিনে একবার আমার নাম করেন—ও অরুণ দুর্লভ করে জলদান করেন । অর্থাৎ প্রত্যহ যেন শ্রীহস্তে এক অঞ্জলি জল দান করিয়া আমার তর্পণ করেন । অরুণ-দুর্লভ—অর্থ, অরুণ-কান্তি-বিশিষ্ট এবং দুর্লভ ।

১২ । পদকল্পতরুর পাঠ—" দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি ।"

(৯)

হরি কি মথুরাপুরে গেল ।
আজু গোকুল শূন্য ভেল ॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে ।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥ ৪ ।
অব সোই যমুনার কূলে ।
গোপ গোপী নাহি বুলে ॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ ।
আন জনমে হব কান ॥ ৮ ।
কানু হোয়ব যব রাধা ।
তব জানব বিরহক বাধা ॥
বিদ্যাপতি কহ নীত ।
অব রোদন্ নহে সমুচিত ॥ ১২ ।

(১০)

অব মথুরাপুর মাধব গেল ।
গোকুল মাণিক কো হরি নেল ॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল । *
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল ॥৪।

৩। রোদিতি—রোদন করিতেছে। ৪। ধাবই—ধাইতেছে। ৫। অব—এখন। ৬। বুলে—বেড়ায়, ভ্রমণ করে, বিচরণ করে।

১০। বাধা—যন্ত্রণা, উপদ্রব, পীড়া। ১১। নীত—(নীতিশব্দজ) উপদেশ। পদকল্পলতিকার পাঠ কিছু ভিন্ন ; এবং ভণিতাস্থলে গোবিন্দদাসের নাম আছে। পদামৃতসমুদ্রে ভণিতা বিদ্যাপতির, কিন্তু শেষ ছত্রে "অব" শব্দ নাই।

---

* করুণ রসাত্মক শব্দ ; কাতরতা-প্রকাশের ধ্বনি। ৬০ পৃষ্ঠার পাঠান্তরে দেখ।

শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী ।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরি ॥
কৈছনে যায়ব যামুন তীর ।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর ॥ ৮ ।
সহচরী সঞে যাঁহা কয়ল ফুলধারী ।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান ।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান ॥ ১২ ।

---

(১১)

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা ।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় স্বজনি ।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥ ৪ ।
নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস ।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি ।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥ ৮ ।

৬। সগরি—সকলি। শূন—শূন্য। ৯-১০। সহচরীগণের সহিত যেখানে ফুলবর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা (সেই স্থান) দেখিয়া কিরূপে বাঁচিব ? ধারী—(ধারা বা ধার শব্দজ)—বৃষ্টি, বর্ষণ।

১২। সেইখানে কানাই কৌতুক করিয়া লুকাইয়া আছেন।

৫। নিন্দ—নিঁদ, নিদ্রা, ঘুম।

কোন কোন টীকাকার 'নিন্দ" শব্দের পরিবর্ত্তনে "আনন্দ" শব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন ! ! ! পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিভিন্নতা নাই।

(১২)

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি

তিল এক হয় যুগ চারি ।

বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন

দূরহি কয়ল মুরারি ॥ ৪ ।

সজনি ! কিয়ে করব পরকার ।

কি মোর করম ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে,

নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার ॥ ৭ ।

নারীর দীঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,

মোর পিয়া যার পাশে বৈসে ।

পাখী জাতি যদি হঙ, পিয়া পাশ উড়ি যাঙ

সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে ॥ ১১ ।

আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ,

কো ইহ করুণাবান ।

বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধর চিতে,

তুরিতহি মীলব কান ॥ ১৫ ।

২ । একতিল সময় চারি যুগের মত বোধ হয় ।

৫ । পরকার—প্রকার এখানে উপায় ।

১০-১১ । যদি পাখী হইতাম, নাথের পাশে উড়িয়া যাইতাম—তাঁহার নিকট সব দুঃখ কহিতাম ।

১২-১৩ । আমার প্রিয়কে আনিয়া দিয়া আমার জীবন রক্ষা করে এরূপ দয়ালু কে আছে ?

১৫ । তুরিতহি—শীঘ্র । পদামৃত সমুদ্রে পাঠের কোন উল্লেখ যোগ্য প্রভেদ দেখা গেল না । মীলব—মিলিবে ।

(১৩)

হাম ধনী তাপিনী , মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥ ৪ ।
স্বজনি! আজু শমন-দিন হোয়।
নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয় ॥ ৭ ।
ঘন ঘন-গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর ॥ ১১ ।
বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু
জানলু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী-বর
মিলব পঁহু গুণবন্ত ॥ ১৫ ।

১। তাপিনী—বিষাদিনী, দুঃখিনী। ২। দোসর—দ্বিতীয়।

৩। পরবেশ—প্রবেশ, প্রারম্ভ। ৭। দেখিয়া আমার জীবন বাহির হয়। পাপিহা—পাপিয়া।

৮-৯। ঘন ঘন মেঘ-গর্জ্জন শুনিয়া আমার জীবন চমকিত ও অন্তর কম্পিত হইতেছে।

১০-১১। নিদারুণ পাপিয়া তাহার (মেঘের) কোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিউ পিউ শব্দে স্মরণ করাইয়া দেয়, অথবা—নিদারুণ পাপিয়া চারিদিকে পিউ পিউ শব্দে তাহার (নাথের) কোল স্মরণ করাইয়া দেয়।

১২। অগ্নি-দহন—অগ্নির সন্তাপ। ১৩। জানলু—জানিলাম।

১৫। পঁহু, পহু—প্রভু। ১৩২ এবং ১৫৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৪)

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম ॥ ৪ ।
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ ॥ ৭ ।
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু,
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ ॥ ১১ ।
আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান ॥ ১৫ ।

১-৪। মাধব আর কত দিন মথুরাপুরে থাকিবে, বিধাতার বিমুখ হওয়া কতদিনে ঘুচিবে। দিন গণনার জন্য অঙ্কপাত করিয়া নখ ক্ষয় করিলাম। (সে বুঝি) গোকুলের নামও ভুলিয়া গিয়াছে। ৫। হরি হরি—আক্ষেপোক্তি।

৬। স্নেহ স্মরণ করিয়া করিয়া. আমার দেহ ক্ষীণ হইয়া গেল।

৮। পিয়ারী—প্রিয়তমা। ৯। এখন দেখাও সন্দেহ।

১০-১১। ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমণ করিয়া সকল কুসুমে বিহার করিয়াও কমলিনীর স্নেহ বিস্মৃত হয় না।

১২। আশ নিগড় করি—আশাশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া।

১৩। এখনই প্রাণ যে করিতেছে। ১৪। বিদ্যাপতি বলিতেছে, আশাহীন হইওনা, সে সুন্দর কানাই আসিবে।

(১৫)

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু
ভৈ গেল কাল বসন্ত ।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত ॥ ৪ ।
জাননু রে সখি, কুদিবস ভেল ।
কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নহি দেল ॥ ৭ ।
এত দিন তনু মোর সাধে সাধায়নু
বুঝনু আপন নিদান ।
অবধিক আশ, ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ-পরাণ ॥ ১১ ।
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ১৫ ।

১। তাপায়লু—তাপায়ল । কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে তাপাতনু ।
১-৩। সুশীতল চন্দ্রকিরণও তাপ-প্রদানে উত্তপ্ত করিল। বসন্তও কাল-স্বরূপ হইয়া গেল। কান্ত কাকমুখে(ও) সম্বাদ পাঠাইলেন না।
৭। ফিরে দেখা দিল না। ৮। সাধে সাধাওনু—আশায় আশ্বাস দিয়াছি। ৯। নিদান—অবসান, শেষ, পরিণাম। ১০। অবধির—(বিরহ শেষ হইবার) আশা, (কাহিনী হইল) কথামাত্রে পরিণত হইল।
১৩। সমুঝায়ব—(সমঝাইয়া দিব)—বুঝাইব।
১৪। প্রিয়তমের এই বিচ্ছেদ তাপ সমুদ্রাগ্নিরও অধিক হইল।
পদামৃত সমুদ্রের পাঠে ৫ম ছত্র এইরূপ :—
" জানলু রে সখি জানলো রে, কিয়ে মোর কুদিবস ভেল ॥"

(১৬)

ফুটল কুসুম নব . কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম- শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥ ৪।
চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জাননু বিহি প্রতিকূল॥ ৮।
অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ॥ ১২।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
.মাধব নিকরুণ অন্ত॥ ১৬।

৩। সিধায়ল—(গ্রাং সেঁধুল) প্রবেশ করিল।

৫। উতাপই—সন্তপ্ত করে। ৬। উতরোল—উচ্চশব্দ, ঝঙ্কার। এখানে উচ্চ শব্দ করে বা ঝঙ্কার করে। ১০। তিরপিত—তৃপ্ত।

১২। পাঠান্তর, " এ সুখ সময়ে সহজে " পদামৃত সমুদ্রের পাঠ " এ সব সময়ে সহয়ে " ১৪। পরিযন্ত—(পর্যান্ত) পরিণাম।

১৬। নিকরুণ-অন্ত—নির্দ্দয়ের শেষ, অতিশয় নিষ্ঠুর অথবা নিষ্ঠুর হৃদয়।

(১৭)

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল কুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥ ৪।
আব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥
ইহ সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব, কো কব তাহ? ৮।
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥

---

(১৮)

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যতগুণ বিসরিত ভেলা॥ ৪।

৩। বিথার—বিস্তার। ৫-৬। এই সময়ে যদি গিয়া কৃষ্ণকে সংবাদ দাও তাহা হইলে তিনি আসিবেন—আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে।

৭-৮। এই সুখের সময়ে আমার সেই নাথ কাহার সহিত বিলাস করিবেন, কেইবা তাঁহাকে বলিবে (সংবাদ দিবে।)

১। আমি ভাগ্যহীনা কেহ সঙ্গী হইল না। ২। বহি গেলা—বহিয়া গেল, কাটিয়া গেল। ৪। পূরবক—পূর্ব্বের। বিসরিত—বিস্মৃত।

মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥ ৮।

---

(১৯)

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥ ৩।
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥ ৭।
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥ ১১।

৮। সমঝাইতে—বুঝাইতে।

৩। সন্ততি—সতত, সর্ব্বদা ঝড়, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে।

৫। বরিখন্তিয়া—বৃষ্টিপাত হইতেছে। ৬। পাহুন—নিষ্ঠুর। পাষাণ অর্থে "পাহন" শব্দ অদ্যাপি মিথিলায় ব্যবহৃত হয়। "পাহুন" কথাটী পাহনেরই রূপভেদ। ষ স্থানে খ ও খ স্থানে ঘ (প্রাকৃত প্রকাশ। ২। ২৭) আদেশ ভাষাবিৎ সকলেই বুঝিবেন। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "বাহুন" দৃষ্ট হইল। ১০। দাদুরী—দর্দ্দুর, ভেক। ১১। বুক (ছাতি) ফাটিয়া যায়।

তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥ ১৫।

---

(২০)

স্বজনি কো কহু আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পতিয়াই॥ ৩।
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা॥ ৭।
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু
খোয়নু এতনু আশে।

১২-১৩। পংক্তির পাঠ বটতলার ছাপায় এইরূপ :—
" তিমির ভরি ভরি, জোর যামিনী
স্থির বিজুরী পাঁতিয়া।"

১৩। পাঁতিয়া—পংক্তি, শ্রেণী। থির—স্থির। বিদ্যুতের পঙ্‌ক্তি এত ঘন ঘন দৃষ্ট হইতেছে যে উহা যেন স্থির বলিয়াই বোধ হয়।

১৪। গোঙায়বি—যাপন করিবে। ১৫। রাতিয়া—রাত্রি।

৩। পতিয়াই—প্রত্যয় হয়। ৬। বরিখ—বৎসর। "বরখ" শব্দই অধিক দৃষ্ট হয়। ৭। বটতলার পাঠ—"খোয়ানু এতনুয়াক আশা।"

হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী-মাসে ॥ ১১।
অঙ্কুর, তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নবযৌবন, বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥ ১৫।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি
অব্ নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৯।

(২০ ক)

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ॥ ৪।

১০-১৩। চন্দ্রের কিরণেই যদি নলিনী জর্জ্জরিত হয়, বসন্তকালে (বা বৈশাখ মাসে) কি করিবে ?

১২-১৩। যদি তপন তাপে অঙ্কুর জরিয়া যায় তাহা হইলে জল-প্রদ মেঘের সঞ্চারে কি হইবে ? মেহে—মেঘে। প্রাকৃতে খ, ঘ, থ, ধ, ভ—হ হয়।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে কোন প্রভেদ নাই, কেবল অগ্র পশ্চাৎ সন্নিবেশের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা উপলক্ষিত হয়।

১-৪। এই কয়েক ছত্র পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতাতেও আছে। সাদৃশ্য হেতু, সংখ্যা করণ কালে স্বতন্ত্র গণনা না করিয়া "২০ ক" বলিয়া এই পদের নির্দ্দেশ করা হইল।

হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে, যদি কণ্ঠ সুখায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥ ৭।
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ॥ ১১।
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছান্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে ॥ ১৫।

(২১)

কুসুমিত কানন হেরি কমল-মুখী
মুদি রহয়ে দু নয়ান।
কোকিল কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কাণ ॥ ৪।

৬। সুখায়ব—শুকাইবে, শুষ্ক হইবে।

৯। বরিখব আগি—অগ্নি বর্ষণ করিবে। ১১। অন্বয় ও অর্থ অস্পষ্ট।

১৩। সুরতরু—কল্পতরু। বাঁঝ—বাঁঝা, বৃক্ষ পক্ষে রাঁড়া, বাঁঝকি ছান্দে-ফলহীনের ন্যায়। "বন্ধ্য ইব ইত্যর্থঃ।"—ইতি রাধামোহন ঠকুরস্য ব্যাখ্যায়াং।

১৪। ঠাম—স্থান। ১৫। ধন্ধে—সন্দেহে।

মাধব শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি
গুণি গুণি প্রেম তোহারি ॥ ৭।
ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠত
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥ ১১।
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিব সিংহ নরপতি
লছিমাদেবী পরমাণ ॥ ১৫।

(২২)

যছুঁক বিরহ ডরে চীর চন্দন
উরে হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা ॥ ৩।

৫। শুন কাহ্নাই বচন হামারি—পদামৃত সমুদ্র।
৬। দুবরি—দুর্ব্বল। ১৩। মেহ—মেঘ।
১৪। চতুর্দ্দশীর চন্দ্রবৎ। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে চন্দ্র যেরূপ ক্ষীণ হয় তদ্বৎ।

১-৩। যাহার বিরহের ভয়ে বস্ত্র, চন্দন, বা হার বক্ষঃস্থলে দিই নাই—সে এখন গিরি নদীর অন্তরে অবস্থিত। কৃষ্ণের বক্ষে অবস্থান কালে তাঁহার ও আমার বক্ষঃ মধ্যে ব্যবধান হইবে ভাবিয়া বস্ত্র চন্দন ও হার বুকে রাখি নাই—এখন কত শত পর্ব্বত ও নদী আমাদিগের মধ্যে ব্যবধান হইয়াছে।

"যছুঁক বিরহ ডরে"—এই কয়েকটী কথা পদ-কল্পতরু বা পদামৃত সমুদ্রে নাই, শ্রীপদরত্নাকর হইতে সংযোজিত হইয়াছে। কোন কোন প্রাচীন পুথিতে পাঠ—"রুহে রাহ না দেলা।" তাহার অর্থ বোঝা যায় না।

Cf. "হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ ভীরুণা।
অধুনা চাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ ॥"

পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥ ৭।
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখি, নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥ ১১।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি।

(২৩)

মাধব অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ-শবদে মদন অতি কোপিত
তাই দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা। ৩।

৮-৯। পূর্ব্ব জন্মে বিধাতা ভ্রম বশতঃ লিখিয়াছেন যে প্রাণনাথকে দেখিতে পাইব—কিন্তু কর্ম্ম ফলে পাইলাম না।

১০। আন—অন্য। আন দেশে—অন্য দেশে। পাঠান্তর—আনদে—অন্যের সহিত। ১১। ঝাঁঝর—জর্জ্জরিত।

২। সারঙ্গ-শব্দে—কোকিলের শব্দে, অথবা ভ্রমর-ঝঙ্কারে। রাধামোহন চাতক অর্থ ধরিয়াছেন। কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন "হরিণের শব্দ শুনিলে।" বস্তুতঃ হরিণের শব্দে মদনের উদ্রেক হয় এই প্রথম শুনা গেল; বিদ্যাপতির ভাগ্যক্রমে "সিংহের গর্জ্জন শুনিলে" অর্থ করেন নাই।

(সারঙ্গ শব্দের নানা অর্থ ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) কোপিত—উদ্দীপ্ত।

রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সেহেন সুন্দরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ বিখ জ্বালা ॥ ৭ ।
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই
সোই লুঠত মহীঠামে।
পুণমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পক দামে ॥ ১১ ।
সোহি অবধি দিন বহু অশোয়াশলু
তৈঁ ধনী রাখত পরাণে।

পদামৃত সমুদ্রে পাঠ—"অধিকাস্তেন।" ৬। আগরি—আগর—(অগ্র শব্দজ) অগ্রণী—অগ্রগণ্য, প্রধান শ্রেষ্ঠ। তথা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে:—

"গুণসাগর নাগর-আগর হে।
নট, না কর, না কর, না কর হে ॥"

৬-৭। রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ তাদৃশ সুন্দরীকেও বিরহ-বিষের জ্বালা, জর্জ্জরিত করিয়াছে।

৮-৯। যে বক্ষঃস্থল ভিন্ন অন্য শয্যা স্পর্শ করিতে পারিত না সে ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে।

১০-১১। যেন পূর্ণিমার চাঁদ শুষ্ক (ঝামর) চম্পকদামে খসিয়া পড়িয়াছে। (রূপক) অর্থাৎ সুন্দরী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া অবস্থান করিতেছে। এ রূপকে হস্তের অঙ্গুলি মলিন চম্পক, মুখ পূর্ণিমার চাঁদ।

১২। পদকল্পলতিকার পাঠ "মোদিত অবধি।" আশোয়াশলু—আশ্বাস দিলাম। সেই দিন অবধি অনেক বুঝাইয়াছি, ধনী তাই প্রাণ রাখিয়াছে।

ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ানে॥ ১৫।

(২৪)

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥

পদামৃত সমুদ্রে শেষ কয়েক পংক্তি এইরূপঃ—

"তো বিনু সুন্দরী ঐছন ভেলহি
যৈছে নলিনি পর পালা॥
সকল রজনী ধনী রোই গোঙাওই
সপনে না দেখয়ে তোর।
ধৈরজ কৈছে ধরব বর কামিনী
বিপরীত কাম বিমোর॥
বিদ্যাপতি ভন, শুন বর মাধব
হাম আওল তুয়া পাশ।
চোকে চলহ অব ধৈরজ না সহ
ঐছন বিরহ হুতাশ॥"

রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা।—"নলিনী পর পালা ইতি পদ্মোপরি ঘনীভূতো নীহারো যথা।"

১। অবধি—সীমা। সীমা করিয়া অর্থাৎ কালি পর্য্যন্ত আসিবার সময় স্থির করিয়া।

২। "কল্য" এই শব্দ লিখিতে লিখিতে প্রাচীর পুরিয়া গেল। ভীত—ভিত্তিশব্দজ, প্রাচীর।

ভেল পরভাত, পুছই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ ॥ ৪।
কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণী গণ রাখল বারি ॥ ৮।

---

(২৫)

প্রেমক গুণ কহই সবকোই।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই ॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব্ কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত ॥ ৪।
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই।
হরি হরি পিরীতি করয়ে জনি কোই ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি ? ৮।

৩-৪। প্রভাত হইয়া গেল, সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সখি "কালি" কবে বলিয়া দাও।

৮। পুরনারীরা আটকাইয়া (বারণ করিয়া) রাখিয়াছে। বারি—নিবারি পাঠও দৃষ্ট হয়।

৫। মোই—আমাকে। ৬। জনি—পাছে; যেন না। "জনি" শব্দের অর্থ "যেন" ও হয় "যেন না" ও হয়। অনেকে অকারণে পাঠের পরিবর্ত্তন করিয়া "না" বসাইয়াছেন। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ৮। আগে জল খাইয়া শেষে জাতির বিচার ?

(২৬)

কত গুরু-গঞ্জন দূরজনবোল।
মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল॥
কুলজা-রীতি ছোড়লু যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অগাগি॥ ৪।
সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন বচন অবধান॥ ৮।
নারী অবলা হাম কি বোলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান॥

২। ভোল—বিহ্বল। যছু লাগি—যাহার জন্য।

৪। অগাগি, অঙাগি—সঙ্গ। (অঙ্গাঙ্গি)। বিছুরল—বিস্মৃত হইল; পরিত্যাগ করিল।

৩-৪। যাহার জন্য কুলজ-রীতি পরিত্যাগ করিয়াছি সেই এখন আমার সঙ্গ পরিহার করিল।

৫-৬। সখি মুরারিকে, স্মরণ করাইয়া বলিও—সুপুরুষ দোষ বিচার করিয়া তবে (নাগরীকে) পরিত্যাগ করে। সোঙরি এখানে নিজন্তার্থক।

৮-৯। হে সহচরি! যিনি (যে নাগর) মতিমান্, তিনি ক্রূর বা নিষ্ঠুর বাক্যেও মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া থাকেন। পিশুন-বচন অর্থে দুর্জ্জনের বাক্যও হয়।

কোন টীকাকার অর্থ করিয়াছেন "কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ করেন।"

৯-১০। আমি অবলা নারী, আর কি' বলিব—তুমি গুণনিধি ও বাক্‌পটু?

মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দেখি রোখ অবগাই ॥ ১২।
তুহু বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান ॥

---

(২৭)

লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ।
তহি কমল-মুখী করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥ ৪।
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামর চরই ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিন্দ না হোয়।
অবনত আননে ধনী কত রোয় ॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥

১২। অবগাই—অব-গ্রহণ করিয়া, নিরাকরণ বা প্রশমন করিয়া। এখানে মগ্ন হইয়া নহে। তবে ণিজন্তার্থে " ডুবাইয়াও " হইতে পারে।

মধুর বচনে কানুকে বুঝাইয়া, ক্রোধের প্রশমন করিয়া—এইরূপ কর দেখি।

১-২। নয়নজলে নদী বহিয়া গেল। তাহাতেই কমলমুখী স্নান করিল। তহি—পাঠান্তর—ততহি।

৩-৪। মাধব! একবার তোমার রূপ নয়ন ভরিয়া (পান করিতে) দেখিতে পাইলে—তোমার রাই বাঁচিতে পারে।

৫। ফুয়ল—আলুলায়িত। উরে—বুকে। ৭। নিন্দ—নিদ্রা।

৮। রোয়—কাঁদে। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে সামান্য শব্দ ভেদ মাত্র দৃষ্ট হয়।

(২৮)

মনে ছিল না টুটব লেহা ।
সুজনক পরীতি পাষাণক রেহা ॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত ।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত ॥ ৪ ।
এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি ।
বিফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি ॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী ।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি ॥ ৮ ।
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা ।
যাকর পিরীতি সো জন অন্ধা ॥

---

(২৯)

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই ।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই ॥ ৩।
তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল
ঐছন তুয়া অনুরাগে ।

১। লেহা—স্নেহ, প্রণয় । পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য । ১-২ । ভাবিয়াছিলাম প্রণয় ভাঙ্গিবে না, সুজনের প্রেম পাষাণ-রেখার সদৃশ ।
৪। এরূপ দৈবের গঠন জানি নাই। ৬। প্রেমের অঙ্কুর-নষ্ট করা বৃথা। ১০। যাকর—যাহার। যাহার প্রেম সে অন্ধ।

২। মোড়লি—মুড়াইলি, নষ্ট করিলি । ৪ । পসারল—বিস্তৃত হয়, ভাসিয়া বেড়ায় । তৈল যেমন জলের সঙ্গে মিশে না, উপরে ভাসিয়া বেড়ায় তোমার অনুরাগও সেই প্রকার । এখানে, পসারল—পসারয় ; শুখায়ল—শুখায় ।

সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে॥ ৭।

কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই।

আপন করে হাম মূড় মূড়ায়নু,
কানুক প্রেম বাঢ়াই॥ ১১।

চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।

দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই॥ ১৫।

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।

আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥ ১৯।

৬। বালির উপরিস্থ জল যেরূপ ক্ষণে শুষ্ক হয় তোমার সোহাগও সেইরূপ।

৯। তাকর—তাহার। লোভাই—লোভে।

১০। মূড় মূড়ায়নু—মাথা মুড়াইলাম।

১২-১৩। চোরের নারী যেমন বস্ত্র মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদে (ফুকরিয়া কাঁদিতে পায় না) আমিও সেইরূপ মনে মনে কাঁদি। ছাপাই—ছাপিয়া, ঢাকিয়া, লুকাইয়া।

১৪। যেন পতঙ্গ দীপকের লোভে ধাবমান হয়। ১৫। সেইরূপ ফল ভোগ চাই। ১৬। কলিযুগ রীতি—কবিপ্রয়োগ ৭ দ্বাপরের অন্তে ও কলির পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণের লীলা হইয়াছিল।

(৩০)

হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন গতি মোরা॥ ৪।
পহিল বয়স মোর, না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হবে পুন মেল॥ ৮।

(৩১)

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥ ৪।

এই কবিতার ১ম হইতে ৪র্থ পংক্তি পর্য্যন্ত পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না। পদামৃত সমুদ্রে পাঠের কোন ব্যতিক্রম নাই। কোন হস্তলিখিত পুথিতে ছত্র সন্নিবেশের পর্য্যায়ভেদ উপলক্ষিত হইল।

২। দুজে—দ্বিতীয়। একে বিরহ বড়ই দারুণ; তাহার উপর, তাহার দ্বিতীয় বা দোসর, মদন সহায় হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের টীকা—"ততঃ হাম অবলা দুখ সহনে না যায় ইত্যাদিনা নিজ দুঃখং কথয়তি। দুজে দ্বিতীয়ঃ॥" দুইখানি পুথিতে "দুখে" ও "দুক্কে" পাঠ দৃষ্ট হইল।

আন কয়ল চিতে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥ ৮।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি॥ ১২।

---

(৩২)

কতি দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কতি দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥ ৪।
কত দিনে পিয়া মোর পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥ ৮।

৫। মনে এক করিলাম বিধি আর এক করিল। দুইটী আন বা অন্য মহদন্তর সূচনা করিতেছে। চিতে—পাঠান্তরে—হিয়ে।

৭। মাহ—মধ্যে। ৮। নাহ—নাথ।

৯-১০। শুনিতে শুনিতে কঠিন প্রাণ নির্গত হউক (তোমরা) শ্রবণে শ্যাম নাম গান কর।

১১-১২। সুপুরুষ ও রমণী মৃত্যুশেষ অবধি প্রেম বিস্তার করে।

১২। বিথারি—বিথারই, বিস্তার করে। পাঠান্তরে—ভিখারী।

বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ সব দুখ, মিলত মুরারি॥

---

(৩৩)

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরানলে এ তনু জর জর,
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে॥ ৪।
হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥ ৮।
শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে
যামুন সলিলে সব ডার রে॥ ১২।

শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—" ততো জনত্রয়েণাশ্বাসিতা মরণ মুক্তাতি কতিদিনে ঘূচব ইত্যাদিনা পুনর্ব্বিলপতি।

১০। ভাগউ—ভাগুক, দূর হউক।

৪। কুশল সংবাদ শুনিবার জন্য। ৯। শঙ্খ—শাঁখা। চুর—চূর্ণ।
১০। গজমুক্তারহার ভাঙ্গিয়া ফেল। ১১। প্রিয়তম যদি পরিত্যাগ করিলেন, বেশবিন্যাসংকরিয়া কি হইবে? শিঙ্গার—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।
১২। সমস্ত যমুনার জলে ফেলিয়া দাও। ডার—ফেল। ফেলিয়া দাও।

সীঁথার সিন্দূর, মুছিয়া কর দূর,
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী,
দুখ ভেল অবশেষ রে ॥ ১৬।

———

(৩৪)

যো দিন মাধব, পয়াণ করল,
উথল সো সব বোল।
শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল,
নয়ানে গলতহি লোর ॥ ৪।
দিবি করিয়া, শপথ করল,
নিয়ড়ে আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি, শিরে ঠেকায়লু,
সো সব ভৈগেল আন ॥ ৮।
পথ নিরখিতে, চিত উচাটন,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরই,
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা ॥ ১২।

২। সে সকল কথা উথিত হইল। ৩। করুণা—শোক। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ৪। নেত্রে জল ঝরে। ৫। দিবি—দিব্য। শপথের পুনরুক্তি দৃঢ়তা ব্যঞ্জক। ৬। নিয়ড়ে—নিকটে। ১২। যতা—যত।

কোন সে নগরে, হরল নাগর,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি, শুন লো যুবতি,
তোহারি নাগর চোর॥ ১৬।

---

(৩৫)

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ান নয়ন ঝরু নীরে॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয়॥ ৪।
কোই কমল দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস॥
কোই কহে আয়ল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি॥ ৮।
উরে দোলে শ্যামল বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝাওয়ে॥ ১২।

১। চীর—বস্ত্র। কেশ মলিন ও অঙ্গ অপরিচ্ছন্ন বস্ত্রে (আবৃত।)

৪। সোয়—সে। সে তোমার গুণে লুব্ধা হইয়া মুগ্ধা হইয়াছে।

৯। কৃষ্ণ কেশপাশ বক্ষে দুলিতেছে। দোলে—পদামৃত সমুদ্রের পাঠ "দোলত।"

১০। " কনক কলস পর কাল সাপিনী।"—গীতচিন্তামণি।

(৩৫ ক)

নদী বহে নয়ানক নীরে।
মুরছি পড়ল তছু তীরে॥
মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা।
তোহে নাহি তিরিবধ শঙ্কা॥ ৪।
তৈখনে খিন ভেল শাসা।
কোই নলিনী দলে করয়ে বাতাসা॥
চৌদশী চান্দ সমান।
তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ॥ ৮।
কোই রহ রাই উপেখি।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি॥
কোই সখি পরিখই শ্বাস।
হাম ধায়লু তুয়া পাশ॥ ১২।
পালটি চলহ নিজ গেহ।
মণে গুণি পূরব সিনেহ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
মনে জানি বুঝহ সেয়ান॥ ১৬।

এই কবিতাটী পূর্ব্বোক্ত গীতেরই একপ্রকার রূপান্তর। তজ্জন্য ইহার সংখ্যা স্বতন্ত্র করা গেল না।

২। তছু—তাহার। Cf. লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ।
৩। বঙ্কা—বক্র। ৪। তিরি-বধ—স্ত্রীবধ, স্ত্রীহত্যা।
৫। তৈখনে—সেই সময়ে, তখন। খিন—ক্ষীণ। শাসা—শ্বাস।
৭। চৌদশী—চতুর্দ্দশী। ৮। শূন—শূন্য।
৯। উপেখি—উপেক্ষা করিয়া। ১০। ধুনি ধুনি—নেড়েচেড়ে।
১৪। গুণি—গণনা করিয়া। পূর্ব্ব-স্নেহ স্মরণ করিয়া।

(৩৬)

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।

বিরহ বিপতি না দেই সমতি
রহল বদন চাই ॥ ৩।

মরকত স্থলী শুতলি আছলি
বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।

নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক রেহা ॥ ৭।

বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক শোহে।

রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে ॥ ১১।

বিরহ বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।

ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান ॥ ১৫।

২। বিপতি—বিপত্তি। সমতি—সম্মতি; সম্মতি দেয় না, উত্তর দেয় না।

৪। মরকতস্থলী—হরিদ্বর্ণ মণিমণ্ডিত শিবির, বা (তৃণমণ্ডিত) হরিৎক্ষেত্র। শুতলি—শয়ন করিয়া।

৬। নিকষ পাষাণে—কষ্টি পাথরে। ৭। রেহা—রেখা। মদন যেন কষ্টি পাথরে কষিয়া স্বর্ণরেখা অঙ্কিত করিয়াছে।

৯। শোহে—শোভে। ১১। আমার ঐরূপ বোধ হইল। অথবা—ঐরূপ মোহ জন্মিল।

(৩৭)

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই ॥
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা ॥ ৪।
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা ॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরি মাথ ॥ ৮।
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জ্বর জারি ॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ ॥ ১২।

২। চিত-পুতলি—চিত্র পুত্তলিকা। ৩। চৌপাশা—চারি পাশে।

৪। তাহার নাসিকায় অতি মৃদু মৃদু শ্বাস বহিতেছে।

৫। দেহ অতি ক্ষীণ—সুবর্ণের রেখা সদৃশ।

৬। দেখিলে কেহ আর তাহার নিজের দেহ বলিয়া বিশ্বাস করে না।

৭। দুই হাতে বালা ও কঙ্কণ খসিয়া পড়িতেছে।

৮। এলোচুল মাথায় সম্বরণ বা নিবারণ করা যায় না, আটকান যায় না। ৯। চেতন ও মূর্চ্ছা বোঝা যায় না।

১০। জারি—জারই, জারে, জর্জ্জরিত করে।

১১-১২। অক্ষয় বাবুর পাঠ, ভেজল। অর্থ—"কোন নির্দ্দয় দেহ জগজ্জনের প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছে।"

হে নির্দ্দয়-দেহ, সে এখন জগজ্জনের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। অথবা দেহ নির্দ্দয় হইয়া জগজ্জনের স্নেহ ত্যাগ করিয়াছে।

(৩৮)

মাধব যাইঞা পেখহ বালা।

আজিহুঁ কালি পরাণ পরিতেজব

কত সহ বিরহক জ্বালা ॥ ৩।

শীতল সলিল, কমল দল শেজহি,

লেপহুঁ চন্দন-পঙ্কা।

সো সব যতহুঁ আনল সম হোয়ল

দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা ॥ ৭।

শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি

ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।

চমকি চমকি ধনী বোলত শিব শিব

জগত ভরল তছু আগি ॥ ১১।

কিয়ে উপচার বুঝই না পারই

কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল

অবহু করহ অবধানে ॥ ১৫।

১। পদামৃত সমুদ্রে "যাই না পেখসি।" ২। পরিতেজব—পরিত্যাগ করিবে।

৪-৬। শীতল সলিল, কমলদল শয্যা, চন্দন ও পঙ্ক-প্রলেপ, সমস্তই অগ্নিসম হইয়াছে।

৬। আনল—অগ্নি। ৭। মৃগঙ্কা—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র; বায়ুও হইতে পারে।

৯। ক্ষেপহি—হস্ত পদাদি প্রক্ষিপ্ত করে। শেষ নিশির পরিবর্ত্তে "দিশি" পাঠও দৃষ্ট হয়। ১১। আগি—অগ্নি। তাহার অগ্নিতে জগৎ ভরিয়া গেল। ১২। ইহার উপচার বা চিকিৎসা কি বুঝিতে পারি না। কিয়ে—পাঠান্তর, ক্যাহে। ১৪। এখনই অবধান কর, বিধাতা দশমীদশার [মৃত্যুর] সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ এখন কেবল মরিতে বাকি।

(৩৯)

মাধব কত পরবোধব রাধা।

হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি

অব জীউ করব সমাধা ॥ ৩।

ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত

পুনহি উঠই নাহি পারা।

সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী

বৈরী মদন শরধারা ॥ ৭।

অরুণ নয়ান লোরে তীতল কলেবর

বিলোলিত দীঘল কেশা।

মন্দির বাহির করইতে সংশয়

সহচরী গণতহি শেষা ॥ ১১।

কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর

ঘন ঘন উতপত শ্বাস।

ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী

জীবন বন্ধন আশ পাশ ॥ ১৫।

১। পরবোধব—প্রবোধ দিব। ২। বেরি বেরি—বার বার।

৩। এখন জীবন শেষ (সমাধা) করিবে। ৬। জগমাহ—পৃথিবীর মধ্যে।

৯। দীঘল—দীর্ঘ। ১০। নয়ান-লোরে—নেত্রজলে।

১১। সহচরী শেষ গণনা করিতেছে, অর্থাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে।

১২-১৩। দুঃখের কথা বলিব কি, যেন অন্তর ভেদ করিয়া ঘন ঘন শ্বাস উঠিতেছে। উতপত—ঊর্দ্ধগত, উদ্গত।

১৪। (সে কলাবতী) আশা-পাশেই জীবন বন্ধন করিয়া আছে।

(৪০)

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে ॥
আছইতে আছল কাঞ্চন পুতুলা।
ভুবনে অনুপাম রূপ গুণে কুশলা ॥ ৪।
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদ কি রেহা ॥
বামকরে কপোল লুলিত কেশ ভার।
কর নখে লিখু মহী আঁখি জলধার ॥ ৮।
বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান।
রাজা শিব সিংহ ইথে পরমাণ ॥

(৪১)

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনক পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি ॥ ৪।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

৩। আছইতে আছল—থাকিতে ছিল। অর্থাৎ পূর্ব্বে সে সোনার পুতুলের ন্যায় ছিল। থাকিতে ছিল, চলিতে চলিল, উঠিতে উঠিল প্রভৃতি প্রয়োগ কোন কোন অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে।

৫। ঝামর দেহা—মলিন অঙ্গ, বিবর্ণ-দেহ।

৭। লুলিত—বিলোলিত, আলুলায়িত।

৩। না মিলয়ে দিঠি—চক্ষু মেলে না। ৪। লোটি—লুন্ঠিত হয়।

কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী ॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী ॥ ৮।

---

(৪২)

হিমকর পেখি, আনত কর আনন
রহত করুণা পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি ॥ ৪।
মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী,
অবহু পালটি গৃহে যাসি ॥ ৭।

৫।' তোমার প্রেম কেমন কে জানে? ৬।' বাঢ়ই—বাড়াইয়া—(ণিজন্তার্থক।)

২। করুণা (বা কাতরা) অথবা, কাতর ভাবে, পথ চাহিয়া থাকে।

৩। নয়নের কজ্জল দিয়া বিধুন্তুদ (রাহু) অঙ্কিত করে।

৪। কোন কোন মহাজন অর্থ করেন "ঠারে" বা ইঙ্গিতে কথা কহে। রাহুকে বলে চন্দ্রগ্রাস কর। অক্ষয় বাবু অর্থ করিয়াছেন :—তাহার সহিত কুপিত ভাবে (টেরি) কথা কহে। অর্থাৎ রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করে নাই বলিয়া তাহার উপর (ক্রোধ প্রকাশ করে।)

৫। পরবাসি—প্রবাসী। ৭। অবহু—এখনও।

দখিন পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ ॥ ১১।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিব সিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতক ডর, পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি ॥ ১৫।

(৪৩)

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম পাশে, তনু গাঁথল,
অব তেজল মোর সঙ্গ ॥ ৪।

৮। দখিন—দক্ষিণ। ১০-১১। প্রাণ গত প্রায়, আশা দিয়া রাখে, দশ নখে ভুজঙ্গ অঙ্কিত করে। ভুজঙ্গ—পবনাশী, সুতরাং সর্পগণ যেন পূর্ব্বোক্ত মলয় বায়ুকে খাইয়া ফেলে—ভুজঙ্গ আঁকিবার এই উদ্দেশ্য।

১৩। উপচারি—উপচার, চিকিৎসা।

১৪-১৫। পরভৃতের বা কোকিলের ভয়ে হস্তে পায়স লইয়া বায়সের নিকটে চীৎকার করিয়া কথা কহ। অর্থাৎ বায়স যেন আর কোকিলকে প্রতিপালন না করে, তাহাকে ডাকিয়া, এই অনুরোধ কর।

১। সুখে মুখ—পাঠান্তর মুখে মুখে।

৩। পাশ—রজ্জু বা জাল। অপূর্ব্ব-প্রেম-বন্ধনে তনু গ্রথিত করিল।

সখি ! হাম জীয়ব কথি লাগি ।
যো বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে,
সো ভেল পর অনুরাগী ॥ ৭ ।
অঙ্গুলক আঙ্গুটি, সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার ।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর
বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার ॥ ১১ ।

(৪৩ ক)

সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর
ঘরসঞে বাহির হোয় ।
বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই
অত এ নিবেদলু তোয় ॥ ৪ ।
মাধব কত পরবোধব তোই ।
দেহ দীপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গোঙায়লি রোই ॥ ৭ ।

৫। সখি, আমি কি জন্য জীবন ধারণ করিব ?

৮। আঙ্গুটি—অঙ্গুরী, আংটী। বাহুটী—বাউটী, করাভরণ বিশেষ। আমি এত কৃশ যে আঙ্গুলের আংটী বাউটীর মত হইয়াছে। অর্থাৎ এখন তাহা আর আঙ্গুলে না পরিয়া হাতে পরিলেও পরা যায়।

৯। (আমার দুর্ব্বলতার জন্য) হারও অত্যন্ত ভারি হইয়াছে।

১১। পাঠান্তর—সহই না পারিয়ে আর।

পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হইল না।

১। কন্দরে—কন্ধরে, স্কন্ধে। ২। ঘর সঞে—ঘর হইতে।

৪। অতএ=অনন্তর এই ; অতএবও হইতে পারে।

৫। পরবোধব—প্রবোধ দিবে। ৬। দীপতি—দীপ্তি, কান্তি।

অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধাওল
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তুক দোসর দেহা ॥ ১১।
নবমী দশা গেলি দেখি আয়লু চলি
কালি রজনী অবসানে।
আজুক এতখন গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি পয়ে জানে ॥ ১৫।
কেলি কলপতরু সুপুরুখ অবতরু
বিদ্যাপতি কবি ভাণে।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণে ॥ ১৯।

(৪৪)

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥

৮। অঙ্গুরী বলয় সদৃশ হইল; অর্থাৎ দেহ ক্ষীণ হওয়াতে হস্ত এরূপ কৃশ হইল যে অঙ্গুরী আঙ্গুলে না পরিয়া হাতেই পরা গেল। ৮। পিন্ধাওল—পরাইল।

১১। তন্তুক দোসর—দ্বিতীয় তন্তুবৎ, তাঁতের সদৃশ। এত কৃশ যে দেহ তাঁতের দ্বিতীয় বলিলেই হয়। নবমীদশা—১ ইচ্ছা, ২ চিন্তা, ৩ স্মৃতি, ৪ গুণকীর্ত্তন, ৫ উদ্বেগ, ৬ বিলাস, ৭ উন্মাদ, ৮ ব্যাধি, ৯ জড়তা, ১০ মৃত্যু। এই দশটী কাম-দশা। ইহার মধ্যে নবমীদশা জড়তা বা মূর্চ্ছা। অথবা—

চক্ষুরাগস্তদনুমনসঃ সঙ্গতির্ভাবনা চ ব্যাবৃত্তিঃ স্যাত্তদনুবিষয় গ্রামতশ্চেতসোঽপি।
নিদ্রাচ্ছেদস্তদনু তনুতা নিস্ত্রপত্বং ততোঽনুন্মাদো মূর্চ্ছা তদনুমরণং স্মার্দশাপ্রক্রমেণ ॥

১৫। পয়ে—মৈথিলী পৈঁ, কেবল, নিশ্চয়। বিহি পয়ে-কেবল বিধাতাই।

১৭। পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—নাগর গুরুবর চরণে ॥

১। সোয়াথ—সোয়াস্তি (স্বস্তি শব্দজ) শান্তি।

পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব ॥ ৪।
বন্ধু যাবে দূর দেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ায় গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥ ৮।
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখগান।
রাজা শিব সিংহ লছিমা পরমাণ॥

---

(৪৫)

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান॥
কহনে না পরিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায় ॥ ৪।
কোন বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার ॥ ৮।

৬। নাহি দেখে—যেন না দেখিতে পায়। যেন উহ্য।
৮। ভরমিব—ভ্রমিব, ভ্রমণ করিব।

১। পাসরিতে—বিস্মৃত হইতে, ভুলিতে। হোয় অবসান—অবসন্ন হয়।
২। অব—এখন। কহিতে না লয়—বলা অনুচিত।
৪। রচহ—রচনা কর, স্থির কর।
৭। বেভার—এখানে ব্যবহার নহে, বাহির। মৈথিল—বাহর, হিন্দী বাহার। বহিঃশব্দজাত এই দুই শব্দের বিকারে "বাভার, বেভার' হইয়াছে।

সহই না পরিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জরমাহা সারী ॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ ॥ ১২।

---

(৪৬)

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান ॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ ॥ ৪।
উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া-মাহা জাগ ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ ॥ ৮।

১০। পিঞ্জর মধ্যবর্ত্তিনী সারিকার ন্যায় পুনঃ পুনঃ বা অবিরত অস্থির ভাবে বিচরণ করিতেছি। মাহা—মধ্যে। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

২। নাথ রসিক শ্রেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত (বিদগ্ধ) জানিও।

৪। এখনই সেই সুপুরুষ আপনি মিলিবে।

৫। উদভট—উদ্ভট, তীব্র, উৎকট। শ্রেষ্ঠও হইতে পারে।

৭। বান্ধহ থেহ—ধৈর্য্যাবলম্বন কর। থেহ—স্থিরত্ব।

(৪৭)

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগে॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলনু, তুহু থির কর হিয়া॥ ৪।
এত কহি কানু পাশে মিলল সো সখি।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥
শুনতহি কানু মিলিল ধনি-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস॥ ৮।

---

(৪৮)

মাধব ও নব-নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি, বিহিক ডারলি
ভেলি নিমালিক মালা॥ ৩।
সে যে সোহাগিনী দেহ লীনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা॥ ৭।
তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা।

এ কবিতাটী "প্রবোধ" অপেক্ষা "মিলন" শ্রেণীভুক্ত হইলে ভাল হইত।
২। কানুর সহিত এখনি প্রেমভোগ করিবে।
৬। সকল দুঃখ ও প্রেমের রীতি কহিল। দুখী—দুঃখ।

২। ডারলি—সমর্পণ করিলে। বিধাতাকে উৎসর্গ করিলে।
৩। নির্ম্মাল্যের মালা হইল। ৪। গণি—বোধ করি।
৪-৫। বোধ করি তোমার পথ চাহিয়া তাহার দেহ লীন প্রায় হইয়াছে।
৬। নিচল—নিশ্চল, স্থির। ৯ ঝামরু—বিবর্ণ, শীর্ণ। ৮-৯। তোমার বংশীধ্বনি সে দিক ছাড়া অবধি তাহার দেহ শুষ্ক হইতেছে।

জনু সে সোণারে কসি কসটিকে
তেজল কনক রেহা ॥ ১১।
ফুয়ল কবরী না বান্ধে সম্বরি
ধনী যে অবশ এতা।
রূখলি ভুখলি দুখলি দেখলি
সখিনী-সঙ্গ-সমেতা ॥ ১৫।
তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি
আলি আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধ
তা কর জীবন কাহে ॥ ১৯।
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত
ভরম হৈল যথা ॥ ২৩।

১০-১১। যেন সেই সোনাকে কষ্টি পাথরে কসিয়া কেবল রেখামাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছে।

১২। ফুয়ল—আলুলায়িত। ১৩। এতা—এত।

১৪। রুখলি—রুক্ষ। ভুখলি—(ভুখা বা ক্ষুধিত শব্দজ)-কৃশা। দুখলি—দুঃখিতা।

১৬-১৭। বোধ হয়—তুষের ন্যায় খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে ও সখীর (আলি) আলিঙ্গন চাহিতেছে। "তুষসীতি পরিত্যক্ত ধান্যত্বগ্বৎ ভূমৌপততীতি। আলি—আলিঙ্গনেত্যাদিনা প্রেমোন্মাদং সূচিতং"—ইতি বাসুদেব ঠকুরস্য ব্যাখ্যায়াং॥ ১৮-১৯। যাহার পীড়া বা ব্যাধির ঔষধ অন্যের আয়ত্তাধীন তাহার জীবন ধারণ কি জন্য?

অক্ষয় বাবুর কৃত, পরিবর্ত্তিত পাঠ অন্য কোথাও পাইলাম না।

(৪৯)

করে কর ধরি যো কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর ॥ ৪।

রামা হে শপথি করহু তোর।

সোই গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর ॥ ৭ ॥

গলিত বসন লোলিত ভূষণ
ফুয়ল কবরী ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরিবার ॥ ১১।

নিভৃত কেতন হরল চেতন
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি
বিপঁতি পঁড়ল রাধা ॥ ১৫।

---

(৫০)

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর- অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায় ॥ ৩।

২। বিহসি—হাসিয়া। থোর—অল্প। ৪। কয়ল কোর—কোলে করিল।
১১। বিছুরিবার—ভুলিবার। বিছুরি পার—পাঠও আছে।
১২। নিভৃত কেতনে—নির্জন কুঞ্জে। বাধা—পীড়া।
১৪। উমতি—উন্মত্ত। ১৫। বিপতি—বিপথে বা বিপদে। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই।

১। বিছুরণ যায়—ভোলা যায়।

কিছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে
যো কছু কহল বররামা।
কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওলু
চিত রহল সোই ঠামা ॥ ৭।
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই
তাহে রহল মন লাগি।
আনি রমণী সঙে রাজ-সম্পদময়ে
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী ॥ ১১।
দুই এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাই।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই ॥ ১৫।

৪। লহু লহু আখরে—মৃদুস্বরে (অক্ষরে)। ৬। শরীর—পাঠান্তরে হৃদয়।

৭। মন সেই থানেই রহিল। ঠামা—ঠাঁই।

৮। ভাওই—(ভাতি) শোভা পায়।

১০-১১। যে জন্য অন্য নারীর সহবাসে ও রাজ সম্পদ ভোগে বিরাগ-যুক্ত হইয়া রহিয়াছি। সম্পদময়ে--সম্পদমে, সম্পদে।

১২-১৩। দুই এক দিনে আমি নিশ্চয় যাইব, তুমি তাহাকে প্রবোধ দিয়ো। তাই—তাহাকে। রাই পাঠও আছে, অর্থ—রাধাকে।

আশা পুনর্ম্মিলন ও রসোদ্গার।

(১)

যব্ হরি আয়ব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তূর॥
আলিপন দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥ ৪।
সহকার-পল্লব চুচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি॥
ধুপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে॥ ৮।
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥

১। জয়তূর—বিজয় তূরী। ৩। আলিপন—আল্‌পনা। দেবি—দিব।

৭। "অত্র ধুপঃ স্বাঙ্গ সৌরভঃ, প্রদীপোঽত্র নিজাঙ্গকান্তিঃ, নৈবেদ্য উপভোগাতিরেক" ইতি রাধামোহনঃ।

১০। ভাগে—ভাগ্যে। "ভাগ্যে নায়ং রসো ভবতীতি" রাধামোহনঃ।

(২)

পিয়া যব্ আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥ ৪।
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম, গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥ ৮।
নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥ ১২।

---

(৩)

অঙ্গনে আওব যব্ রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম, যতন তঁহু করবে॥ ৪।

২। আপনার দেহেতেই সকল প্রকার মঙ্গলাচার করিব।

৬। ঝাড়ু—চামর। বিছানে—বিস্তারে। ৮। সুঝম্প—যাহার সুন্দর দোলন, কম্পন বা গতি। ১২। দুই এক পলক মধ্যেই তোমার নিকটে আসিবে।

১। রসিয়া—রসিক। ২। পালটি—ফিরিয়া। ৭। হঠিয়া—(১)বলপূর্ব্বক;

রভস মাগব পিয়া যব হি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥ ৮।
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর মধু পিয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥ ১২।

---

(৪)

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান॥
নহি নহি বোলব যব্ হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব্ করব মুরারি॥ ৪।
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥ ৮।

(২)সরিয়া। কাঁচুয়া—কাঁচুলি। আধ দিঠিয়া—অর্দ্ধ দৃষ্টিতে বা আড়চোকে চাহিয়া। ৮। কুটিলভাবে আড়চোখে চাহিয়া হাত দিয়া হাত আটকাইব।
১১। মো—আমার, পাঠান্তর আজু। ১২। ধনি—ধন্য।
পদামৃত সমুদ্রের পাঠে প্রভেদ অতি সামান্য, তদুল্লেখ অনাবশ্যক।

২। দিঠি—দৃষ্টি ; এখানে নেত্র।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
তোহারি পীরিতিক যাও বলিহারি॥

---

(৫)

আওল গোকুলে নন্দ কুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার॥
কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরনু নাগর রাজ॥ ৪।
আজু শুভ নিশি কি পোহায়নু হাম।
প্রাণ পিয়ারে করনু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি॥ ৮।

---

(৬)

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা॥ ৪।

১০। যাও—যাই। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে কোন প্রভেদ নাই।

ইহা স্বপ্নে মিলন সম্বন্ধী গীত। সুতরাং মিলন অপেক্ষা বিরহ পরিচ্ছেদের অধিক উপযোগী। ৪। স্বপনহি—স্বপ্নে, সপ্তমী স্থলে হি।

৪। নিরদন্দা—দ্বন্দ্বরহিত, সুপ্রসন্ন।

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানমু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা ॥ ৮।
সোহ কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥ ১২।
অব সো ন যবহুঁ মোহে পরিহোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥ ১৬।

---

(৭)

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥ ৪।

৫। আজি আমার গৃহকে গৃহ বলিয়া মনে করিলাম। ৯-১০। সেই কোকিল এখন লক্ষ ডাক ডাকুক লক্ষ চন্দ্র সমুদিত হউক। (নাথ যখন নিকটে আছেন, তখন আর ভয় কি ?) ১৩-১৪। এখন, সে যতক্ষণ আমাকে ছাড়িয়া না যায়, ততক্ষণ দেহকে দেহ জ্ঞান করিব। পরিহোয়ত—পরিহার করে, পরিত্যাগ করে। মোহে—আমাকে। মানব—মনে করিব, জানিব।

১৩। পদামৃতসমুদ্রে "অব সো ন" পাঠ নাই, অবহন পাঠ আছে। শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর বলেন "ঐছন ইত্যাস্য পাশ্চাত্য ভাষা অবহন ইতি।" এখানে পাশ্চাত্য অর্থে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সংক্রান্ত। "অব নহ" পাঠও দেখা গেল।

আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥ ৮।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥

(৮)

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥ ৪।
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল।

পদামৃতসমুদ্রে প্রথম চারি ছত্র নাই। ২। দূর পাঠান্তর দুখ। ৭। ওঢ়নী—(গ্রাং—উড়ুনী) চাদর, গাত্রাবরণ। বা—বায়ু, বাতাস। গিরিষি—গ্রীষ্ম।
৮। না—নৌকা। দরিয়া—(যাং ক্ষুদ্রনদী।)
"নিধন বলিয়া পিয়ার না কলুঁ যতন। এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড়ধন॥"
—এই দুই ছত্র পদামৃত সমুদ্রে অতিরিক্ত দৃষ্ট হইল।
উহাতে শেষ ছত্রের পরিবর্ত্তেও এইরূপ আছেঃ—"নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি।"

৪। পরসাদ—প্রসাদে, অনুগ্রহে।

চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ ॥ ৮।
ভণহ বিদ্যাপতি আর নাহি আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি ॥

(৯)

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল ॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু ॥ ৪।
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক বচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে ॥
বিদ্যাপতি অব্ কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার ॥ ৮।

(১০)

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥

১। আধি—মনোবেদনা, মনঃপীড়া। ঔখদ—ঔষধ। বেয়াধি—ব্যাধি।
পদামৃত সমুদ্রের পাঠে প্রভেদ অতি সামান্য। তন্মধ্যে দুই একটী শব্দ ভেদ ও পূর্ব্ববর্ত্তী গীতের দুই এক ছত্র ইহাতে সন্নিহিত হইয়াছে।

২। পাঠান্তর—"পুন পুন হেরইতে" ইত্যাদি।
পদামৃত সমুদ্রে শেষ চরণস্থ বিহার শব্দের পরিবর্ত্তে "বিথার" আছে।

১। দুলহ—দুর্লভ। দুই জনের নিকট দুই জনেই দুর্লভ। পরস্পরের প্রণয় এত প্রগাঢ় যে উভয়ে উভয়কেই অমূল্য বোধ করেন।

করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে ॥ ৪।
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ॥
নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান ॥ ৮
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগর চোর ॥

(১১)

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥ ৪।
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহু জানি ॥
তুহু কৈছে মাধব কহবি মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয় ॥ ৮।

৯। রসিক বিদ্যাপতি বিহ্বল হইয়া বলিতেছে, এ অর্থও করা যায়।
১০। নাগরী-চোর—পাঠে উভয় ছত্রেরই অর্থ অন্য প্রকার।

তুমি হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের কস্তুরী, গলার হার. দেহের সর্ব্বস্ব, গৃহের সার, পাখীর পাখা, মাছের জল, জীবের জীবন—আমি ইহাই জানি। মাধব তুমি কিরূপ, অর্থাৎ তোমার স্বরূপ কি, আমাকে বলিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছে উভয়েই উভয়।

(১২)

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥ ৪।
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায়॥ ৮।
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পীরিতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়॥ ১২।

পদকল্পলতিকায় ইহার একটী পাঠান্তর আছে। উহাতে শেখর রায়ের ভণিতা বলিয়া উদ্ধৃত হইল না। পদামৃত সমুদ্রে, অষ্টম ছত্রের পরে, এই কয়েকটী চরণ অধিক আছে :—

"কর্পূর তাম্বূল আপনি চিবিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া ঈষত হাসিয়া
মুখে মুখ দিয়া লেয়॥"

২। নিছিয়া—ছাঁকিয়া, ভেদকরিয়া। (নি পূর্ব্বক ছিদ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।) Cf. "অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী।"—চণ্ডীদাস। দিয়ে—দিই; দান করি। নিয়ে—লই, গ্রহণ করি।

৩-৪। মাথায় কুটি ছোঁয়ান, অঙ্গুলি দংশন ও অন্যান্য প্রকরণ দ্বারা পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলাচরণ করিতেন। এখনও অনেক অঞ্চলে ঐ সকল রীতি প্রচলিত আছে। তাঁহারা এখনও নানারূপে ঐ সকল "কাচ" করেন, বা "কাচ বাঁধেন।"

১১। তাহার প্রীতি তোমার নিকটে এইরূপ বলিয়াই বোধ হয়।

(১৩)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ৩।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল ॥ ৭।
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥ ১১।
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব—কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥ ১৫।

পদকল্পতরুতে এই কবিতার বল্লভ নামাঙ্কিত স্বতন্ত্র ভণিতা আছে, পাঠাদিরও অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়—উহা শব্দযোজনার বিভিন্নতা মাত্র—ভাবে একই। গীতসমুদ্র ও প্রাচীন পদাবলীতে ভণিতা বিদ্যাপতির, ও শব্দ সন্নিবেশ এইরূপ।

১। সখি (প্রেম-) উপলব্ধির বিষয় আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

২-৩। বর্ণনা করিতে গেলে প্রণয় অনুরাগ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন হয়। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্ত তৎপরবর্ত্তী মুহূর্ত্ত অপেক্ষা মধুরতর ও অননুভূতপূর্ব্ব-সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়।

৫। তিরপিত—তৃপ্ত। ৮। রভসে—আনন্দে। ১২। বিদগধ—বিদগ্ধ, সুরসিক। ১৩। কাহারও উপলব্ধি (অনুভব) হইয়াছে, দেখিলাম না (না পেখ)। কাহু—কাহারও। ১৫। লক্ষ লোকের মধ্যে একজনও মিলিল না।

(১৪)

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পীরিতি সমান॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥ ৪।
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥ ৮।

---

(১৫)

আকুল অলক বেঢ়ল মুখ শোভা।
রাহু কয়ল শশিমণ্ডল লোভা॥
কুন্তল কুসুম মাল করু সঙ্গ।
জনু যমুনা মিলু গঙ্গ তরঙ্গ॥ ৪।
বড় অপরূপ দুহে অচেতন ভেলি।
বিপরীত রতি কামিনী করু কেলি॥

১। আন—অন্য। পূরবক—পূর্ব্বদিকের।
৬। সিন্ধুক ধারা—সমুদ্রের জল। ৮। জুয়ায়—উপযুক্ত হয়, উচিত হয়।

এই কবিতাটীর নানাপ্রকার পাঠ দৃষ্ট হইল। আমাদিগের অবলম্বিত পাঠ প্রধানতঃ পদামৃত সমুদ্র ও পদকল্পলতিকা হইতে সংগৃহীত। পদকল্পতরুর পাঠ " বদন সোহাগল " হইতে আরব্ধ ও উহার পদ সন্নিবেশাদি ভিন্নরূপ।

৪। " মিলু "—পদকল্পলতিকায়—" জলে।"

৫। পদামৃতসমুদ্রে—" দুয় চেতন মেলি।" অর্থ—উভয়ে আনন্দে অচেতন হয় নাই, সচেতন আছে, ইহাই বিচিত্র।

প্রিয়মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ ॥ ৮।
বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি লেই পূজল ইন্দু ॥
কুচযুগ উপর বিলম্বিত হার।
কনক কলস পর দুধক ধার ॥ ১২।
কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ে রণ বাজন বাজ ॥
ভনই বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
কামকলা জিনি বচন হামারি ॥ ১৬।

৭। পদামৃতসমুদ্রে—প্রিয়মুখ সমুখত পিবই ওজ।

শ্রীযুক্ত রাধামোহন ঠাকুর ওজের অর্থ অব্জ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"প্রিয়মুখাব্জং সংমুখা সতী পিবতি।" তথা—"অত্রাব্জ ইত্যস্য দেশান্তরীয় ভাষা ওজ ইতি।" অব্জ অর্থে চন্দ্রও হয়। সুতরাং আমাদিগের গৃহীত পাঠে অর্থ এইরূপ:—

৭-৮। সুমুখী পতিমুখে যেন চন্দ্রকেই চুম্বন করিতেছে। চাঁদও অধোমুখে পদ্ম (মধু) পান করিতেছে।

৯। সোহাগল—পদামৃত সমুদ্রে—সোহায়ল—অর্থ উভয়ত্রই শোভিল, সুশোভিত করিল।

১২। পদকল্পলতিকায়—"দুধক" পরিবর্ত্তে "সুরধুনী" আছে।

১৬। পদামৃত সমুদ্রের পাঠ—"রচই চমরি ॥"

পদকল্পতরুর ভণিতা এইরূপ—

সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাঁপল জনু চপল সুঠাম ॥

স্তোত্র।

---

(১)

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, কোই না পুছই
করম সঙ্গে চলি যায়॥ ৪।
এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি;
পার হব কোন উপায়॥ ৭।
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল-পীয়নু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥ ১১।

১। বাঁটায়নু—পদামৃতসমুদ্রে বাঁটোরলু—বন্টন বা ভাগ করিলাম। ব্যয় করিলাম অর্থও চলিতে পারে।

৩। মরণের কাল দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও করেনা, কেবল কর্ম্মই সঙ্গে যায়। ৫। নায়—নৌকা, তরী।

৯। অর্থ ও অন্বয় অস্পষ্ট। মনোমধ্যে যুবতী চিন্তা করিয়াছি। অথবা অর্থ ও রমনী চিন্তাই করিয়াছি।

১১। সম্পদে বিপদই হইয়াছে।

ভণহু বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি,
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পদ লাজে ॥ ১৫ ।

---

(২)

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমপিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে ॥ ৪ ।
মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥ ৭ ।

১২। লেহ—স্নেহ। ১৩। বলিলে কি জানি কাজ হইলেও হইতে পারে। ১৪। সাঁঝকবেরি—সন্ধ্যাকালে, এখানে জীবনের সন্ধ্যাকালে, শেষ দশায়। বটতলার পাঠ, সাজব।

১৪-১৫। চরম কালের সেবা কে চাহে, তোমার চরণ দেখিতেই লজ্জা হইতেছে। পদ—বটতলার পাঠ, পাশে। কোন পুথিতে, পায়ে।

১-২। পুত্র (সুত) মিত্র (মিত) ও নারীগণ—উত্তপ্ত বালুকাময় ভূমিতে বারিবিন্দুবৎ (ক্ষণস্থায়ী)।

৩। সমপিনু—সমর্পণ করিলাম। বিসরি—বিস্মরি, ভুলিয়া।

৫-৭। মাধব! আমি পরিণাম বিষয়ে আশাহীন—তুমি জগত্তারণ দীন-দয়াময়, অন্তরে কেবল তোমারই ভরসা। বিশোয়াসা—বিশ্বাস, ভরসা।

আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়নু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রস-রঙ্গে মাতনু,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ ১১।
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহরী সমানা ॥ ১৫।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
অব তারণ ভার তোহারা ॥ ১৯।

---

(৩)

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোয় ॥ ৩।

৮। নিন্দে—নিঁদে, নিদ্রায়। ১৪। সমাওত—সমাহিত হয়, বিলীন হয়। ১৭। আরা—আর। ১৯। অব—এখন।

১৮-১৯। (তুমি) অনাদিরও আদি স্বরূপ; 'নাথ' বলিতে দাও বা বলাও (অর্থাৎ লোকে তোমায় 'নাথ' বলে,) এখন উদ্ধারের ভার তোমার উপরেই রহিয়াছে। কহায়সি—বলাও, বলিতে দাও।

৩। দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিও (নিষ্কৃতি দিও।)

গণইতে দোষ, গুণ-লেশ না পাওবি,
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥ ৭।
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে,
অথবা কীট, পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥ ১১।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু ॥ ১৫।

৬-৭। জগতের লোককে তোমায় জগন্নাথ বলিয়া ডাকিতে দাও—ছার বা অধম হইলেও আমি জগতের বাহির নহি, (জগৎ ছাড়া নই)। অর্থাৎ আমি সামান্য হইলেও আমার—তোমাকে ডাকিবার অধিকার আছে।

৮। পাখী—পাঠান্তর, দেহে।

৮-১১। কি মানুষ, কি পশু পক্ষী, কি কীট পতঙ্গ, যেরূপেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, কর্ম্মবিপাকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন হইলে যেন তোমার প্রসঙ্গে মন থাকে। পদামৃত সমুদ্রের পাঠে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হইল না।

মিথিলার পদাবলী।

[এই স্থলে মিথিলায় প্রচলিত কয়েকটী পদ সন্নিবেশিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বিশ্বাস, যে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী যেরূপ বাঙ্গালীর হস্তে পড়িয়া বিকৃত, হৃতকায় এবং পরাঙ্গপুষ্ট হইয়াছে, মৈথিলগণের হস্তেও সেইরূপ মিথিলায় প্রচলিত পদাবলী নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে কয়েকটী মৈথিল পদ প্রকাশিত করিতেছি, তাহা মিথিলা হইতে সমানীত এ পর্যন্ত মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা শ্রীযুক্ত অনারেবল লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহোদয়ের সভাপণ্ডিতগণের নিকটে ও তাঁহার পুস্তকালয়ে এরূপ আরও অনেক পদ আছে। গ্রিয়ার্সন সাহেব ৮২টী সংগৃহীত করিয়াছেন, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোর সংগৃহীত কয়েকটী প্রকাশিত হইয়াছে ও আমাদিগের নিকট অনেক গুলি মৈথিল পদ আছে। মিথিলার প্রচলিত পদাবলী বঙ্গীয় পাঠক সমাজে আদৃত হইবে যদি এরূপ বুঝিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার সঙ্কলন ও প্রচারে যত্নবান্ হইব।

১। জলধর।

ধনশ্রী রাগ।

তোহেঁ জলধর সহজহিঁ জলরাজ।
হমেঁ চাতক জল বিন্দুক কাজ॥ ১।
জলদয় জলদ জীব মোর রাখ।
অবসর দেলেঁ সহস হো লাখ॥ ২।
তনু দেঅ চান রাহু কর পান।
তৈও কলা নহি হোয় মলান॥ ৩।
ভণই বিদ্যাপতি জলদ উদার।
জীবন দএ পালথি সঁসার॥ ৪।

১। তুমি জলধর সহজেই জলেশ্বর, আমি চাতক আমার কেবল একবিন্দু জলের প্রয়োজন।

২। হে জলদ জল দিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। অবসরে বা উপযুক্ত সময়ে দান করিলে সহস্রও লক্ষ হয়। (অর্থাৎ সময়ে সহস্র দিলে তাহা লক্ষের ন্যায় জ্ঞান হয়, একগুণ দিলে শতগুণ ফল হয়)।

৩। চাঁদ তনু দান করে, রাহু পান করে, তথাপি চন্দ্রের কলা মলিন হয় না।

৪। বিদ্যাপতি ভণে—উদার জলদ জীবন দিয়া সংসার পালন করিতেছে।

২। মদন।

যোগিয়া—মালব।

কতন বেদন মোহে দেহৈ মদনা।
হর নহি বোলোঁ মোঁহ যুবতি জনা ॥ ১।

নহি মোহি জটাজূট চিকুরক বেণী।
থির সুরসুরি নহি কুসুমক সেণী ॥ ২।

চানি তিলক মোহি নহি ইন্দু গোটা।
ললাট পাবক নহি সিন্দুরক ফোটা ॥ ৩।

কণ্ঠ গরল নহি মৃগমদ চারু।
ফনিপতি মোরা নহি মুকুতা হারু ॥ ৪।

ভনই বিদ্যাপতি সুনু দেব কামা।
এক দোস অছ ওহি নামক বামা ॥ ৫।

১। মদন আমাকে কতই বেদনা দিতেছ, আমাকে হর ভাবিও না (বলিও না) আমি যুবতী-জন।

২। আমার জটাজূট নাই—কেশের বিন্যাস মাত্র রহিয়াছে। সুরসরিৎ স্থিরভাবে নাই, কুসুমের শ্রেণী রহিয়াছে।

৩। আমার চন্দ্র তিলক রহিয়াছে—ইহা পূর্ণচন্দ্র নহে। ললাটে অগ্নি নহে, এ সিন্দুরের ফোঁটা।

৪। কণ্ঠে গরল নহে, চারুমৃগমদ, মস্তকে সর্পপতি নহে মুক্তা-হার।

৫। বিদ্যাপতি বলিতেছে হে কামদেব শ্রবণ কর, উহার এক দোষ আছে—উহারও নাম বামা। [শিবের নামও বামদেব, সংক্ষেপে বাম; মৈথিলী ভাষায় সাধারণতঃ বলিবার সময় অকারান্ত নাম গুলিকে আকারান্ত করিয়া লয়। যথা, দেব, দেবা; মদন, মদনা; বাম, বামা।]

৩। ধনী-দর্শন।

মাধবী, বরাড়ী।

সসন পরশ খসু অম্বর রে।
দেখল ধনী দেহ।
নব জলধরে তরেঁ সঞ্চর রে
জনি বিজুরি রেহ ॥ ১।
আজ দেখল ধনি জাইত রে
মোহি উপজল রঙ্গ।
কনক লতা জনু সঞ্চর রে
মহি নির-অবলম্ব ॥ ২।
তা পুন অপরুব দেখল রে
কুচযুগ অরবিন্দ।
বিগসিত নহি কিয়ু কারনৈরে
সোঝা মুখ চন্দ ॥ ৩।
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে
বুঝহ রসবন্ত।
দেব সিংহ নৃপ নাগর রে
হাসিনি দেই কন্ত ॥ ৪।

১। নিশ্বাসস্পর্শে, (এখানে বাতাসে) কাপড় খসিল, ধনীর দেহ দেখিলাম, যেন নবজলধরোপরি বিদ্যুল্লেখা সঞ্চারিত হইল।

২। আজি, ধনী যাইতেছে দেখিলাম, আমার মদন-বিকার উপস্থিত হইল। (বোধ হইল) বিনা অবলম্বনে যেন কনকলতা ভূতলে বিচরণ করিতেছে।

৩। আবার তাহার অপরূপ পদ্ম সদৃশ কুচযুগল দেখিলাম। (ঐ পদ্ম) মুখচন্দ্র (সুঝিয়াছে) দেখিয়াছে, সেই কারণে বিকসিত বা প্রস্ফুটিত হয় নাই।

৪। বিদ্যাপতি কবি গান করিল, রসিক বুঝিয়া লও। নাগর নৃপ দেবসিংহ হাসিনী দেবীর প্রিয়।

বসন্ত।

৪। শিব গীত।

কোনেঁ উমতলা হে তৈলোক নাথ।
নিত উগারিঅ নিত ভশম সাথ॥ ১।

পাট পটাম্বর ধরু উতারি।
বাঘ ছলা নিত পহিরু সারি॥ ২।

তুরঅ লাগি চঢ় বসহা পীঠি।
লাজ মরিঅ জোঁ হেরিঅ দীঠি॥ ৩।

ভনই বিদ্যাপতি সুনহ গৌরি।
হর নহি উমতা তোঁহহি ভোরি॥ ৪।

৫। পুনঃ।

বেরি বেরি আরে শিব মোঞে তোঞে বোলোঁ
ফিরষি করিঅ মন মায়।
বিন সঙ্করহর ভিষিত্র পৈঁ মাঙিঅ
গুণ গৌরব দুর যায়॥ ১।

১। হে ত্রৈলোক্যনাথ তুমি কিজন্য উন্মত্তভাবে, সর্ব্বদা উলঙ্গ, সর্ব্বদা ভস্ম সঙ্গে থাক ?

২। পট্টবস্ত্রাদি খুলিয়া রাখ, সর্ব্বদা বাঘছালরূপ বসন পরিধান কর।

৩। অশ্বারোহণের পরিবর্ত্তে বলদের পিঠে চড়। যখন চক্ষে দেখি (তখন) লজ্জায় মরিয়া যাই।

৪। বিদ্যাপতি বলিতেছেন হে গৌরী শ্রবণ কর, হর উন্মত্ত নহেন তুমিই বিহ্বলা।

১। ওহে শিব বারম্বার আমি তোমাকে বলিতেছি তুমি মনোমধ্যে করিয়া ফিরিতেছ বা বেড়াইতেছ। শঙ্কর হর বিন, (অন্যে) ভিক্ষা মাগিলে (তাহার) গুণ গৌরব নিশ্চয়ই দূরে যায়। [পাঠ যদি "বিন" না হইয়া "চিন" হয় তাহা হইতে এই—হে শঙ্কর হর জানিও, ভিক্ষা মাগিলে গুণগৌরব নিশ্চয়ই দূরে যায়]।

নিরধনজন বোলি সভ উপ হাসয়
নহি আদর অনুকম্পা।
তোহেঁ শিব অক ধতুর ফুল পাওল
হরি পাওল ফুল চম্পা ॥ ২।
খটংগ কাটি হরহর জে বনাবিঅ
ত্রিশূল ভঙাএ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লয় জোতিঅ
পাএট সুরসরি ধারে ॥ ৩।
ভনই বিদ্যাপতি সুনহে মহেশর
ইলাগি কইলি তুঅ সেবা।
এতয় জে বরু সে বরু হোঅল
ওতয় যাব ন মোর দেবা ॥ ৪।

২। সকলে নির্দ্ধন জন বলিয়া উপহাস করে, আদর বা অনুকম্পা নাই। হে শিব তুমি আক (অর্ক বা আকন্দ) ও ধুতুরাফুল পাও, কিন্তু হরি চম্পক ফুল প্রাপ্ত হন।

৩। খট্টাঙ্গ কাটিয়া হর-হর বা ডমরু নির্ম্মাণ করিও, ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া চিরিয়া ফেল। বলদ বাহন থাকিলে, জ্যোতিঃ বা তেজঃ হরণ করে। গঙ্গাজল ধারা পায়ে ফেলিয়া দাও।

৪। বিদ্যাপতি ভণিতেছে হে মহেশ্বর শ্রবণ কর, ইহার জন্য তোমার সেবা করিয়াছে।

পরিশিষ্ট।

রাজা শিবসিংহ প্রদত্ত দানপত্রের কিয়দংশ

অব্দে লক্ষ্মণসেনভূপতিমিতে বহ্নিগ্রহদ্ব্যঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে শুভতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ।
বাগ্বত্যাস্সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যাপ্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহবিবর্দ্ধবাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যে সভম্॥
প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং
সারণ্যং সসরোবরঞ্চ বীসপীনামানমসীমতঃ।
শ্রীবিদ্যাপতিশর্ম্মণে সুকবয়ে রাজাধিরাজঃ কৃতী
বীরঃ শ্রীশিবসিংহদেবনৃপতির্গ্রামং দদৌ শাসনম্॥

অর্থাৎ

"২৯৩ লক্ষ্মণ সেন ভূপতির অব্দে শ্রাবণ মাসে শুভতিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে বাগ্বতী নদীর তীরে গজরথাখ্য-প্রসিদ্ধপুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞবান্ দানোৎসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া সভ্য সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসরোবর বীসপী নামক গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসনস্বরূপ প্রদান করিলেন।"

—না, প্র, ২৬ পৃ।

একখানি মৈথিল পাণ্ডুলিপির প্রতিরূপ।